NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

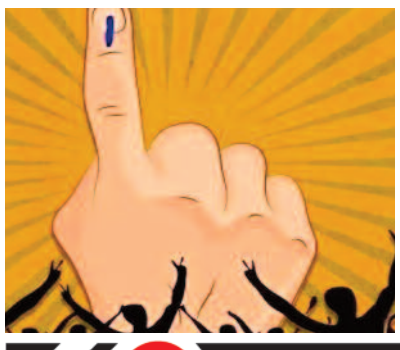

৪ অধীর আগ্রহে রয়েছে সবাই ভোটের ফলের অপেক্ষায়

এক্সিট পোলের ইঙ্গিতের পরেও জয় নিয়ে আশাবাদী সোনিয়া ৭

কলকাতা ৪ জুন ২০২৪ ২১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ মঙ্গলবার সপ্তদশ বর্ষ ৩৫২ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 4.6.2024, Vol.17, Issue No. 352, 8 Pages, Price 3.00

লোকসভা নির্বাচনে বিশ্বরেকর্ড করেছে ভারত: নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ৩ জুন: দেশের সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে ভোট সম্পন্ন হয়েছে। সোমবার কয়েকটি জায়গায় পুনর্নির্বাচন হয়েছে। মঙ্গলবার, ৪ মে প্রকাশ হবে ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের ফলাফল। ফল প্রকাশ হলেই নিশ্চিত হয়ে যাবে, আগামী ৫ বছর কার হাতে থাকবে দেশের শাসনভার। তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হলেন নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার। লোকসভা নির্বাচনে বিশ্ব রেকর্ড গড়েছে ভারত। কমিশনার রাজীব কুমার জানান, ভারতে মোট ৬৪২ মিলিয়ন অর্থাৎ ৬৪.২ কোটি ভোটার ভোট দিয়েছেন। এই সংখ্যা জি৭-এর সদস্য দেশগুলির মোট ভোটারের তুলনায় দেড় কোটি গুণ বেশি। গতবারের তুলনায় এবার পুনর্নির্বাচনের সংখ্যা অনেক কম। কমিশন জানিয়েছে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে যেখানে ৫৪০টি পুনর্নির্বাচন হয়েছিল, এবার সেখানে মাত্র ৩৯টি পুনর্নির্বাচন হচ্ছে। কমিশনার জানান, ভোটকর্মীদের কাজের চাপের কথা মাথায় রেখে কম পুনর্নির্বাচন করা হচ্ছে।

গত চার দশকের মধ্যে এবার সবথেকে বেশি ভোট পড়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে, জানাল নির্বাচন কমিশন। কমিশনার বলেন, উপত্যকার মানুষ গণতন্ত্র দ্বারা নিজেদের ভবিষ্যৎ ঠিক করতে প্রস্তুত।

কমিশনার বলেন, 'এবার প্রথমবার ভোটে হিংসা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরার মতো জায়গায় আগে কী হত, তা আপনারা দেখেছেন। এবার শান্তিপূর্ণ ভোট করার জন্য ২ বছর ধরে প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। কাজটা খুব একটা সহজ ছিল না।'

কমিশনার বলেন, '২৪-এর লোকসভা নির্বাচন চলাকালীন শুধু ১০ হাজার কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এটাও কমিশনের তৎপরতার ফল। আগে কীভাবে টাকা ছড়ানো হত, মদ, শাড়ি দেওয়া হত, তা আপনারা দেখেছেন। দক্ষিণ ভারতে কীভাবে টাকা দেওয়া হত দেখেছেন।'

কমিশন উল্লেখ করেছে, হেলিকপ্টার চেক হওয়ার খবর প্রকাশ্যে এসেছিল। কমিশনের দাবি, কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তি নয়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হোক বা কোন বড় নেতা, যেই হেলিকপ্টারে যাত্রা করেছেন, তাঁর হেলিকপ্টারই চেক করা হয়েছে। নির্বাচনী বিধিভঙ্গ নিয়ে ৪৯৫ টি অভিযোগের মধ্যে ৯০ সমাধান করা হয়েছে। ৬টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অফিসের আধিকারিকদের বদলি করা হয়েছে। গণনা প্রসঙ্গে কমিশনার বলেন, কখন, কী হবে, সব ঠিক করা হয়েছে। পুরো প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করা হয়েছে। কোনও ভুল হওয়ার সম্ভাবনাই নেই। একটা ঘড়ির মতো কাজ করবে সবকিছু।

পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে কমিশনের বক্তব্য, পশ্চিমবঙ্গে গত সাতটা দফায় যেভাবে নির্বাচন হয়েছে, তাতে কমিশন আশাবাদী যে মানুষ বুলেটের থেকে বেশি ব্যালটকে গুরুত্ব দিয়েছে এবং দেবে। এরপরও যদি হিংসা হয়, তাহলে নির্বাচনবিধি প্রত্যাহার হওয়ার পরেও নির্দিষ্ট সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলার পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশ এবং কয়েকটি জায়গার জন্য এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

৫ বছরের শাসনকর্তা নির্ধারিত হবে আজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: আজ লোকসভা ভোটের গণনা। সারা দেশের সঙ্গে গণনা হবে বাংলার ৪২ আসনেও। এ রাজ্যে ৫৫টি গণনা কেন্দ্র থাকছে। গণনার আগে ত্রিস্তরীয় বলয়ে মুড়ে ফেলা হচ্ছে গণনাকেন্দ্রগুলি। মোট ৪১৮টি কাউন্টিং হল থাকছে। ৪ হাজার ৯৪৪টি কাউন্টিং টেবিল থাকবে। তিন লক্ষেরও বেশি পোস্টাল ব্যালট। গড়ে ১৭ রাউন্ড গোনা হবে। সর্বোচ্চ ২৩ রাউন্ড। সর্বনিম্ন ৯ রাউন্ড গণনা হবে।

শীতলকুচির ৩১০টি বুথ, দিনহাটায় ৩১৮টি বুথ। এখানে ভোট গণনা হবে ২৩ রাউন্ডে। অন্যদিকে চোপড়ার ২৫১ নম্বর বুথে সর্বনিম্ন ৯ রাউন্ডে ভোট গণনা হবে। ভোট গণনায় ২৫ হাজারের বেশি থাকছে মাইক্রো অবজার্ভার। প্রত্যেকটি কাউন্টিং টেবিলে একজন সুপারভাইজার, একজন কাউন্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং একজন মাইক্রো অবজার্ভার থাকবেন।

এবারের মোট ভোটার ৭,৬০,১০,০০৬ । এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৩,৮৬,১৩,৪১৫, মহিলা ভোটার ৩,৭৩,৯৪,৮১৮, তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছে ১৭৭৩। মোট প্রার্থী ৫০৭ জন। এরমধ্যে পুরুষ প্রার্থী ৪৩৪ জন, মহিলা প্রার্থী ৭২ জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের প্রার্থী একজন।

কলকাতা দক্ষিণ কেন্দ্রে ৭টি কাউন্টিং সেন্টার রয়েছে, কলকাতা উত্তর কেন্দ্রে ১টি কাউন্টিং সেন্টার রয়েছে। ডায়মন্ড হারবারে রয়েছে ৪টি কাউন্টিং সেন্টার। দার্জিলিংয়ে ৩টে কাউন্টিং সেন্টার, রায়গঞ্জে ২টি কাউন্টিং সেন্টার এবং অন্যান্য জায়গায় ১ করে কাউন্টিং সেন্টার রয়েছে। এদিকে রাজ্যের ৫৫টি গণনাকেন্দ্রে নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে গণনার কাজ সম্পন্ন করতে এবং গণনা কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তায় একাধিক পদক্ষেপ করেছে নির্বাচন কমিশন। গণনা কেন্দ্রের বাইরে ২০০ মিটার পর্যন্ত জারি থাকছে ১৪৪ ধারা। এর পাশাপাশি গণনা কেন্দ্রগুলিতে থাকছে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তা বলয়। প্রথম পর্যায়ে থাকবে সংশ্লিষ্ট লাঠিধারী ও এএসআই পদমর্যাদার পুলিশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে সশস্ত্র রাজ্য পুলিশ এবং এরপর বাকি গণনা কেন্দ্র ঘিরে তৃতীয় পর্যায়ে থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। রাজ্যের ৫৫ টি গণনা কেন্দ্রে নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হয়েছে ৯২ কোম্পানি কেন্দ্রীয়, বাহিনী থাকবে ২৫২৫ জন রাজ্য পুলিশ। গণনা কেন্দ্রে প্রতি বিধানসভা পিছু একজন করে পর্যবেক্ষক থাকবেন অর্থাৎ ২৯৪ টি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ২৯৪ জন গণনা পর্যবেক্ষক থাকবেন। গণনা কেন্দ্রে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষকরাই মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন। এর পাশাপাশি সমগ্র গণনা কেন্দ্র-সহ তার চারপাশ সিসিটিভিতে মোড়া থাকবে। গণনা কেন্দ্রের ভিতর ওয়েব কাস্টিং হবে না, থাকবে সিসিটিভি। পোস্টাল ব্যালট গণনার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র একবারই নির্দিষ্ট ওটিপি দেখার জন্য মোবাইল ব্যবহার করবেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার বা অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার। এ ছাড়া গণনা কেন্দ্রের মধ্যে আর কেউই মোবাইল ব্যবহার করতে পারবেন না। গণনা কেন্দ্রে প্রবেশ করতে গেলে একমাত্র সাদা কাগজ ও পেন ছাড়া কোন কিছু নিয়েই প্রবেশ করা যাবে না। যদি মোবাইল কারুর কাছে পাওয়া যায় তাহলে কেন্দ্রীয় বাহিনী তা বাজেয়াপ্ত করবে এবং নির্বাচনী নিয়ম অনুযায়ী তাঁর হাজতবাস অথবা জরিমানা হতে পারে।

এদিকে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, সকাল ৮টায় জেলায় নির্বাচনী আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে ইভিএমগুলিকে স্ট্রংরুম থেক গণনা হলে নিয়ে যাওয়া হবে। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনী থাকবে এই সময়। স্বচ্ছতা বজায় রাখতে, নির্বাচন কমিশন স্ট্রংরুম থেকে ইভিএম মেশিন গণনা হলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে দলগুলির পোলিং এজেন্টদেরও সঙ্গে রাখবে। বিষয়টিতে স্বচ্ছতা বজায় রাখা হবে। নির্বাচন কমিশন ভোট গণনার জন্য একাধিক রাউন্ডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যার মধ্যে পোস্টাল ব্যালটে প্রথম রাউন্ডে গণনা করা হবে। এরপর খোলা হবে ইভিএম। এক রাউন্ডে ১৪টি টেবিলে, ১৪টি ইভিএম একসঙ্গে খোলা হয়। ইভিএম-এ পড়া ভোট গণনা শেষ হলে প্রথম রাউন্ড সম্পন্ন হয়। তবে দুপুরের মধ্যে ভোটের ট্রেন্ড মোটামুটি স্পষ্ট হবে বলে মত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের।

সক্রিয় রাজভবনের পিসরুম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট গণনা পর্বের আগে আরও সক্রিয় রাজভবনের পিস রুম। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এক ভিডিও বার্তায় জানান, রাজভবনের পিসরুম ২৪ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে। কোথাও কোনও গোলমাল বা হিংসার ঘটনা ঘটলে, সেটা যাতে দ্রুত পিসরুমে ফোন করে জানানো হয়, বঙ্গবাসীর কাছে। কারণ, লোকসভা ভোট মিটতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসছে। ফলাফল প্রকাশের আগেই রাজ্যে হিংসার আশঙ্কা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের। আগেভাগে সকলকে সতর্ক করেন তিনি। একইসঙ্গে সোমবার সন্ধ্যেয় সকলকে ভোটের ফলাফল মেনে নেওয়ার বার্তাও দেন। একইসঙ্গে সমাজবিরোধী ও গ্যাংস্টারের ফলাফলের সুযোগ নিতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন রাজ্যপাল। সঙ্গে এও বলেন, 'যে কোনও ধরনের অশান্তি পাকানোর চেষ্টা হলে, তা রিয়েল টাইম বেসিসে রাজভবনের পিস রুমে জানান। রাজভবনের পিস রুম ২৪ ঘণ্টা খোলা রয়েছে। অশান্তি নির্মূল করতে রাজভবন প্রস্তুত রয়েছে।'

গণনাকেন্দ্রের টেবিলে রাখা যাবে না কোনও অস্থায়ী কর্মী

কমিশনকে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটগণনার টেবিলে কোনও অস্থায়ী কর্মী থাকবে না। নির্বাচন কমিশনকে তা নিশ্চিত করতে বলল কলকাতা হাই কোর্ট। সোমবার বিচারপতি অমৃতা সিংহের নির্দেশ, গণনাকেন্দ্রের টেবিলে অঙ্গনওয়ারি কর্মী, পার্শ্বশিক্ষক, সিভিক ভলান্টিয়ার বা ওই জাতীয় কোনও অস্থায়ী কর্মীকে রাখা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের যে নির্দেশিকা রয়েছে, তা মেনে গণনাকেন্দ্রে কর্মী নিয়োগ করতে হবে।

হাওড়া ও বালি পুরসভার চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের গণনার কাজে নিয়োগ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়। মামলাটি করেন হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী রথীন চক্রবর্তী। মামলাকারীর আইনজীবী সওয়াল করেন, গণনাকেন্দ্রের ডিসিআরসির পুরো দায়িত্বে অস্থায়ী কর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে। ওই মামলায় কমিশনের আইনজীবী জানান, গণনার টেবিলে একজনও অস্থায়ী কর্মী থাকবেন না। এ বিষয়ে ইতিমধ্যে নির্দেশিকা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। সেই নির্দেশ যাতে পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়, তা নিশ্চিত করা হবে।

হাইকোর্টে কমিশনের আইনজীবী জানান, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পোলিং অফিসারদের মধ্যে কেউই চুক্তিভিত্তিক কর্মী নন। গণনার কাজে চুক্তিভিত্তিক কাউকে নেওয়া হয়েছে, এমন কোনও প্রমাণ মামলাকারী দিতে পারেননি। এর পরেই উচ্চ আদালত জানায়, কোথাও যাতে ভোটগণনার টেবিলে অস্থায়ী কর্মী না থাকে, তা দেখতে হবে কমিশনকে।

সন্দেশখালিতে অব্যাহত হিংসা ও অশান্তি

এক বিজেপিকর্মীর বাড়িতে হামলা ও প্রাণনাশের হুমকি

নিজস্ব প্রতিবেদন: হিংসা আর অশান্তির বাতাবরণ থেকে কোনও মতেই যেন বের হতে পারছে না সন্দেশখালি। রবিবার রাতে সন্দেশখালিতে এক বিজেপি কর্মীর বাড়িতে হামলা ও প্রাণনাশের হুমকির অভিযোগ উঠল তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। হামলার হাত রেহাই পাননি ওই বিজেপি কর্মীর স্ত্রীও। স্বামীকে বাঁচাতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে মার খান তিনি। বিজেপি কর্মী স্ত্রীর পেটে লাথি মারার অভিযোগ উঠেছে খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধানের বিরুদ্ধে। ঘটনার জেরে আতঙ্কিত বিজেপি সমর্থক ওই দম্পতি বাঁশ, লাঠি, কোদালের বাঁট দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয় বিজেপি সমর্থক ওই দম্পতিকে। সঙ্গে এও বলেন, 'হামলাকারী তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা হুমকি দিয়ে বলেছে, ৪ জুন ভোটের ফলাফল বেরনোর পর বাড়ি থেকে বের করে কোপাবে আমাদের। কী হবে ? বাঁচার কোনও পথ খুঁজে পাচ্ছি না। প্রশাসনের কাছে আবেদন আমাদের বাঁচান। '

এই ঘটনার জেরে সোমবার সকাল থেকে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সন্দেশখালির খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। পাল্টা গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধেও হামলার অভিযোগ আনে শাসক শিবির। সপ্তম দফার ভোটে দিনভর উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল বসিরহাট লোকসভার অন্তর্গত সন্দেশখালি। হামলা, মারধর, পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ, অবরোধ কিছুই বাদ যায়নি সেদিন। সেই রেশ এখনও চলছে। রবিবারও সন্দেশখালির আগারহাটিতে গ্রামে পুলিশের অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয়। পুলিশ-র‍্যাফকে ঘিরে রীতিমতো তাঁদের ক্ষোভ উগরে দেন গ্রামের মহিলারা। এমনকী, ধাওয়া করে পুলিশের গাড়ি থেকে আটক করে এক গ্রামবাসীকে ছিনিয়েও নেন মহিলারা। সেই ঘটনায় নিয়ে রীতিমতো তেঁতে ছিল আগারহাটির মণ্ডল পাড়া।

এই ঘটনা ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে। বিজেপির যুব মোর্চার বসিরহাট সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পলাশ সরকার জানান, 'ওই দম্পতি বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী। খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিপ্লব বর্মনের নেতৃত্বে ৫০-৬০ জনের দুষ্কৃতী দল হামলা চালিয়েছে সেখানে। বসিরহাট-সহ গোটা রাজ্যে তৃণমূলের হার নিশ্চিত জেনেই, ভোট পরবর্তী হিংসা চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূলের লোকজন। এঁদের বলব এখন থেকেই সাবধান হয়ে যান। নইলে কপালে দুঃখ আছে।'

যদিও, যাবতীয় অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা গেরুয়া শিবিরের বিরুদ্ধেই সন্ত্রাসের অভিযোগ এনেছেন খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিপ্লব বর্মন। তিনি বলেন, 'ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত করে তৃণমূলের নাম টেনে আনা হচ্ছে। আমরা এই ধরণের ঘটনায় বিশ্বাসী নই। বিজেপিই হিংসার আশ্রয় নিচ্ছে।'

সন্দেশখালিতে ফের আসতে চায় জাতীয় মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালিতে 'ভোট পরবর্তী হিংসা'র ঘটনার অনুসন্ধানের জন্য প্রতিনিধিদল পাঠাতে সক্রিয় হল জাতীয় মহিলা কমিশন। সোমবার মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। যে হেতু এখনও পর্যন্ত আদর্শ নির্বাচনী আচরণবিধি বলবৎ রয়েছে, তাই এ বিষয়ে অনুমতি নেওয়া প্রয়োজন বলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমারকে লিখেছেন শর্মা। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন চিঠিতে লিখেছেন, তিনি নিজেই সন্দেশখালিতে মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনার অনুসন্ধানে পশ্চিমবঙ্গে যেতে চান। তাঁর কথায়, 'সম্প্রতি সন্দেশখালি-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অংশ থেকে ভোট পরবর্তী হিংসা এবং মহিলাদের উপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগ সংক্রান্ত খবর সংবাদমাধ্যমে এসেছে। যা উদ্বেগের। এই পরিস্থিতিতে বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল ঘটনার অনুসন্ধান এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য সন্দেশখালি-সহ পশ্চিমবঙ্গের অন্য অংশ পরিদর্শনে যেতে চায়।'

এদিকে বসিরহাটে নির্বাচনের দিন হিংসার ঘটনায় সন্দেশখালিতে আরও সাতজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতরা হলেন, দীনেশ বারিক, পরিতোষ সর্দার, চিরঞ্জিৎ সর্দার, কৃষ্ণ সর্দার, দিলীপ সর্দার, মিহির হালদার এবং সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবারই ধৃতদের বসিরহাট মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের সবাই বিজেপি কর্মী। আগেও পাঁচজনকে এই কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। পুলিশের উপর আক্রমণ করার জেরে মোট গ্রেপ্তার সংখ্যা দাঁড়াল ১২।

অন্যদিকে, সন্দেশখালি থানার এসআই সাগির গাজির উপর হামলা করার ঘটনায় রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে তিনটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। গত ১ জুন সপ্তম দফার ভোটের দিনও রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ। পুলিশের পক্ষ থেকে আদালতে জানানো হয়, রেখা পাত্রের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে। তাই স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মামলাতেও বিজেপি প্রার্থীর এফআইআরে আগামী ৫ জুলাই পর্যন্ত অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এখন সন্দেশখালির পরিস্থিতি শান্ত রাখার জন্য রবিবার থেকে ভোটের ফলপ্রকাশের দিন পর্যন্ত বেশিরভাগ জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করেছে প্রশাসন।

ফলপ্রকাশের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতিকে খোলা চিঠি প্রাক্তন বিচারপতিদের

নয়াদিল্লি, ৩ জুন: ৪ জুলাই প্রকাশিত হতে চলেছে ১৮তম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল। তার আগে নির্বাচনী ফল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে দেশের রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখলেন প্রাক্তন বিচারপতিরা। চিঠিতে সংসদীয় গণতন্ত্রকে রক্ষা করার আবেদন জানানো হয়েছে। বলা হয়েছে, যদি নির্বাচনের ফলাফল ত্রিশঙ্কুর দিকে যায় সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতির কাঁধে থাকে গুরুদায়িত্ব। প্রথা মেনে তিনি গণতান্ত্রিক নজির স্থাপন করবেন। ঘোড়া কেনাবেচার কোনওরকম সম্ভাবনা আটকানোর আবেদন জানানো হয়েছে চিঠিতে। রাষ্ট্রপতির পাশাপাশি সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষায় চিঠিতে আর্জি জানানো হয়েছে দেশের প্রধান বিচারপতি ও নির্বাচন কমিশনারের কাছেও। প্রাক্তন বিচারপতিদের খোলা চিঠিতে নির্বাচনী ফলাফলে জনগণের রায়কে প্রাধান্য দিতে আবেদন জানানো হয়েছে। সেক্ষেত্রে যদি কোনও কারণে ফল ত্রিশঙ্কুর দিকে যায় তাহলে রাষ্ট্রপতি যেন সঠিকভাবে পালন করে গণতান্ত্রিক নজির স্থাপন করেন। আশা করবো এক্ষেত্রে তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনের দাবিদার প্রাক নির্বাচনী জোটকেই প্রথমে সরকার গঠন করার জন্য ডাকবেন। এবং দেশে ঘোড়া কেনাবেচার সবরকম সম্ভাবনাকে প্রতিহত করবেন। এছাড়া শীর্ষ আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের কাছে যদি কোনও আর্জি আসে সেক্ষেত্রে যেন দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ফল ঘোষণা পর্বে কোনও রকম হিংসা, অশান্তির মতো ঘটনা ঘটলে নির্বাচন কমিশন-সহ শীর্ষ আদালত তা প্রতিহত করতে দ্রুত ব্যবস্থা নেয় সে আর্জিও জানানো হয়েছে।

সতর্ক কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল নন্দীগ্রাম। ২০২১ এর ভোটের সেই কুখ্যাত 'লোডশেডিং' কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার ভোট গণনা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এদিন তার রূপায়ণের প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন কমিশনের কর্তারা। সেই বৈঠকেই নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ উঠে আসে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনারের মুখেই উঠে আসে ২০২১-এর নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে গণনা চলাকালীন লোডশেডিং-এর ঘটনা ঘটেছিল। যা নিয়ে বিতর্ক।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

মোদি ব্র্যান্ডের সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল বিরোধী জোট

শুভাশিস বিশ্বাস

শেষ হয়েছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ ভারতের ১৮ তম লোকসভা নির্বাচন। এই নির্বাচন ভারতের জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক কাঠামো ও বৈশ্বিক গণতান্ত্রিকধারার জন্যও। নির্বাচনের ফল প্রকাশ ৪ জুন। তার আগে ভারতের রাজনীতি কারা শাসন করতে চলেছে আগামী ৫ বছর তার আঁচ দিতে সামনে এসেছে এক্সিট পোলও। এই এক্সিট পোলে বিরোধীদের থেকে যোজন খানেক দূরত্বে এগিয়ে বিজেপি তথা এনডিএ জোট। অর্থাৎ, তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসতে চলেছেন নরেন্দ্র দামোদর মোদি।

তবে একটু খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে বিজেপির এই জয়ের পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের পরিকল্পনা। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে এনডিএ জোট। যে জোটের প্রধান দল ছিল এই ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এরপরই প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসেন তৎকালীন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ২০১৪ সাল থেকেই লোকসভা নির্বাচনে মোদি ঝড়ের শুরু। এরপর এই ঝড়ই রূপ নেয় শক্তিশালী টর্নেডোতে। যার সবথেকে বড় উদাহরণ ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচন। কারণ, এর এক বছর আগে ২০১৮-তে হয়েছিল হিন্দি বলয়ের তিন রাজ্য রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়ে বিধানসভা নির্বাচন। যেখান বিজেপি পরাজিত হয়। তার এক বছর পর লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি ওই সব রাজ্যে ব্যাপক ব্যবধানে জয় লাভ করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ধারনা, মোদির জন্যই লোকসভা নির্বাচনে ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টি পায় বিজেপি। শুধু তাই নয়, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় বিজেপি। সৌজন্যে মোদি।

তবে ২০১৪-র এই মোদি-ম্যাজিকের নেপথ্যে রয়েছে গুজরাতে মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন তাঁর একের পর এক সাফল্য। তাঁর জামানাতেই রাজ্যে ব্যাপক বিদেশি বিনিয়োগ টানার পাশাপাশি দেশি-বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে গুজরাতকে শিল্প-বাণিজ্যে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন মোদি। অন্যদিকে, গেরুয়া রাজনীতিকে ঘিরে আরও সু-সংহত করেন নিজের অবস্থানও। কারণ, ২০১৪ সালে বিজেপির প্রধানমন্ত্রিত্বের অন্যতম দাবিদার ছিলেন রামমন্দির প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের নেতা ও তৎকালীন হিন্দুত্ববাদের ব্র্যান্ড লালকৃষ্ণ আদবানি। তবে ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতাসীন হওয়ার পর মোদি ভারতের রাজনৈতিক কৌশল পাল্টানোর জন্য তাঁর অত্যন্ত আস্থাভাজন অমিত শাহকে গুজরাত থেকে দিল্লিতে নিয়ে এসে বসান বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে। অমিত শাহ বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি পদে বসার পরই তাঁর রাজনৈতিক কৌশলের কাছে বিরোধীরা ধরাশায়ী হতে থাকে এবং অমিত শাহ হয়ে ওঠেন বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির চাণক্য। পুরো পার্টির নিয়ন্ত্রণ অমিত শাহের হাতে চলে আসার পাশাপাশি সরকারের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে নরেন্দ্র মোদির হাতে।

অন্যদিকে, চলতে থাকে দেশজুড়ে গেরুয়াকরণের জন্য হিন্দুত্ববাদের অস্ত্রকে ব্যবহার। এতে সফলতাও আসে ব্যাপক। এই সফলতার হাত ধরেই জাত-পাত, ধর্মীয় বিভাজনের কঠিন সমীকরণ ডিঙ্গিয়ে ভারতজুড়ে মোদি হিন্দুত্ববাদের এক অপ্রতিরোধ্য নেতাতে পরিণত হন। এদিকে ফের মাথাচাড়া দেয় বাবরি মসজিদ ইস্যু।

বিস্তারিত দুয়ের পাতায়

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১৩/০৫/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৪৫৮১ নং এফিডেভিট বলে আমি Jogindar Mallick ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Zinkur Mallick ও J. Mallick সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ০১ নং এফিডেভিট বলে Sandeep Das S/o. Ramendranath Das ও Sandeep Das S/o. Ramendranath সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩০/০৫/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৬৩ নং এফিডেভিট বলে আমি Sumita Bera D/o. Astupada Bera নাম ও ধর্ম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Afrin Khatun নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি হিন্দু ধর্ম হইতে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, Anu Parida D/O Ramchandra Parida, born on 07/06/1979 residing at Howrah, West Bengal, have changed my name to Anusaya Parida vide affidavit dated 07/09/2022 at Howrah Court.

নোটিশ

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের প্রথম সিভিল জজ (সিনিয়ার ডিভিশন) আদালত, মেদিনীপুর
২০২২ সালের ৬৯০ নং দেওয়ানী পাটীশান মোকর্দ্দমা

শ্রীমত্যা পূর্ণিমা পাঠক দীং ...বাদীগণ
-বনাম-
শ্রীমতি অনিমা চক্রবর্ত্তী দীং ...বিবাদীগণ

১) শ্রীমতি অনিমা চক্রবর্তী, স্বামী- শ্রী দেবব্রত চক্রবর্ত্তী, গ্রাম + পোঃ + থানা- ভগবানপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
৩) শ্রীমতি সোনালী চক্রবর্ত্তী, স্বামী- শ্রীলাল্টু চক্রবত্তী, গ্রাম + পোঃ- জামনা, থানা- পিংলা, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর
১৩) শ্রী শিবপ্রসাদ গাঙ্গুলী, পিতা- পঞ্চানন গাঙ্গুলী, সাং- পি. এন. মিত্র লেন, কলিকাতা-৭০০০৪১
...বিবাদীগণ

এতদ্বারা আপনাদিগকে জানানো যাইতেছে যে, শ্রীমত্যা পূর্ণিমা পাঠক, স্বামী- অশোক কুমার পাঠক, দীং বাদীগণ মৃত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্যের সম্পত্তি লইয়া আপনাদের বিরুদ্ধে অত্র আদালতে সন ২০২২ সালের ৬৯০ নং দেওয়ানী পার্টীশন মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমা আগামী ইং- ০৮/০৭/২৪ তারিখে দিন ধার্য্য রহিয়াছে।
উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কাহারও কোনও প্রকার আপত্তী থাকিলে ধার্য্য দিনে বা তৎপূর্ব্বে স্বয়ং বা উকিলবাবু দ্বারা আদালতে উপস্থিত হইয়া কারন দর্শাইবেন, অন্যথায় আপনাদের অসাক্ষাতে আইনানুযায়ী কার্য্য করা হইবে।
সন ২০২৪ সালের ২১/০৫/২৪ তারিখে আমার সাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত মতে দেওয়া গেল।

আদেশানুসারে
অয়ন চক্রবর্ত্তী
সেরেস্তাদার
প্রথম সিভিল জজ সিনিয়ার ডিভিশন
২১-০৫-২০২৪

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৪ঠা জুন। ২১শে জ্যৈষ্ঠ।মঙ্গলবার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে মেষ রাশি অষ্টোত্তরি ও বিংশোত্তরী শুক্র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : শারীরিক সুস্থতার দিন। যারা দীর্ঘ সময় ধরে চিকিৎসা তে ছিলেন আজ শরীর আরোগ্য হওয়ার দিন। খাওয়া এবং পথ্য তার দিকে নজর দেওয়া শুভ। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। প্রতিবেশী সহযোগিতা প্রাপ্তি এবং যারা লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা করেন তাদের অর্থবৃদ্ধি সম্ভাবনা প্রবল। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালুন ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : জীবনের কঠিন সময়ের একটা নতুন দৃঢ় পদক্ষেপ দেখা দেবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। তবে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তিন মাথার বুদ্ধির প্রয়োজন। বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল তার সম্ভাবনা। চলচ্চিত্র দূরদর্শনের মধ্যে যারা কাজে জড়িত তাদের সাফল্য নিশ্চিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল ফুল দ্বারা দেবী মহাকালীর পুজো করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

মিথুন রাশি : ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। গৃহ শান্তি থাকলেও তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে নিয়ে বিবাদ এর সম্ভাবনা রয়েছে সতর্ক থাকতে হবে। সেলস রিপ্রেসেন্টেটিভ দের বিশেষত যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেশন করেন তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বান্ধব যোগে উপকৃত হবেন। প্রতিবেশীর দ্বারা উপকৃত হবেন। গৃহ পরিবেশ বিষয়ে সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে হলুদ পুষ্পদ দারা দেব দেবীদের আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ। আজ দেখা দেবে দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে হঠাৎ তর্ক বিতর্ক সম্ভাবনা। তৃতীয় একজন ব্যক্তির দ্বারা স্বামী ভুলবশ স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের কারণ। যারা বেতন ভোগ কর্মচারী তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কিছু বিবাদ হবে। কম কথা বলা এবং বুদ্ধির প্রয়োগে আপনার জয়লাভ। আজকের দিনে নতুন বান্ধব কে বিশ্বাস না করাই ভালো। গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র থাকবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জালুন এবং আতপ চাল নৈবিদ্য দিয়ে সর্ব দেব দেবীর আরতি করুন শুভ হবে।

সিংহ রাশি : শুভ দিন নতুন কোন সম্ভাবনা আপনার দরজায় টোকা দেবে। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। বিশেষত জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে যারা কাজ করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির নতুন দিক। গৃহ শান্তি পারিবারিক শান্তি থাকবে। বান্ধবের দ্বারা উপকৃত হবেন আজ মন আনন্দে ভরপুর থাকবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ যারা গবেষণা করছেন তাদের জন্য অতীব শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বেলে দুর্বাসহ দেব-দেবীর আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : আজ শুভ-অশুভ মিলিয়ে দিনটি থাকবে। গ্রহ অবস্থান যা বলছে তাতে যা অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল তা একটু পিছিয়ে যাবে। ধৈর্য ধরতে হবে। ফোন কল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। গৃহবধূদের জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। বিদ্যার্থীদের দিনটি ঠিক নয়। শুভ-অশুভ নতুন ব্যবসা-বাণিজ্য যারা শুরু করবেন তাদের ধৈর্য ধরতে বলব। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্বলিত কারে হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

তুলা রাশি : আজ অতীব শুভ দিন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। প্রতিবেশীর সহযোগিতা, বাড়ির প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতা, বন্ধু-বান্ধবের বুদ্ধির দ্বারা নতুন পথ দেখা যাবে। পরিবারের দাম্পত্য বিবাহিত জীবনে শান্তির পরিবেশ। যে কাজটি করবেন ভেবেছিলেন আজ শুরু করতে পারেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল এবং প্রদীপ প্রজ্জলন করে দুর্গা মায়ের নাম করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির কালো মেঘ দেখা যাবে। সকাল বেলাতেই বিবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি টেনশন বৃদ্ধি হবে। গুপ্ত শত্রু চক্রান্ত থাকবে। ছলনাময়ী নারীর দ্বারা আর্থিক ক্ষতির সম্ভাবনা প্রবল। বিশেষভাবে আজকের দিনটি সতর্ক থাকা উচিত। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে ভগবান শ্রী শিব পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : আজকের দিনটি লক্ষ্য পূরণের দিন। কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে চাপে রেখেছিল আজ সেখান থেকে মুক্তির পথ। বিশেষত যারা প্রশাসনিক কর্মেরত রয়েছেন। তাদের আজকের দিনটি সৌভাগ্য সূচক। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ কর্মপ্রার্থী কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের জন্য শুভ। আজ বান্ধবযোগে আনন্দিত হওয়ার দিন বাড়ি গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, হর হর মহাদেব বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : যারা বেতনভুক কর্মচারী তাদের সৌভাগ্য যোগ। আজ সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা কোন সমস্যা মুক্তির দিন। বান্ধবী দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, প্রেমিক প্রেমিক যুগল শুভদিন বিবাহের বিষয়ে পাকা কথা হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। ব্যাবসা বৃদ্ধির দিন প্রবীণ নাগরিকদের জন্য নতুন কোন সুখবরে আনন্দ প্রাপ্তি বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে হর হর মহাদেব বলুন। এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : আজ ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন কোন দিক দেখা দেবে যারা চিকিৎসক তাদের আজ বিশেষ সম্মান প্রাপ্তি। সামাজিক কাজে, যারা তাদেরও সম্মান প্রাপ্তির দিন। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকদের পূর্ণ সহযোগিতায় আপনার বাধা প্রাপ্ত কাজটি আজ হয়ে যাবে। বেতনভুক কর্ম যারা করেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিবাহের বিষয়ে নতুন কথা হতে পারে। যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে আজ তাদের জন্য নতুন কোন সুখবর প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে আতপ চাল দ্বারা দেবদেবীর পূজা করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : সতর্ক থাকুন।আজকের দিনটি থাকা উচিত। বন্ধুর বেশে শত্রু দেখা দেবে। বিবাদ বিতর্কের দ্বারা মানসিক কষ্ট বৃদ্ধি হবে পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ। প্রবীণ নাগরিকের চিকিৎসার জন্য দুশ্চিন্তা হঠাৎ করেই কোন দুঃসংবাদে মন কষ্ট বৃদ্ধি হবে। বেতনভোগ কর্মচারী যারা তাদের সতর্ক থাকা ভালো। বাড়ি গৃহ মন্দির এ নারিকেলসহ গণেশ দেবতার পুজো করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

কুখ্যাত 'লোডশেডিং' কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি রুখতে সতর্ক দৃষ্টি কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটের গণনার আগে ফের প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠল নন্দীগ্রাম। ২০২১ এর ভোটের সেই কুখ্যাত 'লোডশেডিং' কাণ্ডের পুনরাবৃত্তি যাতে না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিল নির্বাচন কমিশন। মঙ্গলবার রাজ্যের ৪২ লোকসভা আসনের ভোট গণনা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ রাখতে আগেই একাধিক নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। এদিন তার রূপায়ণের প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের সঙ্গে ভার্চুয়াল বৈঠক করেন কমিশনের কর্তারা। সেই বৈঠকেই নন্দীগ্রামের প্রসঙ্গ উঠে আসে বলে খবর কমিশন সূত্রে। জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিনিয়র ডেপুটি ইলেকশন কমিশনারএর মুখেই উঠে আসে ২০২১-এর নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ প্রসঙ্গত, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নন্দীগ্রামে গণনা চলাকালীন লোডশেডিং-এর ঘটনা ঘটেছিল। যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়।

ওই কেন্দ্র থেকেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর বিরুদ্ধে বিজেপির প্রার্থী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। প্রথমে জয়ী হিসাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম ঘোষণা করা হলেও পরে ওই কেন্দ্রের জয়ী প্রার্থীর নাম হিসাবে ঘোষিত হয় শুভেন্দু অধিকারীর নাম। ওই কেন্দ্রের ফলাফল নিয়ে এখনও টানাপড়েন চলছে আদালতে। এবারের গণমায় যাতে রাজ্যের কোথাও ওই ধরণের ঘটনার পূনরাবৃত্তি না ঘটে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে কমিশন নির্দেশ দিয়েছে। গণনা চলাকালীন গণনা কেন্দ্রে যাতে কোনওভাবেই লোডশেডিং বা বিদ্যুৎ বিপর্যয়ের ঘটনা না ঘটে সেদকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে বলা হয়েছে। পর্যাপ্ত সংখ্যায় জেনারেটর মজুদ রাখতে বলা হয়েছে।

সমস্ত দলের কাউন্টিং এজেন্ট ও তাদের পরিবারকেও নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন পর্বে ভোট মিটে যাওয়ার পর কাউন্টিং এজেন্টদের উপর হামলার ঘটনা সামনে এসেছে। যা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কমিশন। ওই ধরণের ঘটনা আটকাতে প্রয়োজনীয় সবরকম ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেয়ো হয়েছে। রাজনৈতিক দলের এজেন্টরা হুমকি পেলে স্থানীয় পুলিশ ব্যবস্থা নেবে। কাউন্টিং এজেন্টদের নিরাপত্তা নিয়ে স্থানীয় পুলিশকে ব্যাবস্থা নিতে হবে। সব দলের কাউন্টিং এজেন্ট যাতে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। গণনাকেন্দ্রের বাইরে হিংসা রুখতে বিশেষ নজরজদারি চালানরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ধনেখালি থেকে ৬৭০টি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধনিয়াখালি: নির্বাচনের ফলাফলের আগের দিন ধনেখালি থেকে প্রায় ৬৭০ পিস বড় সাইজের নিষিদ্ধ শব্দবাজি অর্থাৎ চলতি কথায় গাছ বোম উদ্ধার করল ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। ধনিয়াখালি থানার মির্জাপুর গ্রামে বাঁশ ঝাড় থেকে এই বাজি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধনেখালি থানার মির্জাপুর গ্রামে অবৈধ আতশবাজি মজুত করা হয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। সেই মতো গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে একটি বাঁশের ঝোপ থেকে ৬৭০ পিস গাছ বোমা বা নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। কে বা কারা বোমগুলি মজুত করল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য হুগলি জেলার ধনেখালি থানার একাধিক জায়গায় মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সোমবার বিকাল থেকেই সেই সমস্ত জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করবে।

একদিন মোটরযানবিহীন ক্যাম্পাস করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিগত সময়ে পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাব বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল ব্যবহার করে কর্মস্থলে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মোটরযান বিহীন ক্যাম্পাসের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে। এই উপলক্ষ্যে পুলিশ লাইন চত্বরে একটি সাইকেল র‍্যালিও আয়োজিত হয়, যেখানে শতাধিক সাইকেল আরোহী অংশগ্রহণ করেন।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের গণনা হবে চুঁচুড়ার হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ার হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজে চলছে গণনার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনের গণনা। শেষ মুহূর্তের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে সমস্ত গণনা কেন্দ্রে। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের গণনা হবে চুঁচুড়ার হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজে। সেখানেই রয়েছে স্ট্রংরুম। নির্বাচনের পরের দিন থেকেই এই এলাকাকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখা হয়েছে পুলিশি পাহারায়। এই কলেজেই সকাল ৭ টা থেকে শুরু হবে হুগলি লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার গণনা। সেই গণনার জন্যই এখন কলেজে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কলেজের সামনের বিবেকানন্দ রোডের উপর লাগানো হয়েছে গার্ড রেল পাশাপাশি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ড্রপ গেট। মাঝেমধ্যেই হুগলি জেলার নির্বাচনী আধিকারিক সহ অন্যান্য নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিকরা বারংবার এসে এই গণনা কেন্দ্র ঘুরে দেখছেন কোথাও কোনও রকম ত্রুটি রয়েছে কিনা। সাতটি ঘরে ১১১টা টেবিলে গণনা হবে। প্রশাসন সূত্রে খবর, বুথ অনুযায়ী প্রত্যেক বিধানসভার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক টেবিল থাকবে। প্রত্যেক টেবিলে, প্রত্যেক দলের এক জন করে কাউন্টিং এজেন্ট থাকতে পারবেন। এ ছাড়াও, পোস্টাল ব্যালটের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকটি টেবিল থাকবে। হুগলিতে যার সংখ্যা ১২। অর্থাৎ প্রতি দল এখানে ১২ জন করে প্রতিনিধি রাখতে পারবেন। পাশাপাশি, বিধানসভা ভিত্তিক গণনার ঘরে থাকবে একজন এআরও-র (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার) টেবিল। সেই টেবিলেও প্রত্যেক দলের একজন করে প্রতিনিধি থাকতে পারবেন।

মোদি ব্র্যান্ডের সামনে মুণ থুবড়ে পড়ল বিরোধী জোট

প্রথম পাতার পর

বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণ বিজেপির যে রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা ছিল তা বাস্তবায়ন করার পাশাপাশি রামমন্দির ইস্যুতে সংখ্যালঘুদের আবেদন অগ্রাহ্য করে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমর্থন নিজের দিকে নিতে সমর্থও হন। এণানে বলে রাণা শ্রেয়, একসময় ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ব্যাপক হারে বিজেপিকে ভোট দিতেন। কিন্তু মোদি উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ-দলিত সকল সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশের সমর্থনও আদায় করে নেন। এটা নিঃসন্দেহে মোদির অন্যতম বড় রাজনৈতিক সাফল্য। এরই পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী মোদির এক দক্ষ কূটনৈতিক ইমেজ তৈরি হয় ২০২৩ সালে জি-২০ আয়োজনের মধ্য দিয়ে। যা তাঁকে বিরোধীদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে রাণে ভোট ময়দানে।

অন্যদিকে, ২০২৩ সালে ভারতের সকল বিরোধী দল মিলে কংগ্রেসের নেতৃত্বে বিজেপির বিরুদ্ধে একটি জোট গঠন করে। নাম দেওয়া হয় 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ডেভলপমেন্টাল ইনক্লুসিভ অ্যালায়েন্স' বা 'ইন্ডিয়া জোট'। এই জোটে এক ছাতার তলায় আসে সর্বভারতীয় কংগ্রেস, পশ্চিম বঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস, বিহারের জেডিইউ, আরজেডি, মহারাষ্ট্রের শারদ পাওয়ারের এনসিপি, উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা, আম আদমি পার্টি, তামিলনাড়ুর-এএমএমকে, সিপিআইএম, সিপিএম, টিডিএস- এর মতো সর্বভারতীয় ও আঞ্চলিক দলগুলি। বিরোধী শিবিরের জন্য এক আশা জাগানোর মত প্ল্যাটফর্ম তৈরি হলেও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই জোটে দেগ দেয় ভাঙন। বিহারের মুণ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমার যিনি ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, তিনি ইন্ডিয়া জোট ছেড়ে যোগ দেন এনডিএতে। এদিকে পশ্চিমবঙ্গের মুণ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও রাজ্যে ইন্ডিয়া জোটকে অকার্যকর ঘোষণা করেন। এতে করে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া জোট বড় ধাক্কা ণয়। সঙ্গে প্রশ্ন ওঠে জোটের ভবিষ্যত নিয়েও। একইসঙ্গে ইন্ডিয়া জোট থেকে যে দলগুলো বেরিয়ে গিয়েছে, সবাই একবাক্যে কংগ্রেস তথা রাহুল গান্ধিকে বিদ্ধ করে জানান, নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তিনি লড়াইয়ে দাঁড়াতে পারছে না তাঁর রাজনৈতিক সিদ্বান্ত ও নেতৃত্বহীনতার জন্য। তাঁরা দাবি করেন, আঞ্চলিক দলগুলোকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার। তবে কংগ্রেস তা না মানায় আদর্শগত দিক থেকে জোটে ধরতে থাকে ফাটল। সঙ্গে ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন ও সেক্যুলার সংগঠন কংগ্রের হতশ্রী দশা এবং গান্ধি পরিবারের নেতৃত্বের ব্যর্থতাও এক বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়।

এদিকে আবার কংগ্রেস ভেঙে বিভিন্ন আঞ্চলিক দলগুলোর উত্থানের ফলে কংগ্রেস আরও দুর্বল হতে থাকে। যেণানে কংগ্রেস শক্তিশালী সেণানে আবার দলের মধ্যে দেগ দেয় নবীন-প্রবীণের সংঘাত। এই সংঘাতের অ্যাডভ্যান্টেজ নেয় বিজেপি। এরই মাঝে কমল নাথের রহস্যময় আচরণ, মহারাষ্ট্রে বাবা সিদ্দিকির কংগ্রেস থেকে সরে যাওয়া ও প্রাক্তন মুণ্যমন্ত্রী আশোক সোহানে, গুলাম নবি আজাদের কংগ্রেস ত্যাগ ভারতীয় রাজনীতিতে কংগ্রেসকে ভীষণ রকম দুর্বল ও অপ্রাসঙ্গিক করে তোলে। জোটের সামগ্রিক এই ছবি দেণে বিভ্রান্ত হয় আমজনতা। প্রশ্ন ওঠে, নরেন্দ্র মোদি তথা বিজেপির সঙ্গে লড়াইয়ের আগেই জোট যেণানে সংঘবদ্ধ নয়, তাহলে তারা ভবিষ্যতে কতটা শক্তিশালী সরকার গড়তে সক্ষম হবে তা নিয়েও।

অনেকের মনে এ ধারনাও তৈরি হয়,ই জোট থাকলে আরও বেশি জটিলতাতৈরি হবে ভারতীয় রাজনীতিতে। যার ফলশ্রুতি এনডিএ-এর ২০২৪-এর নির্বাচনে জিতে তৃতীয়বারের জন্য ভারতীয় রাজনীতির লাগাম নিজের হাতে নেওয়া।

মিষ্টির দোকানেও কড়া টক্কর বিজেপি আর তৃণমূলের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাত পোহালেই গণনা। এক্সিট পোল সামনে আসার পর থেকে টেনশনে সব রাজনৈতিক দলের নেতারাই। কারণ, কেউ বলছেন এক্সিট পোল মানি না, আবার কেউ মনে করছেন তাঁরা জয়ের থেকে কয়েক পা দূরে দাঁড়িয়ে। ফলে জয়ের পর আবির খেলার পাশাপাশি মিষ্টিমুখের তোড়জোড় শুরু হয়েছে নির্বাচনের শেষ দফার পরই। এদিকে চাপ বেড়েছে মিষ্টির দোকানে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তরফে মিষ্টির অর্ডার আসতে শুরু করেছে।প্রত্যেকেই যে যার নিজেদের প্রতীকে মিষ্টির আবদার। তাই ভোট গণনার আগেই জোর টক্কর শুরু হয়েছে মিষ্টির অর্ডারে। সেখানেও মূল লড়াইতে রয়েছে তৃণমূল আর বিজেপিই। দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী মোড়ে দীর্ঘদিনের নলিন চন্দ্র দাস এন্ড সন্সের ম্যানেজার উৎপল মণ্ডল জানাচ্ছেন, পয়লা জুন শেষ দফা ভোট মিটতেই রাশি রাশি অর্ডার ঢুকেছে। যা দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদেরকে। শেষ মুহূর্তে গেম কোনদিকে সুইং করবে সেই উত্তর এখনও ইভিএম বন্দি। তাই আপাতত দেড়শো গ্রাম ছানার একেকটা বড় সাইজের সন্দেশ লোগো বা প্রতীক ছাড়াই রেডি করে রাখা হচ্ছে। একেবারে শেষ মুহূর্তে যে দলের কাছ থেকে অর্ডার আসবে, সেই দলের প্রতীক চিহ্ন বসিয়ে দেওয়া হবে সন্দেশের গায়ে। নাহলে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া যাবে না। অন্যদিকে, মিষ্টি বানানোর কারিগর বিশ্বজিৎ দাস জানান, বিভিন্ন ফ্লেভার দিয়ে বানানো হচ্ছে এই মিষ্টি। যার মধ্যে থেকে অন্যতম পছন্দের চকলেট ফ্লেভার। চকলেট ফ্লেভার দিয়ে বানানো হচ্ছে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের প্রতীকের মিষ্টি।

দোকানে আসা সাধারণ ক্রেতাদেরও নজর কারছে মিষ্টিগুলি। বিভিন্ন দলের কর্মী সমর্থক ছাড়াও সাধারণ আম জনতা কিনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিটা মিষ্টির দাম রাখা হয়েছে ৯০ টাকা। তবে এবারের বাড়তি আকর্ষণ চকোলেট বোম। ভোটে মোটের ওপর এবার শান্তিপূর্ণ হয়েছে ঠিকই কিন্তু বিজয় উৎসবে একটু বোমের আওয়াজ পাওয়া যাবে না তা কি হয়! তবে শব্দদূষণের জন্য চকোলেট বোম ফাটানো বন্ধ হলেও, মিষ্টি চকোলেট বোমে তো আর বিধিনিষেধ নেই! তাই শব্দবাজির জায়গা দখল করেছে চকোলেট চিপস দিয়ে তৈরি অনেকটা হাত বোমার অর্ধেক সাইজের এক মিষ্টি। খুব সুস্বাদু। যারা রাজনীতির রঙ দেখেন না, ভোট উৎসবে তাঁদের জন্যও থাকছে এই রকমারি আয়োজন।

কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড চালু

নিজস্ব প্রতিবেদন: আদানি ওয়ান এবং আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক ভিসার সহযোগিতায় বিমানবন্দর-সংযুক্ত-সহ ভারতের প্রথম কো-ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড চালু হল। এই ক্রেডিট কার্ড দু'টি হল ভেরিয়েন্টে উপলব্ধ আদানি ওয়ান, আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক সিগনেচার ক্রেডিট কার্ড এবং আদানি ওয়ান আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক প্ল্যাটিনাম ক্রেডিট কার্ড।

৬ লক্ষের বেশি নতুন রেশনকার্ড ইস্যু করেছে রাজ্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন: জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা প্রকল্পে গত দুবছরে রাজ্যের যত রেশন কার্ড বাদ দেওয়া হয়েছে, তার থেকে প্রায় ৬ লক্ষের বেশি নতুন কার্ড রাজ্য খাদ্য দপ্তর নতুন গ্রাহকদের জন্য ইস্যু করেছে। জাতীয় প্রকল্পের গ্রাহকদের কার্ড বাতিল এবং নতুন গ্রাহকদের কার্ড প্রদানের বিষয়ে বিশদ পরিসংখ্যান সম্প্রতি দিল্লিকে পাঠিয়েছে রাজ্য। তার থেকেই এই তথ্য জানা গিয়েছে। বাংলার রেশন গ্রাহকদের জাতীয় প্রকল্পের সুবিধা পাইয়ে দিতে রাজ্যের ক্ষমতাসীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার যে তৎপর, এটা তারই প্রমাণ। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে কত মানুষ জাতীয় প্রকল্পে থাকবে, তার কোটা কেন্দ্র ঠিক করে দিয়েছে। প্রকল্পটি চালু হয় ২০১৩ সালে। তারপর থেকে এই কোটা পাল্টায়নি। জাতীয় প্রকল্পে রাজ্যের কোটা নির্দিষ্ট আছে প্রায় ৬ কোটি ২ লক্ষ। রাজ্যের বর্তমান পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলায় এখন প্রায় ৬ কোটি জাতীয় প্রকল্পের কার্ড আছে। অর্থাৎ আরও ২ লক্ষ গ্রাহককে জাতীয় প্রকল্পের আওতায় আনার সুযোগ আছে। অন্ত্যোদয় ও স্পেশ্যাল প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড এই দুই শ্রেণির কার্ড দেওয়া হয় জাতীয় প্রকল্পে। তুলনামূলকভাবে দরিদ্রতর নাগরিকের অন্ত্যোদয় কার্ড পাওয়ার কথা। এতে কিছুটা বেশি খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়। রাজ্যের পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে এই দুই শ্রেণিতে মোট ১৪ লক্ষের মতো কার্ড বাতিল হয়েছে। সেখানে দুটি অর্থবর্ষ মিলিয়ে নতুন কার্ড ইস্যু হয়েছে প্রায় ২০ লক্ষ। অর্থাৎ ৬ লক্ষ কার্ড অতিরিক্ত ইস্যু করা হয়েছে। রাজ্যের খাদ্য দপ্তর সূত্রের খবর, মূলত গ্রাহকের মৃত্যুতেই কার্ড বাতিল হয়। এক্ষেত্রেও দুটি অর্থবর্ষে দুই ধরনের মোট ১৪ লক্ষ কার্ড সেই কারণেই বাতিল হয়েছে। পরিবর্তে নতুন কার্ড পেয়েছেন নয়া ২০ লক্ষ গ্রাহক। এই প্রসঙ্গে রেশন ডিলারদের সর্বভারতীয় সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসু জানিয়েছেন, কার্ডের শূন্যস্থান দ্রুত পূরণ করার পদক্ষেপটি খুবই প্রশংসনীয়।

রেলের গতিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় রেলের গতিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (জিএসভি) সঙ্গে পার্টনারশিপে যাওয়ার উদ্যোগ নিল ভদোদরা নোকিয়া, প্লাসার্স ইন্ডিয়া এবং জ্যাকব-এর মতো কোম্পানিগুলি। এই উপলক্ষে নয়াদিল্লির রেল ভবনে নোকিয়ার ক্লাউড অ্যান্ড নেটওয়ার্ক সার্ভিসেসের প্রেসিডেন্ট রাঘব সেহগাল, প্লাসার্স ইন্ডিয়ার ম্যানেজিং ডিরেক্টর সিগফ্রাইড ফিঙ্ক এবং জ্যাকবসের ভাইস-প্রেসিডেন্ট ও হোল-টাইম ডিরেক্টর অনিল রেলানের সঙ্গে তিনটি মউ স্বাক্ষরিত করেন জিএসভির ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক মনোজ চৌধুরী। রেল, যোগাযোগ, বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী এবং ভারতীয় রেলের গতিশক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (জিএসভি) প্রথম চ্যান্সেলর অশ্বিনী বৈষ্ণবের উপস্থিতিতে এই মউ স্বাক্ষরিত হয়। রেল বোর্ডের চেয়ারপার্সন ও সিইও জয়া বর্মা সিনহা এবং রেল বোর্ডের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৪ জুন ২০২৪ ১৯ জৈষ্ঠ্য ১৪৩১ মঙ্গলবার

এক্সিট পোল দেখে উচ্ছ্বাস নয় স্পষ্ট বার্তা বঙ্গ-স্যাফ্রনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিভিন্ন বুথ ফেরত সমীক্ষার রিপোর্ট বাংলায় পদ্ম শিবিরকে নির্বাচনী দৌড়ে এগিয়ে রাখলেও এখনই উচ্ছ্বাসে গা-ভাসাতে রাজি নয় বঙ্গ-বিজেপি নেতৃত্ব। আর সেই কারণেই মঙ্গলবার ভোটের সম্পূর্ণ ফল প্রকাশ না-হওয়া পর্যন্ত দলীয় কর্মীদের 'বিজয়-উৎসবে' লাগাম টানা হয়েছে বঙ্গ বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের তরফ থেকে। বঙ্গের স্যাফ্রন ব্রিগেড সূত্রে খবর, এ ব্যাপারে শনিবারই রাজ্য বিজেপি দফতর থেকে সতর্ক করা হয় জেলাগুলিকে। দলের নিচুতলার নেতা-কর্মীদের বঙ্গ বিজেপি নেতৃত্ব স্পষ্ট ভাষায় বুঝিয়ে দেন, গণনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত লড়াই শেষ হচ্ছে না।

শুধু বঙ্গ-বিজেপি নয়, একই মনোভাব দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বেরও। শনিবার সন্ধ্যায় এক্সিট পোলের রিপোর্ট দেখে উত্তরপ্রদেশের কিছু এলাকায় গেরুয়া

আবীর মেখে রাস্তায় নেমে পড়েন অতি-উৎসাহী বিজেপি কর্মীরা। এরপরই বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব দলের রাজ্য শাখাগুলিকে জানিয়ে দেন, সংযত থাকতে হবে। ৪ জুন ফল প্রকাশ হওয়ার আগে পর্যন্ত দেশের কোথাও বিজয়-উৎসব পালন করা যাবে না। প্রসঙ্গত, প্রায় সব সংস্থারই বুথ ফেরত সমীক্ষায় দাবি, তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে নরেন্দ্র মোদি। বাংলাতেও বিজেপির আসন বৃদ্ধির আভাস মিলছে একাধিক বুথ ফেরত সমীক্ষার রিপোর্ট থেকে। যদিও বিজেপি নেতৃত্বও জানেন, এক্সিট পোলের রিপোর্ট অতীতেও উল্টে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। তাই দলের কর্মী-সমর্থকদের অতি উৎসাহকে কোনওরকম গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি। তাঁদের যুক্তি, গণনা মিটুক, জয় উপভোগ করার জন্য অনেক সময় পাওয়া যাবে। আপাতত মুখে কুলুপ এঁটে থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এ প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানান, 'মঙ্গলবার গণনা। কাউন্টিং এজেন্টদের আমরা বলেছি, এক্সিট পোলে কী দেখিয়েছে, তা নিয়ে আত্মতুষ্টিতে ভুগলে চলবে না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত গণনাকেন্দ্রগুলিতে মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে হবে।' বিজেপির আশঙ্কা, ভোট-গণনায় বড়সড় কারচুপি করার পরিকল্পনা করছে তৃণমূল। সুকান্ত-সহ রাজ্য বিজেপির তাবড় নেতারা দফায় দফায় বৈঠক সারেন দলের কাউন্টিং এজেন্টদের সঙ্গে। গণনা কেন্দ্রে দলের এজেন্টদের ঢিলেঢালা মনোভাব কোনওভাবেই বরদাস্ত করবে না যে বিজেপি তা অগাম সতর্ক করা হয়েছে।

কাউন্টিং এজেন্টদের হয়রানি অভিযোগ অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: আজ, মঙ্গলবার ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজে। নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গণনা কেন্দ্র। যদিও গণনার ঠিক আগের দিন কাউন্টিং এজেন্টদের হয়রানি করার অভিযোগ তুলে সরব হলেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। বীজপুর কেন্দ্রের বাসিন্দা দুই দলীয় কর্মী শান্তনু গাঙ্গুলি ও প্রেম কুমার বাঁশফোরকে পুলিশি গ্রেফতারি নিয়ে রবিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে টুইট করেন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এরপর সোমবার সকালে ওই দুজনকে ব্যক্তিগত বন্ডে পুলিশ জামিন দেয়। এদিন জগদ্দলের মজদুর ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অর্জুন সিং বলেন, তৃণমূল নেতাদের তাণ্ডবে গত পাঁচ বছর ধরে বাড়ি ছাড়া দলীয় কর্মী শান্তনু গাঙ্গুলি ও প্রেম কুমার বাঁশফোর। নদিয়ার কল্যাণীতে তাঁরা বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকছেন। নির্বাচনের দিন দুজনেই পোলিং এজেন্ট হয়েছিলেন। এমনকি ওদের কাউন্টিং এজেন্টও করা হয়েছে। অর্জুনের অভিযোগ, কল্যাণী থানার নির্দেশে গয়েশপুর আউট পোস্টের পুলিশ রবিবার

রাতে ওই দুজনকে গ্রেফতার করে। শাসকদল পুলিশকে দিয়ে তাদের কাউন্টিং এজেন্টদের হয়রানি করাচ্ছে এবং গণনা প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তাঁর দাবি, নাকা চেকিংয়ের নাম করে পুলিশ দলীয় কাউন্টিং এজেন্টদের আটকানোর ফন্দি এঁটেছে। যাতে তারা গণনা কেন্দ্রে পৌঁছতে না পারে। পুলিশের বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ তুলে ধরে সরব হন অর্জুন সিং। ইতিমধ্যেই কাউন্টিং এজেন্টদের আটকানোর বিষয়ে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। এদিন আরেকটি টুইটে অর্জুন উল্লেখ করেন, টিটাগড় পুরসভার পুরপ্রধান কমলেশ সাউ দলীয় কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন গণনার দিন ব্যারাকপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকার মাজারের সামনে ক্যাম্প করে জমায়েত করার। এই বিষয়ে বিজেপি প্রার্থীর বক্তব্য, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় কখনই ক্যাম্প করা যায় না। তিনি কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিষয়টি খতিয়ে দেখে নির্বাচন কমিশনকে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন অর্জুন।

মানিকতলা উপনির্বাচনের দিন ঘোষণা হতে পারে শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের গণনা। তারইমধ্যে আরও এক ভোটের প্রস্তুতি কমিশনে। কারণ, সোমবার মানিকতলা উপনির্বাচনের সম্ভাব্য তারিখ এবং সংশ্লিষ্ট সূচি বন্ধ খামে সুপ্রিমকোর্টে জমা দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। অর্থাৎ আরও এক ভোটের সম্ভাবনা তৈরি হল বঙ্গে। কমিশনের তরফে জানানো হয়েছে, যে কোনও সময় নির্বাচনী নির্ঘণ্ট ও বিধি ঘোষণা হতে পারে।

২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে প্রয়াত হন মানিকতলার তৃণমূল বিধায়ক সাধন পাণ্ডে। সেই থেকে মানিকতলা কেন্দ্রটি বিধায়ক শূন্য। অথচ ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধি আইন বলে, কোনও বিধানসভা কেন্দ্র বিধায়ক শূন্য হওয়ার ৬ মাসের মধ্যে উপনির্বাচন করাতে হবে। তবে মানিকতলার ক্ষেত্রে তা হয়নি। এর কারণ আইনি জটিলতা শুরু হয়। একুশে এখানে বিজেপির প্রার্থী হন কল্যাণ চৌবে। হেরে যান কল্যাণ এবং এই কেন্দ্রের ভোট নিয়ে প্রশ্ন তুলে কোর্টে যান। সেই মামলা ঝুলে ছিল এতদিন ধরে। তবে কলকাতা হাইকোর্টে কল্যাণ যে নির্বাচনী পিটিশন দাখিল করেছিলেন, তা সম্প্রতি প্রত্যাহার করে নেন তিনি। ফলে জট কাটিয়ে এবার মানিকতলায় ভোট হতে চলেছে। কলকাতা উত্তর লোকসভার মধ্যে পড়ে মানিকতলা বিধানসভা কেন্দ্র। এক সময় বামেদের দুর্গ ছিল এই বিধানসভা। সিপিএম নেতা শ্যামল চক্রবর্তী এই কেন্দ্রের বিধায়ক ছিলেন। ১৯৯৬ সালে পরেশ পালের হাত ধরে ডানপন্থী হাওয়া ঢোকে মানিকতলায়। প্রথমবার কংগ্রেসের টিকিটে বিধায়ক হন পরেশ পাল। ২০০১ সালে ঘাসফুল ফোটান তিনিই। ২০০৬ সালে সিপিএমের রূপা বাগচি জিতলেও ২০১১ থেকে টানা তৃণমূল। সেই থেকে এখানে বিধায়ক ছিলেন সাধন পাণ্ডে।

সোনার গয়না লুট অধরা দুষ্কৃতীরা

বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির নৈহাটি শাখার প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটিতে দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ীর ওপর হামলা ও গয়না লুটের ঘটনায় এখনও দুষ্কৃতীরা অধরা। অবিলম্বে লুটের ঘটনার কিনারার দাবিতে সোমবার বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির নৈহাটি শাখার তরফে নৈহাটি থানায় একটি স্মারকলিপি জমা দেওয়া হল। কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন আক্রান্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রশান্ত দাসও। স্মারকলিপি জমা দিয়ে বঙ্গীয় স্বর্ণশিল্পী সমিতির নৈহাটি শাখার কার্যকরী সভাপতি উজ্জ্বল কর্মকার বলেন, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে গয়না লুটের ঘটনার কিনারা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, রবিবার ভরদুপুরে নৈহাটির এক নম্বর বিজয়নগর এলাকার বাসিন্দা দুই স্বর্ণ ব্যবসায়ী প্রশান্ত দাস ও নিমাই ঘোষ দস্তিদারের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে কয়েক লক্ষ টাকা গয়না লুট চালায় দুষ্কৃতীরা।

ব্যাগ ভর্তি কঙ্কাল উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগুইঅটিতে পরিত্যক্ত একটি বাড়ির পাশে পড়ে থাকা ব্যাগ ঘিরে চাঞ্চল্য। ব্যাগ থেকে উদ্ধার মাথার খুলি ও কঙ্কাল। সূত্রে খবর, বাগুইআটির জর্দাবাগান এলাকার ঘটনা। প্রথমে ব্যাগটি পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় এলাকার বাসিন্দাদের। দ্রুত তাঁরা বাগুইআটি থানায় খবর দেয়।

পুলিশ এসে ব্যাগ খুলতেই তা থেকে বেরিয়ে আসে মানুষের মাথার খুলি, হাড়, কঙ্কাল। প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে, মেডিক্যাল সায়েন্সে ব্যবহার করার জন্য এই হাড়গুলি মজুত রাখা হয়েছিল। কিন্তু এই তথ্য

কতটা যুক্তিসঙ্গত গোটা ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এক বাসিন্দা জানান, 'ওই জায়গায় অনেকগুলি থার্মোকল ছিল। সেইগুলোর নিচেই ব্যাগটা রাখা ছিল। তারপর পুলিশ এসে ব্যাগ উদ্ধার করে।'

প্রিয়াঙ্কাকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালি যেতে চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টে আর্জি জানিয়েছিলেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল। সোমবার এই আর্জি জানান বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে। এরপরই শুনানি শেষে বিজেপি নেত্রী প্রিয়াঙ্কাকে সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতিও দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ১৪৪ ধারা থাকলেও সন্দেশখালি যেতে কোনও বাধা রইল না তাঁর। আদালতের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়, সন্দেশখালি যেতে বাধা নেই প্রিয়াঙ্কার। তবে গণনা শেষের একদিন পর অর্থাৎ ৫ জুন সেখানে যেতে পারবেন তিনি। একইসঙ্গে বসিরহাটের পুলিশ সুপারকে বিচারপতি নির্দেশ দেন, প্রিয়াঙ্কা সন্দেশখালি যাবেন। তাঁর উপর যেন কোনও আঘাতের ঘটনা না ঘটে।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এদিন শুনানি চলাকালীন প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়াল জানান, সিবিআই ক্যাম্প করেছে সন্দেশখালিতে। তাই আইনজীবী হিসাবে সেখানে সপ্তাহে দুই তিন দিন যেতে হয় তাঁকে। এদিকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ১৪৪ ধারা জারি থাকার কারণে তিনি যেতে পারছেন না। আর এখানেই প্রিয়াঙ্কার আবেদন, তাঁকে যেতে দেওয়া হোক। একইসঙ্গে তিনি আদালতে আশঙ্কা প্রকাশ করেন, তাঁর এই আবেদনের পর ১৪৪ ধারা বলবতের সময়সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে।

রাজ্যের তরফে আইনজীবী সোনাল সিনহা এদিন বলেন, এই মামলায় বিরোধী দলনেতার

যাওয়ার কথাও বলা হয়েছে। অথচ এটা কোনও জনস্বার্থ মামলা নয়। সঙ্গে এও প্রশ্ন তোলেন, গণনার দিন কী প্রয়োজন সন্দেশখালি যাওয়ার? প্রত্যুত্তরে রাজ্যের তরফে আইনজীবীর কাছে বিচারপতি জানতে চান, তিনি কী আশঙ্কা করছেন? একজন মহিলা একা কী সমস্যা করবেন জানতে চাওয়া হয় তা নিয়েও। এরপরই ফল ঘোষণার পরদিন সন্দেশখালি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে। এবার সন্দেশখালি যেতে চেয়ে নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ার পার্সন রেখা শর্মা।

ইতিমধ্যেই সন্দেশখালি থেকে নানা অভিযোগ আসতে শুরু করেছে। মহিলারা আবারও রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলছেন তাঁরা। এই সমস্ত বিষয়কে সামনে রেখেই এবার সন্দেশখালি যেতে চেয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেন রেখা শর্মা। এই প্রসঙ্গে জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে একটি পোস্ট এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করা হয়েছে। সেখানে কলকাতা পুলিশকেও ট্যাগ করা হয়েছে।

গণনা পর্বে ভোট-লুটের আশঙ্কা কমিশনের দ্বারস্থ সিপিআইএম

নিজস্ব প্রতিবেদন: গণনার পর্বে ভোট লুট ঠেকাতে সক্রিয় থাকতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। গণনার আগের দিন, সোমবার, কমিশনের সিইও'র দপ্তরে গেল সিপিআইএমের প্রতিনিধি দল। পার্টির রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের সঙ্গে ছিলেন প্রার্থীরা। গণনার দিনের সার্বিক বিষয় নিয়ে কমিশনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন তাঁরা। ভুয়ো কাউন্টিং অফিসাররা থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। সঠিক পদ্ধতিতে গণনার দাবি জানাতেই মূলত এদিন নির্বাচন কমিশনে দ্বারস্থ হন সেলিমরা। কোনও গণনাকেন্দ্রে এজেন্ট ঢুকতে না পারলে প্রতিরোধ হবে বলেও এদিন হুঁশিয়ারি দেন সেলিম। সঙ্গে এও জানান, 'গণনাকেন্দ্রের বাইরে সিপিএমের

জমায়েত থাকবে। যেমন ভুয়ো ভোটার, ভুয়ো এজেন্ট ধরেছিলাম, এবার গণনায় ভুয়ো কর্মী না থাকে তার জন্যই কমিশনে যাওয়া। সবটা মনিটর করতে হবে।' একইসঙ্গে সেলিমের আরও দাবি, 'পঞ্চায়েতের মতো করে হচ্ছে লোকসভা ভোট। আর কমিশনের সঙ্গে চোখ বুজে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিজেপি-তৃণমূল সেটিং একেবারে স্পষ্ট।'

প্রসঙ্গত, বামেদের বক্তব্য, সপ্তম দফায় সিপিআইএমের অন্তত ৩২ কর্মী আহত হয়েছেন। তারমধ্যে মহিলা এবং বৃদ্ধরাও রয়েছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম দফার ভোটে কমিশনের নীরবতায় তীব্র ক্ষোভ জানিয়েছে বাম নেতৃত্ব।

৩০ শতাংশ র‍্যাগিং ঘটছে রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলোতেই, দাবি ইউজিসির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিএ, বিএসসি, বি-কম, বিই, বি-টেক কোর্সে র‍্যাগিং তো ছিলই, এখন এমবিবিএস পাঠ্যক্রমও পিছিয়ে নেই এতটুকু। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি জানিয়েছে, সারা দেশে যত র‍্যাগিংয়ের ঘটনা নথিভুক্ত হয়, তার মধ্যে ৩০ শতাংশ ঘটনা ঘটে মেডিক্যাল কলেজেই। ফলে, সম্প্রতি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ কিংবা এনআরএসে ওঠা র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ যে নিছকই বিচ্ছিন্ন নয়, তা বোঝা যাচ্ছে ইউজিসি-র রিপোর্টেই।

যাদের হাতে আগামী দিনে ন্যস্ত হবে আমজনতার সুস্থতা সেই সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠাকে ভালো চোখে দেখছে না স্বাস্থ্য মহলের একটা বড় অংশই। অথচ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কড়া হাতে র‍্যাগিং দমন করতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অবস্থান বেশ কঠোর অনেক দিন ধরেই। এর জন্য সব মেডিক্যাল

কলেজে গড়ে তোলা হয়েছে অ্যান্টি-র‍্যাগিং সেল। ডিন অফ স্টুডেন্টস অ্যাফেয়ার পদমর্যাদার অধ্যাপকের নেতৃত্বে কমিটি রয়েছে, যারা সর্বোচ্চ তিন মাসের ব্যবধানে একবার অন্তত বৈঠকে বসে। তবে তাতেও কাজের কাজ যে খুব একটা কিছু হয়েছে তা বলা যাবে না। মডার্ন মেডিসিনের চিকিৎসা-শিক্ষা বিষয়ক দেশের নিয়ামক সংস্থা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)-এর জাতীয় টাস্ক ফোর্স মারফত র‍্যাগিং সংক্রান্ত যাবতী তথ্য জমা হয় ইউজিসি-র পোর্টালে। তার তথ্য বিশ্লেষণ করেই ৩০ শতাংশ ঘটনা মেডিক্যাল কলেজে ঘটছে বলে শুক্রবার এনএমসি-র টাস্ক ফোর্সের বৈঠকের পর জানিয়েছেন ইউজিসি-র প্রতিনিধি অলকা তোমার। এদিনের বৈঠকে র‍্যাগিংয়ের জেরে আত্মহত্যার ঘটনার কথাও আলোচিত হয়। এই প্রসঙ্গে অলকা জানান, দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিং নির্মূল করতে ২০০৯ সালে কড়া নিয়ম চালু হয়। মূলত তিনটি বিষয়ে জোর দেয় ইউজিসি। প্রথমত, র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ গ্রহণ করা। দ্বিতীয়ত, ভর্তির সময়েই পড়ুয়াদের হলফনামা দিয়ে জানানো যে তাঁরা কোনও ভাবেই র‍্যাগিংয়ে অংশ নেবেন না এবং র‍্যাগিংয়ের কথা জানতে পারলে পোর্টালে অথবা কর্তৃপক্ষের গোচরে আনা। আর তৃতীয়ত, র‍্যাগিং বিরোধী সব নিয়ম মেনে চলা।

র‍্যাগিং সইতে না পেরে আত্মহত্যা প্রসঙ্গে অলকা বলেন, 'একটি মৃত্যুও মেনে নেওয়া যায় না। যদি এমন কোনও ঘটনা ঘটে, তা হলে মানতেই হবে যে সিস্টেমের মধ্যেই গলদ রয়েছে।' তিনি জানান, ইউজিসি-র ২৪ ঘণ্টার হেল্পলাইন রয়েছে যেখানে পরিচয় গোপন রেখেও অভিযোগ জানানো যায়। অভিযোগ জমা পড়ার আধঘণ্টার মধ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হয়।

অশান্তির আশঙ্কায় সক্রিয় রাজভবনের পিসরুম

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোট গণনা পর্বের আগে আরও সক্রিয় রাজভবনের পিস রুম। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস এক ভিডিও বার্তায় জানান, রাজভবনের পিসরুম ২৪ ঘণ্টার জন্য খোলা থাকবে। যাতে কোথাও কোনও হিংসার ঘটনা ঘটলে, দ্রুত পিসরুমে ফোন করে জানাতে পারেন বঙ্গবাসী। প্রসঙ্গত, লোকসভার ভোট মিটতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসছে।

তাই ফলাফল প্রকাশের আগেই রাজ্যে হিংসার আশঙ্কা করছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের। আগেভাগে সকলকে সতর্ক করেন তিনি। একইসঙ্গে সোমবার সন্ধেয় সকলকে ভোটের ফলাফল মেনে নেওয়ার বার্তাও দেন। একইসঙ্গে অশান্তি হলে তা কড়া হাতে দমন করার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি। রাজ্যপাল বলেন, 'যে কোনও ধরনের অশান্তি পাকানোর চেষ্টা হলে, তা রিয়েল টাইম বেসিসে রাজভবনের পিস রুমে জানান।

রাজভবনের পিস রুম ২৪ ঘণ্টা খোলা রয়েছে। অশান্তি নির্মূল করতে রাজভবন প্রস্তুত।'

প্রসঙ্গত, অতীতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে সময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তি ও হিংসার অভিযোগ উঠে এসেছিল। সেই সময়েও সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছিল রাজভবনের পিসরুমে। রাজ্যের যে কোনও প্রান্ত থেকে যখনই কোনও অভিযোগ গিয়েছে রাজভবনে, সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এলাকায় পুলিশ-প্রশাসনকে সে বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে রাজভবনের পিসরুম থেকে। এবারের ভোট মোটের উপর শান্তিপূর্ণ হলেও শেষ দফার নির্বাচনে বেশ কিছু অশান্তির অভিযোগ উঠে এসেছে। তার মধ্যে অন্যতম হল সন্দেশখালির সাম্প্রতিক উদ্ভূত পরিস্থিতি। আর সেই কারণেই সজাগ রইল রাজভবন।

সম্পাদকীয়

পাঠাগারের হারিয়ে যাওয়ার দায় হয়তো একদিন সকলকেই চোকাতে হবে

সকলেই জানেন যে, ইদানীং যে কোনও গ্রন্থাগারের অবস্থা শোচনীয়। সরকারি গ্রন্থাগারগুলি ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে যে ছোট ছোট গ্রন্থাগার স্থানীয় মানুষের আনুকূল্যে, উৎসাহে ও স্বেচ্ছাশ্রমে পুষ্ট হয়ে সমাজের বুকে সুচিন্তনের ফসল বুনেছিল; আজ তারা সকলেই ধুঁকছে। অন্যতম কারণ; লোকবল ও পর্যাপ্ত অর্থানুকূল্যের অভাব। এই দু'টির অনুসারী ফলস্বরূপ, আকস্মিক বদলে যাওয়া মধ্যবিত্ত সমাজে পাঠাগারগুলি নিজেদের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে তোলার ক্ষেত্রে অকৃতকার্য হয়েছে নিঃসন্দেহে। অনেকেই পাঠাগারগুলির প্রধান শত্রু হিসেবে নির্বাচন করেন টেলিভিশন সিরিয়ালগুলিকে। কিন্তু ডিম ও মুরগির প্রাচীন ধাঁধার মতো উৎসাহী পাঠক ও পাঠাগারের মানোন্নয়ন, কোনটি আগে আসবে, এই ধন্দ থেকেই যায়। পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত থাকার সুবাদে মাঝে মাঝেই বিভিন্ন মানুষ ফোন করে পাঠাগারের বিষয়ে খোঁজ নেন। তখন আশা জাগে যে, পাঠাগার বাঁচিয়ে রাখতে অনেকেই এগিয়ে আসবেন। কিন্তু প্রায় প্রতি বারই জানা যায়, বাড়িতে জঞ্জালের ন্যায় পড়ে থাকা কিছু বই পাঠাগারে অনুদান দিয়ে সামাজিক গুরুদায়িত্ব পালন করতে চান তাঁরা। পুস্তক সংক্রান্ত সামগ্রিক খরচ যে ভাবে বেড়েছে ও গত এক দশকে সাধারণ মানুষের সক্রিয়তা যে ভাবে সমাজমাধ্যমে আটকে পড়েছে, গুটিকয়েক স্বেচ্ছাসেবক ও সামান্য পুঁজি নিয়ে পাঠাগারগুলির প্রাথমিক ও একমাত্র চ্যালেঞ্জ এখন বেঁচে থাকা। পাঠাগারগুলিতে কী কী খামতি আছে তা প্রায় সকলে জানেন, তা থেকে উত্তরণের পথও দুর্জ্ঞেয় নয়। প্রধান অভাব কর্মীর, প্রধানত উৎসাহী স্বেচ্ছাসেবকের। অর্থকরী সমস্যাও কিছুটা অতিক্রম করা যায় যা হলে। পাঠাগারের মতো যথার্থ মানুষ গড়ে তোলার এমন একটি উপকরণ সমাজ থেকে যে ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে, এর দায় হয়তো এক দিন সকলকেই চোকাতে হবে।

অধীর আগ্রহে রয়েছে সবাই ভোটের ফলের অপেক্ষায়

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

ভোট শেষ। মানে নির্বাচন শেষ। মানে গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড়ো উৎসব শেষ। এবার শুধু অপেক্ষা। অপেক্ষা বিভিন্ন রাজ্য ঘিরে আমাদের দেশের। সারা দেশে এখন ভাবনা -কি হয়! কি হয়! কারণ আমার আপনার ভোটে নির্বাচিত হবে দেশের প্রধানমন্ত্রী। তাই আমার আপনার দায়িত্ব অনেক বেশি। আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছি। ইয়েস, খুব সুন্দর ভাবে তা পালনও করেছি। এ বারের ভোট মোটামুটি শান্তিপূর্ণ। কেউ তেমন ট্যা ফুঁ করার মোটেই সুযোগ পায় নি। আমিও এই ভোট কর্মের অফিসিয়াল পার্ট এ নিয়োজিত ছিলাম। দেখছি বীরভূম,পূর্ব মেদিনীপুর সহ কলকাতার ভোট পর্ব। অভিজ্ঞতায় দেখেছি এবারের ভোট বেশ শান্তিপূর্ণ। আমি দারিদ্র্য দেখেছি সোজাসুজি।

বীরভূম আমার চোখ মাথা প্রায় অচল করে দেয়। না, উন্নয়ন তেমন হয় নি। যেখানে ছিলাম সেখানে উন্নয়ন প্রায় নেই বললেই চলে। কাঁচা ঘর। রাস্তা কাঁচা। পানীয় জল নেই। আলো কিছু বাড়িতে থাকলেও রাস্তায় পোল নেই। কাছাকাছি বাজার নেই। হাসপাতাল নেই। ভোট কেন্দ্রে একজন স্বাস্থ্য কর্মী ছিল। ভোটের সময় যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে তার সেবা করাই তার কাজ। না, ঘণ্টা দুয়েক কোনো কেউ অসুস্থ না হাওয়ায় উনাকে ভোটারদের জল দেওয়ার কাজে লাগাই। আমাদের জন্য আগের রাতে আসা ছয় টি ২০ লিটারের জার থেকে বেচে থাকা চারটি জলের জার বিলি হলো ভোটের লাইনে। দেখলাম কি গোগ্রাসে তারা জল খাচ্ছে। খাচ্ছেই বলবো। শুনতে পেলাম 'খেইয়ে লে খেইয়ে লে ফিল্টার জল'। মানেটা বুঝে নিন। তবুও ভোট আছে মানে ভোটার আছে, উৎসাহ আছে,আশা আছে। তবুও ওরা শান্ত, ওরা ভদ্র। না ভোট কেন্দ্রে কোনো গন্ডগোল নেই। ওরা সব নিজেরাই সামলে নেয়। বোঝা গেলো ওদের শরীরে খুব মায়া,মমতাও। একই অবস্থার কথা শুনেছি মল্লারপুর থানার অন্তর্গত অন্যান্য গ্রামে ডিউটিরত বন্ধুদের থেকেও। তবে পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটের চিত্রটা আবার অন্যরকম। ওরা বেশিরভাগ সরকারি করে। শিক্ষিত এলাকা। ভোট প্রায় পিসফুল। তবে বীরভূমের মত নয়। মানে টাউসিয়া গ্রামের মত নয়। তবে পাশকুরায় প্রায় জায়গায় ভোট বেশ শান্তিপূর্ণ।

এখন প্রশ্ন হলো ভোট তো হলো। অতন্দ্র প্রহরায় সেন্ট্রাল ফোর্স, রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের তৎপরতাও চোখে পড়ার মতো। না, কোনো বড় গন্ডগোলও তেমন হয়নি। তবে মানুষের মনে কি আছে তা বোঝা বড়ো মুশকিল। কারণ মানুষ বলে এক, করে আরেক। একটি ভোট দেওয়ার আগে তেমন ভাবার সময় খুব কম জনেরই আছে। সুতরাং হাওয়া যেদিকে চলছে সেদিকে যাওয়ার কথা ভাবেন অনেকেই। অনেকে আবার কত উন্নয়ন হয়েছে তা ভাবেন। অনেকে বাড়ির লোকের যেদিকে মত বেশি সেদিকেই পা ফেলেন। তবে এটা এখনও গ্রামে বেশি হলেও শহরে এমনও দেখা যায় যে একই বাড়িতে তিন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোক আছেন। তারা এক জায়গা হলেই লড়াই বাঁধে। মানে ওর গুন তো তার দোষ। আবার অনেকেরই একই ছাদের তলায় থাকতে তাদের কোনো অসুবিধা হয় না। আবার কিছু ক্ষেত্রে হয়-ও। এটাই আমার দেশ। এটাই আমার রাজ্য। আমাদের রাজ্যে কোনো একজিট পুল মেলে না। অনেক তাবর তাবর রাজনৈতিক বিশ্লেষক হার মানে ভোটের ফল কি হবে তা ভেবে। আবার দেখা যায় পাড়ার রকে বসা ছেলেটা বেমালুম ভোটের ফলাফল বলে দিল। এবং প্রায় তা মিলেও গেলো।

তবে যতই মিলে যাক। মানুষ কিভাবে ভোট দেবে তা বোঝা বড় কঠিন কাজ। আর এখনকার দিনে তো বোঝা আরও টাফ। তবে এটা বোঝা যাই স্রোতে গা ভাসিয়ে এখন চলার অভ্যেস মানুষের আর মোটেই নেই। মানুষ ভোট দেওয়ার আগে অনেক কিছু ভাবে। সে কাজ দেখে। শুধুমাত্র ফ্লু দিয়ে কোনো দলেরই কোনো কাজ হবে না। তোমাকে পাওয়ারে থাকতে হলে কাজ করতে হবে। নইলে কেটে পড়তে হবে। কেন্দ্রে ও রাজ্যে আমরা একাধিক সরকার দেখেছি। ভরসা জাগাতে না পারায় তাকে চলে যেতে হয়েছে। আমি আগেও বলেছি যে আমরা পশ্চিম বাংলায় বসে সারা ভারতকে দেখতে পাই। মহিলা, মুসলিম আমার সম্পদ হতে পারে না। আমাকে ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা মাথায় রাখতে হবে। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি নিয়ে প্রায় সব রাজ্য সরকার উঠেপড়ে লেগেছে। কিন্তু তাতে কি কোনো লাভ হচ্ছে? তোমাকে দিলে ভালো, নইলে কালো। ভালো। কিন্তু তোমার পরবর্তী প্রজন্মকে তুমি কি কোন ভালো কাজের আবহে রাখতে পারলে? আপনার মনে কি এই প্রশ্ন আসবে না? নিশ্চই আসবে। আপনি কি খুব ভালো আছেন? এ রকমই হাজার প্রশ্ন আপনার মাথায় চলে আসবে। আপনি ভোট দেওয়ার আগে কি একবারও ভাবেননি দ্রব্য মূল্যের কথা, ডিজেল পেট্রোল গ্যাস ঔষধ কি নেই সেখানে। আপনি ভাবেননি কর্মী ছাঁটাইয়ের কথা, আপনি কি ভাবেননি এত দুর্নীতির কথা! আবার সম্প্রদায় মানে হিন্দু মুসলিম মতুয়া কুর্মি বা ওরফে সংখ্যালঘু ভাবধারার মত কত আবেগ আমাদের তাতিয়ে তোলে আমরা তা অনেকেই সঠিক সময়ে নিজেরাই বুঝে উঠতে পারি না। এই আমাদের দেশ! আর বৈচিত্র্য ভরা আমার রাজ্য সেখানে কম যায় না।

তাও আমাদের ভাবনার অন্ত নেই যে চার তারিখে কি হবে। কোনো কারণ নেই ভাবনার। তবুও আমাদের চিন্তা কি হয় — কি হয়! কি হয়! আমাদের ভালোবাসা আছে আমাদের মতের ভিত্তিতে। আমরা এক অদ্ভুত বিশ্বাসে চলি, যে অমুকটা হলে ভালো হতো, তমুকটা হলে ভালই হতো। মানে বিশ্বাস আমার দল জিতেছে — এই সান্ত্বনা! এর বেশি কিছু নয়। বা তাতে হবে না কোনো সুরাহা। আপনাকে খেটে খেতে হবে, আপনাকে পরিশ্রম করে খেতে হবে। মানে সহজে আপনার কোনো কিছু আশা করা যাবে না। আপনি যদি কোনো রাজনৈতিক দলের সমর্থক অন্ধ সমর্থক হন তাও আশা করাটা নিরর্থক। সুতরাং যা হবার তা হবে। ভালই হবে। সৎ এগোবে। অসত্যের বিনাশ হবে। ভাবছেন যে গেলো, দেখবেন সে হয়ত থাকলো। আর যাকে ভাবছেন নিশ্চিত জয় দেখবেন হয়ত তার পরাজয়। থাকুন অপেক্ষায়।

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

নির্মল পরিবেশ এবং আমাদের দায়বদ্ধতা

তাপস চট্টোপাধ্যায়

মানবজীবনের উৎকর্ষতার প্রধান মাপকাঠিই হল জীবনযাত্রার মান। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা স্বাস্থ্য 'এর মত প্রাথমিক চাহিদাকে বাদ দিলে বেঁচে থাকে তাদের সংঘবদ্ধ জীবনযাপন । একদিকে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদকে উন্নততর সমাজ জীবনের স্বার্থে উপযোগী করে তোলা অন্যদিকে প্রকৃতি এবং পরিবেশের সঠিক সন্তুলন বজায় রেখে প্রাণী জগতের প্রতিটি সদস্যের বাঁচা এবং বাড়া কে সুনিশ্চিত করা। আসলে বাজার অর্থনীতির যুগে আমাদের জীবনযাপনের রোজনামচায় পরিবেশ নামক অশরীরী বিষয়বস্তুটি ক্রমশই তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলছে। সামান্য কিছু প্রতীকী আচার অনুষ্ঠানে দায় ঠেলা গোছের পরিবেশ চর্চাতেই আমরা আমাদের দায়বদ্ধতা কে ভুলে যেতে বসেছি। সহজ করে বললে বলাই যায় যে, আমাদের পরিবেশ এখন আমাদের চৌকাঠের বাইরে বের হতেই পারে নি। পরিবেশের স্বচ্ছতা, পবিত্রতা এখনও আমাদের বাস্তুতন্ত্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অরণ্য ধ্বংস করে ইমারত বানাই, তারপর বৃক্ষ রোপণ করি বারান্দায় আর আমাদের সুদৃশ্য ড্রইংরুমের এক কোনে। সারাদিনের জমানো জঞ্জালের পাহাড় বাড়ির বাইরে ডাস্টবিনে ফেলে অনায়াসে দায় সারি। বিশ্বজুড়ে পরিবেশ দূষণ নিয়ে চায়ের কাপে তুফান তুলি, আমাদের চারপাশের জমা জল , আবর্জনার স্তূপ আমাদের চিন্তিত করে না। আমরা তো জানি, বিশ্বজুড়ে পানীয় জলের সঙ্কট ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে। গোলার্ধের তিন দিকে জলের মধ্যে মাত্র দুই শতাংশই পানের উপযোগী। তবু জল অপচয় নিয়ে সময় অপচয় করার মতো সময় কোথায়?

প্লাস্টিক, একবিংশ শতাব্দীতে মানব সভ্যতার অভিশাপ, আজ আমাদের জীবনশৈলীর প্রধান আঙ্গিক হয়ে উঠছে। প্লাস্টিক বর্জ্যে নগর সভ্যতার নাভিশ্বাস উঠছে। চাল ডাল তেল নুন, এমনকি জীবনদায়ী ওষুধও এখন ওই মসৃণ বিষাক্ত অক্টোপাশের অধীনে। প্লাস্টিক এখন আর আমাদের অধীনে নেই, বরং আমরাই প্লাস্টিকের অধীনে। 'SAY NO TO PLASTIC' শ্লোগান লেখা থাকে প্লাস্টিকের চাদরে।

আসলে পরিবেশের অন্যতম প্রধান আঙ্গিক হল প্রকৃতি। প্রকৃতির মধ্যে একাত্ম হয়ে যারা বসবাস করে, প্রাণী জগতের সেই বিশাল সংখ্যক সদস্যদের দায়িত্ব হল পরিবেশের সাথে প্রকৃতির ভারসাম্য বজায় রাখা। অরণ্য নিধনের বিকল্প কখনও বৃক্ষ রোপণ হতে পারে না। পশু পাখি ছাড়াও ঝোপঝাড়ে র আড়ালে থাকে লতাগুল্ম কীটপতঙ্গ একাধিক প্রজাতির পোকামাকড় সরিসৃপ ইত্যাদি, সবকিছু মিলেমিশেই অরণ্যের সংসার। ওদের অনেকেরই সম্পর্ক খাদ্য খাদকের, তবু একে অন্যকে ছেড়ে যায় না। প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন এই সংহতির মধ্যেই পরিবেশের শুদ্ধতা বজায় থাকে।

নৈঃশব্দ হল অরণ্যের ভাষা, জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সদাই অনুরণিত হয়ে প্রাণী জগত কে অহরহ আশ্বস্ত করে চলে। নগর সভ্যতা যখনই প্রকৃতির সেই নৈঃশব্দ্য কে বিশৃঙ্খল করে তখনই পরিবেশ তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। জল দূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ, আধুনিক প্রযুক্তির অপ্রয়োজনীয় রূপায়ণ সৃষ্টিতত্বের শুদ্ধতাকে বিঘ্নিত করে সামাজিক পরিস্থিতি কে অসহনীয় করে তোলে। পরিবেশের এই বিরূপ প্রতিক্রিয়া মানব শরীরের গঠনতন্ত্রকে অস্বাভাবিক করে তোলে। জল , বায়ু, মাটি — যা আমাদের বাঁচা এবং বৃদ্ধিকে অহর্নিশি সহায়তা প্রদান করে, সেই অনিবার্য মাধ্যমগুলোই একসময় একাধিক প্রাণঘাতী রোগ জীবাণুর সহায়ক হয়ে পড়ে। গোটা বিশ্বে বিগত অতিমারী আমাদের কোটি কোটি মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, নাজেহাল হয়েছে অর্থনীতি, অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশ গুলো উন্নয়নের নিরিখে কয়েক দশক পিছিয়ে গেছে।

পরিবেশ দূষণ রোধ করার প্রধান উপায় হল পরিবেশকে আমাদের সমাজ জীবনের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। সমাজ বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতির সাথে পরিবেশকেও রাখতে হবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে। পরিবেশ দূষণ যতদিন না পর্যন্ত সামাজিক এবং সংবাদ মাধ্যমের শিরোনামে উঠে আসবে ততদিন পর্যন্ত ততক্ষণ নির্মল পরিবেশের কল্পনা আমাদের কল্পনাতেই নিঃশেষ হবে। রাস্তার ধারের ডাস্টবিনে প্লাস্টিকের পাহাড়, নর্দমায় প্লাস্টিকের বোতল, পাশের বাড়ির জমা জল যদি আমাদের উদ্বেগের কারন না হয়, পরিবেশ দূষণ থেকে মুক্তি পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

ভোট আমার, ভোট তোমার, ভোট দিয়ে যায় নেতা-নেত্রীদের চেনা

সুবল সরদার

পয়লা জুন। উল্লেখযোগ্য দিন। এই দিন অষ্টাদশ নির্বাচনের পরিসমাপ্তি হচ্ছে। সারা ভারত জুড়ে বৃহৎ দক্ষযজ্ঞ, নিবার্চনী কর্মকাণ্ড,হাঁক- ডাক এক কথায় সব বন্ধ হচ্ছে। ৪ ই জুন জানা যাবে কোন দলের কপালে সুখ- দুঃখের ফুল ফুটবে।

আজ আমি সকাল সকাল উঠে শান্তিতে ভোট দিয়েছি। একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে মৌলিক অধিকার প্রয়োগ করে ভালো লাগছে। আমার ভোট আমার কণ্ঠ। সকাল সকাল আমার সেই কণ্ঠস্বর দিল্লিতে পৌঁছে দিয়েছি। আমার ভোটে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হবেন ভাবতেই কেমন শিহরণ হয়! জয়নগর লোকসভার অন্তর্গত মগরাহাট থানা — আমাদের গ্রাম হরিশংকর পুরের চারটে বুথে কোন ঝুটঝামেলা নেই। দুটো বুথ হরিশংকর পুর প্রাইমারী স্কুলে আর দুটো হরিশংকর পুর সাধারণ পাঠাগারে। আদর্শ নির্বাচন দেখতে হলে এখানে আসতে হবে। ভারতের এটা একটা আদর্শ নির্বাচনী মডেল হতে পারে। বুথ ক্যাটাগরি A B C হবে। এখানে C ক্যাটাগরি বুথ। লাঠি ধারি পুলিশ থাকার কথা। পুলিশ আছে কিন্তু তাঁদের হাতে কোন লাঠি দেখিনি। ভোট কেমন উৎসব হয় এখানে দেখা যায়। আব্রাহাম লিঙ্কন আমাদের এই নির্বাচন যদি একবার দেখতেন, নিশ্চয়ই তিনি নিবার্চনের সঙ্গা পাল্টে দিয়ে বলতেন — পলিটিক্স হচ্ছে ফেয়ার গেম, ডার্টি গেম কখনোই নয়।

ভোট এলে ভোট দিতে হয়। একজন ভারতীয় নাগরিক হিসেবে তাই সকাল সকাল ভোট দানে অংশ গ্রহণ করেছি।

আজকের দিনে মায়ের কথা খুব মনে পড়ে। মায়ের সঙ্গে সকাল ভোট দিতে যেতাম। আজ আমি একা একা। মা নেই। ভোট দিতে গিয়ে মন খারাপ হয়। ভোট দিয়ে হাতে কালি লাগিয়ে এখন ফিরছি।

সকাল সকাল ভোট। চুপচাপ শুধু ছাপ। ছাপ নয় ইভিএমের বোতাম টেপা। এই প্রথম আমার ছেলে সাহিত্য ভোট দেবে। তাই তার খুব উৎসাহ। আমি তার সঙ্গে গিয়ে বুথের আগে পৌঁছে দিয়েছি। আমার মেয়ে সৌমিও এই প্রথম লোকসভার ভোট দেবে যদিও আগে একবার বিধান সভার ভোট দিয়েছিল। সৌমি আর সৌমির মা শিপ্রা এখনো ভোট দিতে যায় নি। ছেলেরা এগিয়ে, মেয়েরা মনে হয় একটু পিছিয়ে ভোট দানে, কোথাও উল্টো হতে পারে। এখনো শান্ত নির্বিঘ্নে সব ঠিকঠাক চলছে। Morning shows the day. দিন কেমন কাটবে সকাল বলে দেয়,তাই কি? দেখবো সন্ধ্যাবেলায়।

একজনকে বললাম ভোট তো অন্ধকারে চটের আড়ালে দিলে কোথায় পড়েছে দেখতে পেয়েছো? উত্তরে সে বলে ফুল শয্যার রাতের আর চটের আড়ালের ভোটের কথা বলতে নেই। খুব ভালো কথা। পরে বলে আমি উন্নয়নের পক্ষে ভোট দিয়েছি। খুব ভালো কথা। বললাম তুমি সরদা মায়ের পথ অবলম্বন করে ভোট দিয়েছ — সৎ এরও মা অসৎ এরও মা। তার মানে তুমি দু নৌকায় দা দিয়েছো। না, না, সে জোর দিয়ে বলে একজন ধ্যানে আর একজন রণে কাকে ভোট দেওয়া যায় তুমি বলো। ধ্যান মানে মুক্তি, ধ্যান মানে গতি, ধ্যান মানে মানে শক্তি। মনে বললাম তোমার মতন আমি ও যেন মুক্তি পাই ভোট দিয়ে। আসলে ভোট হচ্ছে আমাদের আশা-আকাক্ষার প্রতীক। দুঃখ হয় যখন নেতা-নেত্রীরা আমাদের সেই আশা আকাক্ষা ধুলোয় মিশিয়ে দেয়।

ভোট আমার, ভোট তোমার, ভোট দিয়ে যায় নেতা -নেত্রীদের চেনা। পাঁচ বছর তারা আমাদের রক্ত চুষবে, না সুখ দুঃখের শরিক হয়ে পাশে থাকবে সেটা এখন দেখার পালা।

আনন্দকথা

মাস্টারকে ও নরেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, ''তোমরা দুজনে ইংরেজীতে কথা কও ও বিচার কর আমি শুনব।''

মাস্টার ও নরেন্দ্র উভয় এই কথা শুনিয়া হাসিতেছেন। দুজনে কিছু কিছু আলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বাংলাতে। ঠাকুরের সামনে মাস্টারের বিচার আর সম্ভব নয়। তাঁহার তর্কের ঘর ঠাকুরের কৃপায় একরকম বন্ধ। আর কিরূপে তর্ক-বিচার করিবেন? ঠাকুর আর একবার জিদ করিলেন, কিন্তু ইংরেজীতে তর্ক করা হইল না।

দশম পরিচ্ছেদ

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং, ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা, সনাতনস্ত্বং, পুরুষো মতে মে।।
(গীতা — ১১/১৮)

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

নূতন

১৯৩৬ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী নূতনের জন্মদিন।*
১৯৪৬ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী এস পি বালসুব্রহ্মমনিয়ামের জন্মদিন।*
১৯৫৯ *বিশিষ্ট শিল্পপতি অনিল আম্বানির জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060, 9831919791

দিলীপ ঘোষের জয়ের লক্ষ্যে হোম যজ্ঞের আয়োজন পূর্ব বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষের মঙ্গল কামনায় ও তার জয়ের লক্ষ্যে সোমবার হোম যজ্ঞের আয়োজন করা হয় বর্ধমানে। মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণা হবে। তার আগে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে শহর বর্ধমানের সর্বমঙ্গলা মন্দিরে হোম যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। দুর্গাপুর বিধানসভার বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই জানিয়েছেন, দু'মাস ধরে তারা বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির প্রার্থী দিলীপ ঘোষের সমর্থনে প্রচার করেছিলেন। মঙ্গলবার লোকসভা ভোটের ফলাফল ঘোষণা, তাই তাদের প্রার্থী দিলীপ ঘোষের মঙ্গল কামনার্থে এবং জয় যাতে দিলীপ ঘোষের পক্ষেই থাকে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে তারা হোম যজ্ঞের আয়োজন করেন। বিধায়ক আরো বলেন, বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক, খুনোখুনি বন্ধ হোক, বাংলার সমৃদ্ধি ফিরে আসুক। নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে তার সমাপ্তি ঘটুক, জয় দিলীপ ঘোষের সমর্থনে থাকুক সেই মর্মেই হোম যজ্ঞের আয়োজন। তারা যা এক্সিট পোল দেখেছেন তাতে বলাই যায় বিপুল জনসমর্থন পেয়ে মোদিজি আবারো প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক সিট নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসছে। এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা।

হাইকোর্টে মুখোমুখি প্রণত-রেখা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: নির্বাচন ঘোষণার প্রথম দিন থেকে ভোটের লড়াইয়ে ছিলেন ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। ষষ্ঠ দফায় ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের নির্বাচনের দিন তিনি গড়বেতায় যেতে বাধা পান এবং সেখানে আক্রান্ত হন। পরে এই বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করে পুলিশ। সন্দেশখালিতে বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর পুলিশি অত্যাচারের অভিযোগে সরব সন্দেশখালির বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্রের বিরুদ্ধেও একইভাবে মামলা হয়েছে। সোমবার আইনি পরামর্শ নিতে এবং মামলার বিষয়ে আলোচনা করতে এই দুই বিজেপি প্রার্থী কলকাতা হাইকোর্টে গিয়েছিলেন। সেখানে দু'জনের মুখোমুখি দেখা হয়। নির্বাচনী প্রচারের প্রতিবন্ধকতা নিয়ে দু'জনের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ আলোচনাও হয়েছে বলে ঝাড়গ্রামের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু জানিয়েছেন।

হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের গণনা হবে চুঁচুড়ার হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: চুঁচুড়ার হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজে চলছে গণনার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। মঙ্গলবার লোকসভা নির্বাচনের গণনা। শেষ মুহূর্তের চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি চলছে সমস্ত গণনা কেন্দ্রে। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের গণনা হবে চুঁচুড়া হুগলি ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি কলেজে। সেখানেই রয়েছে স্ট্রংরুম। নির্বাচনের পরের দিন থেকেই এই এলাকাকে সম্পূর্ণ ঘিরে রাখা হয়েছে পুলিশি পাহারায়। এই কলেজেই সকাল ৭ টা থেকে শুরু হবে হুগলি লোকসভার অন্তর্গত সাতটি বিধানসভার গণনা। সেই গণনার জন্যই এখন কলেজে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। কলেজের সামনের বিবেকানন্দ রোডের উপর লাগানো হয়েছে গার্ড রেল পাশাপাশি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ড্রপ গেট। মাঝেমধ্যেই হুগলি জেলার নির্বাচনী আধিকারিক সহ অন্যান্য নির্বাচন দপ্তরের আধিকারিকরা বারংবার এসে এই গণনা কেন্দ্র ঘুরে দেখছেন কোথাও কোনও রকম ত্রুটি রয়েছে কিনা। সাতটি ঘরে ১১১টা টেবিলে গণনা হবে। প্রশাসন সূত্রে খবর, বুথ অনুযায়ী প্রত্যেক বিধানসভার জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক টেবিল থাকবে। প্রত্যেক টেবিলে, প্রত্যেক দলের এক জন করে কাউন্টিং এজেন্ট থাকতে পারবেন। এ ছাড়াও, পোস্টাল ব্যালটের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক টেবিল থাকবে। হুগলিতে যার সংখ্যা ১২। অর্থাৎ প্রতি দল এখানে ১২ জন করে প্রতিনিধি রাখতে পারবেন। পাশাপাশি, বিধানসভা ভিত্তিক গণনার ঘরে থাকবে একজন এআরও-র (অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার) টেবিল। সেই টেবিলেও প্রত্যেক দলের একজন করে প্রতিনিধি থাকতে পারবেন।

শান্তিপূর্ণ পুনর্নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের দেগঙ্গা বিধানসভার কদম্বগাছির সর্দারপাড়া এলাকার ৬১ নম্বর বুথে পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সকাল থেকে এই বুথটি কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। সোমবার সেখানে শান্তিপূর্ণ ভোট হয়। মানুষ নির্বিঘ্নে ভোট দেন। এই বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৭১৫ জন। স্বাভাবিক ভাবেই বিকেলের মধ্যেই অধিকাংশ ভোট হয়ে যায়। বিকেল ৩টে পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৭৫.১৭ শতাংশ। তবে এই বুথে কোন রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্য পুনর্নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন কমিশন সূত্রে ওয়েব কাস্টিংয়ে এই বুথের কোনও অস্তিত্ব পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে প্রিসাইডিং অফিসারকে জানতে চাওয়া হয় এর কারণ কি? পাশাপাশি তাকে নির্দেশ দেওয়া হয় দত্তপুকুর থানায় অভিযোগ জানাতে। সেই মতো তিনি অভিযোগ জানান। এরপরেই পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। জানা গিয়েছে, তিনি কিছু কারসাজি করায় এই টেকনিক্যাল সমস্যা হয়েছিল। ফলে ওই বুথে এদিন পুনর্নির্বাচন হয়।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর থানার হেতাগড়ায় একটি হোটেলে গত দু'দিন আগে ঝড়ের তাণ্ডবে কিছু লাইটে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। হোটেল ম্যানেজার খবর দেয় স্থানীয় দু'জন ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে। কথামতো হোটেলে ইলেকট্রিক ওয়্যারিং এর কাজ করতে থাকে মিস্ত্রিরা। কাজ করার সময় হঠাৎ করেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় দু'জনে। তড়িঘড়ি হোটেলের অন্যান্য স্টাফরা এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহায়তায় তাদের নিয়ে আসা হয় বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক দু'জনকে মৃত বলে ঘোষণা করে। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, মৃত ব্যক্তিদের নাম অশোক দিগর। বাড়ি বাঁকাদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের দিঘিরপাড়ায়। বয়স আনুমানিক ২৬ বছর। এবং অপরজনের নাম রবণ শিকারি, বাড়ি বাঁকাদহ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিত্রং গ্রামে। বয়স আনুমানিক ২৪ বছর। দু'জনের মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

ফেরার আসামি

নাম ঃ সোহেল শেখ @ সোহেল রানা, পিতার নাম- রাহিদুল শেখ, সাং গোবিন্দপুর মরলপাড়া, থানা- কালীগঞ্জ, নদীয়া, Ref Kaliganj PS Case No. 468/23 Dt. 21.07.23 U/S 448/376 (3) /325 IPC & 4 of POCSO Act & POCSO No. 83/23. উপরিউক্ত ব্যক্তি কালীগঞ্জ থানার উক্ত কেসের একজন ফেরার আসামি। মহামান্য আদালত উক্ত আসামির বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি করেছে। যদি কোনো ব্যক্তি উক্ত আসামির সন্ধান পান, তাহলে নিম্নলিখিত কালীগঞ্জ থানার টেলিফোন নম্বর- ০৩৪৭৪২৯৫৩১৩-এ যোগাযোগ করবেন।

একদিন মোটরযানবিহীন ক্যাম্পাস করার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বিগত সময়ে পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাব বিশ্ব সাইকেল দিবস উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মী ও ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল ব্যবহার করে কর্মস্থলে আসার জন্য আবেদন জানিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ মোটরযান বিহীন ক্যাম্পাসের জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে। এই উপলক্ষ্যে পুলিশ লাইন চত্বরে একটি সাইকেল র‍্যালিও আয়োজিত হয়, যেখানে শতাধিক সাইকেল আরোহী অংশগ্রহণ করেন। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সুজিত কুমার চৌধুরী ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যক্ষ ফাদার পল জানান, 'এই ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম নেওয়া হল, ভবিষ্যতে প্রতি মাসে অন্তত একটি দিন মোটরচালিত যানবিহীন ক্যাম্পাস করার চেষ্টা করা হবে।' পূর্ব বর্ধমান সাইক্লিং ক্লাবের সদস্য সন্দীপন সরকার জানান, 'ভোটের গণনার কাজের জন্য সব দপ্তর এদিন সাড়া না দিলেও অতি দ্রুত তারাও এই উদ্যোগে সাড়া দেবে বলে কর্তৃপক্ষ থেকে জানতে পেরেছেন। তার দাবি, সাইকেল চালানোর অল্প রাস্তা যদি সাইকেলে যাতায়াত করা হয় তবে একদিকে যেমন শরীর ভালো থাকবে। তেমন পরিবেশ দূষণ ও শব্দ দূষণের মাত্রাও তত কমবে।'

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নেউল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক নিম্নোক্তদের কে আহবান জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থ উল্লিখিত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলা হয়েছিল।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা/জামিনদারগণ কে এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৯ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত এক্টএর সেকশন ১৩(৪) ধারা অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে উক্ত অর্থ ও তদুপরি সুদ **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া** ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

ক্র নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এ/সি নম্বর	বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী উত্তম দাস এবং শ্রীমতি সীমা দাস** **ঠিকানা** - ১৬/২ই বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, থানা - গড়িয়াহাট, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** ৩৮/এইচ/১ কাঁকুলিয়া রোড, বালিগঞ্জ, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এ/সি নং - ৩৮৬৩১৫০১৯২৯ (এইচবিএল), ৩৮৬৯৯৪৫৫৪৬৩ (হোম টপ আপ)**	**স্বত্বাধিকারী : - শ্রী উত্তম দাস** পিতা প্রয়াত রাম দাস **এবং শ্রীমতি সীমা দাস** স্বামী শ্রী উত্তম দাস। **দলিল নং ০১৪৪৫-২০১২ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৩৯৩৫-৩৯৫৭, এডিএসআর আলিপুর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ ১ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৬/২এ বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, বর্তমানে প্রেমিসেস নং ১৬/২ই বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, থানা : গড়িয়াহাট, কলকাতা : ৭০০০১৯। হোল্ডিং নং ২৭৩/৭২ (পূর্বতন হোল্ডিং নং ৪৭বি) কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্লট নং ৮, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ১৬/২বি, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড।	১. ১২.০৩.২০২৪ ২. ২৯.০৫.২০২৪ ৩. **৩১,৮১,২২২.০০ টাকা** (একত্রিশ লাখ একাশি হাজার দুশো বাইশ টাকা) টাকা ১২.০৩.২০২৪ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।
২.	**ঋণগ্রহীতা - মেসার্স উত্তম কন্ট্রাক্টর স্বত্বাধিকারী তথা জামিনদাতা - শ্রী উত্তম দাস** **ঠিকানা** - ১৬/২ই বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, থানা - গড়িয়াহাট, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** ২১বি, ফার্ন রোড, পো. বালিগঞ্জ, থানা - গড়িয়াহাট, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং জামিনদাতা - শ্রীমতি সীমা দাস** স্বামী শ্রী উত্তম দাস **ঠিকানা** - ১৬/২২ই বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, ওয়ার্ড নং ৬৮, থানা - গড়িয়াহাট, বালিগঞ্জ কলকাতা - ৭০০০১৯ **এ/সি নং - ৩৮৭১২৯৮২৯০৭**	**স্বত্বাধিকারী : শ্রী উত্তম দাস** পিতা প্রয়াত রাম দাস **এবং শ্রীমতি সীমা দাস** স্বামী শ্রী উত্তম দাস। **দলিল নং ০১৪৪৫-২০১২ সালের,** নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৬, পৃষ্ঠা নং ৩৯৩৫ থেকে ৩৯৫৭, এডিএসআর আলিপুর। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ আনুমানিক ১ কাঠা ১৪ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৬/২এ, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, বর্তমানে প্রেমিসেস নং ১৬/২ই, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, থানা : গড়িয়াহাট, কলকাতা : ৭০০০১৯। হোল্ডিং নং ২৭৩/৭২ (পূর্বতন হোল্ডিং নং ৪৭বি) কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন। সম্পত্তির চৌহদ্দি উত্তরে : প্লট নং ৮, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে : ১৬/২বি, বালিগঞ্জ স্টেশন রোড।	১. ১২.০৩.২০২৪ ২. ২৯.০৫.২০২৪ ৩. **১২,৩৮,৯১৪.০০ টাকা** (বারো লাখ আটত্রিশ হাজার নশো চোদ্দ টাকা) টাকা **১২.০৩.২০২৪** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ এবং তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি সহ।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ২৯.০৫.২০২৪
স্থান - কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank — ইলাহাবাদ ALLAHABAD
সিউড়ি শাখা
ডি.সি. দাস রোড, পোস্ট - সিউড়ি
জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ১০১

পরিশিষ্ট-৪-এ [রুল ৮ (৬) এর অনুবিধি দেখুন]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এর অনুবিধির অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদার(গণ) -কে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি(গুলি) সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক/চার্জ করা হয়েছে, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে, বকেয়া রাশি **২৯,৭৪,২৯৭.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশত সাতানব্বই টাকা মাত্র) ২৯.০৫.২০২৪ অনুযায়ী পুনরুদ্ধারের জন্য যা **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক), তারুলিয়া শাখা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** -এর কাছে বকেয়া আছে ঋণগ্রহীতা- সেখ ইনসান আলী (ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা), পিতা- সেখ লিয়াদ আহ, গ্রাম- সাহাপুর, পোস্ট - জানুবাজার, থানা- ইলামবাজার, জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৩১ ১২৪ -এর এবং যা **১২.০৭.২০২৪** তারিখে বিক্রি করা হবে **"যেখানে যেমন আছে", "যা আছে তা আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে।
ই-অকশন মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ে আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে বর্ণনা করা হয়েছে :

ক্র নং	ক) অ্যাকাউন্ট / ঋণগ্রহীতা -এর নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তি(সমূহ)-র বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার বকেয়া পরিমান	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ ও তারিখ গ) দর বৃদ্ধির পরিমাণ ঘ) সম্পত্তি আইডি ঙ) সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১.	**ক) ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: সেখ ইনসান আলী,** পিতা- সেখ লিয়াদ আহ গ্রাম - সাহাপুর, পোস্ট -জানুবাজার, থানা- ইলামবাজার, জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১ ১২৪। **সহ-ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা: নাইমা বিবি,** স্বামী- সেখ ইনসান আলী, গ্রাম- সাহাপুর, পোস্ট -জানুবাজার, থানা- ইলামবাজার, জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১ ১২৪। **জামিনদার: সেখ সানাউল্লাহ,** পিতা- সেখ লিভাদ আল গ্রাম - সাহাপুর, পোস্ট -জানুবাজার, থানা- ইলামবাজার, জেলা - বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৩১ ১২৪। **খ) তারুলিয়া শাখা**	২৪.১২.২০১৪ তারিখের ২০১৪ সালের বিক্রয় দলিল নং আই-৯৫৮৮ এর সাথে সম্পর্কিত জমি ও বিল্ডিং এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা **জনাব সেখ ইনসান আলী** (পিতা- সেখ জিয়াদ আলী) এবং **মিসেস নাইমা বিবি** (স্বামী-সেখ ইনসান আলী) **-এর নামে আছে,** বীরভূম জেলার মধ্যে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট জমি এবং বিল্ডিং, যার পিন - ৭৩১ ১২৪ (পঃবঃ), পোস্ট ও থানা - ইলামবাজার, এডিএসআর বোলপুর, মৌজা জানুবাজার, ব্লক - ইলামবাজার, জেএল নং ৬৫, জয়দেব কেন্দুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমার মধ্যে, খতিয়ান নং ১০৫৫, প্লট নং ৮৩২ এবং ৮৫৯, শ্রেণী বাস্তু, জমির পরিমাপ ৩.৭৯ ডেসিমেল। **সম্পত্তি সীমানা:** উত্তর - জয়দেব ইলামবাজার রোড, পূর্ব - গ্রামের রাস্তা, দক্ষিণ - অন্যের জমি, পশ্চিম - মাধব ভান্ডারীর সেলুন দ্বারা।	**২৯,৭৪,২৯৭.০০ টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার দুইশত সাতানব্বই টাকা মাত্র) **২৯.০৫.২০২৪** অনুযায়ী	**ক) ৩৩,৫০,০০০.০০ টাকা (*)** (তেত্রিশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) **খ) ৩,৩৫,০০০.০০ টাকা** (তিন লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা মাত্র) **গ) ১০,০০০.০০ টাকা** (দশ হাজার টাকা মাত্র) **ঘ) IDIB50254425308** **ঙ) ব্যাঙ্কের কাছে অজানা** **চ) প্রতীকী দখল**

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের উপরে হতে হবে।

ই-অকশনের তারিখ এবং সময়: তারিখ-১২.০৭.২০২৪, সময়- সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকাল ৫.০০ টা
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম :
https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী এমএসটিসি লিমিটেড-এর ওয়েবসাইট (**www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi**) দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নম্বর ০৩৩-২৩৪০০০২০ / ২৩৪০০০২১ / ২৩৪০০০২২ এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের হেল্প ডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরগুলিতে ফোন করুন এবং **ibapiop@mstcecommerce.com** -এ যোগাযোগ করুন এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য অনুগ্রহ করে **ibapifin@mstcecommerce.com** এ যোগাযোগ করুন।
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে এখানে যান **https://ibapi.in** এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর '**১৮০০১০২৫০২৬**' এবং '**০১১-৪১১০ ৬১৩১**'-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://ibap.in এবং **www.mstcecommerce.com** ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে

দ্রষ্টব্য: এই বিজ্ঞপ্তি টি ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) এবং বন্ধকদাতা(গণ) -এরও প্রতি

তারিখ: ২৯.০৫.২০২৪
স্থান: সিউড়ি
অনুমোদিত অফিসার,
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

IDBI BANK
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড
রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা, পিন - ৭০০০১৭
ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮ এবং ০৩৩ ৬৬৫৫৭৭২৫, মোবাইল নং - ৭০০৪২৮৬৩৬০/৮০৯৩০৩২৮০৫
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in CIN : L65190MH2004GOI148838

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির অধীনে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেনে **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.,** এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণ/আইনি উত্তরাধিকারগিণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতার নাম ২) অ্যাকাউন্ট নং	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১	১) ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা শ্রী রাকেশ আগরওয়াল, শ্রী রীতেশ আগরওয়াল, শ্রীমতি পুষ্পা আগরওয়াল, শ্রী বিকাশ আগরওয়াল, শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা আগরওয়াল এবং প্রয়াত শ্রী লোকনাথ আগরওয়াল-এর আইনি উত্তরাধিকারীগণ ২) ০৩৫৮৬৭৫১০০০০৬৬২০/ ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৩৮/ ০৩৫৮৬৭৫১০০০১০২৪৭	১. ৩০.১২.২০২৩ ২. ৩০.০৫.২০২৪ ৩. ২,১০,৮২,৪৬৮.৬৬ টাকা (দুই কোটি দশ লাখ বিরাশি হাজার চারশ আটষট্টি টাকা এবং ছেষট্টি পয়সা) টাকা ১০.০৭.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ	**তপশিল : ১ :** জমির পরিমাণ ৬ ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ২১১৬, সিএস প্লট নং ১৮৩৯, সিএস খতিয়ান নং ১৫৭, আরএস প্লট নং ২১১৬, আরএস খতিয়ান নং ১৬৬৪, এবং ১৬৬৫, জেএল নং ২০, মৌজা : সাঁতা, থানা : হিরাপুর, জেলা : বর্ধমান। জমির পরিমাণ (১.৫) ডেসিমেল অবস্থিত আরএস প্লট নং ২১৫৮, সিএস প্লট নং ১৬৫, সিএস খতিয়ান নং ১৪৬, আরএস খতিয়ান নং ৩৯০, জেএল নং ২০, মৌজা : আসানসোল পুরসভা হোল্ডিং নং ১৩৮ (৫৬/১) ওয়ার্ড নং ০৩, কাছাড়ি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ। মোট জমির এরিয়া বিক্রীত ৭.৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ৪ কাঠা ৯ ছটাক এবং তদস্থিত একটি দোতলা (জি-২) বসবাসের ভবন 'পুষ্পম নিবাস' নামে পরিচিত, আসানসোল পৌর সংস্থার হোল্ডিং নং ১৩৮(৫৬/১), ওয়ার্ড নং ০৩, কাছারি রোড, কোর্ট মোড়, আসানসোল। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : লক্ষ্মীকান্ত রায়ের সম্পত্তি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : অম্বালিকা টাওয়ার, পশ্চিমে : লর্ডস টাওয়ার।
২	১) ঋণগ্রহীতা - শ্রী স্বপন কুমার সাহানা ২) ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৪৬৯০, ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৪৭০৬, ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৪৭৩৩, ০২৫৬৬৭৫১০০০৩৪৭২৪	১. ০৩.০২.২০২৪ ২. ৩০.০৫.২০২৪ ৩. ৩৭,৪৭,০৫০ টাকা (সাঁয়ত্রিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা) টাকা	বন্ধকদত্ত স্বত্ব দলিল দ্বারা নং ১-০১৮৫৪/২০১০ রেজিস্ট্রিকৃত ০৪.০৫.২০১০, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৫ ডেসিমেল বা সমপরিমাণ, আরএস এবং এলআর প্লট নং ৪৫৮, এলআর খতিয়ান নং ১২১৮, জেএল নং ১৪০, মৌজা : নয়াক্ষীর, থানা :ইন্দপুর, জেলা : বাঁকুড়া, তদস্থিত দোতলা বসবাসের ভবন পরিমাণ কমবেশি ৩১১০ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত জমি ইন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ইন্দপুর মৌজা, দক্ষিণে : প্লট নং ৪৫৭, পূর্বে : প্লট নং ৪৫৯, পশ্চিমে : অন্যান্যর প্লট নং ৪৫৯ জমি।

তারিখ : ০৪.০৬.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India
রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর,
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার,
দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২১৬
ফোন নং-০৩৪৩-২৫৪৩৯২২

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক. ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/ বন্ধকদাতার নাম খ. শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দখলের তারিখ
১.	ক) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : সুমন দাস সুবীর দাস পার্থ দাস খ) বর্ধমান শাখা (১২৬২১)	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দোকান জি-২ ভবনে অবস্থিত মৌজা : বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, খতিয়ান নং ২১২, সিএস দাগ নং ৮২৯, প্রেমিসেস নং ২৫০, বড়নীলপুর শুরীদ পল্লি,বড়নীলপুর বাজার,ওয়ার্ড নং ১৪, বর্ধমান পুরসভা অধীন, পো : শ্রীপল্লি, থানা এবং জেলা : বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০৩। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : লোটাস কো-অপারেটিভ, দক্ষিণে : শ্রী সুবীর দাসের দোকান, পূর্বে : নীলপুর বাজার, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া চলার পথ এবং শ্রী বলাই ঘোষের জমির প্লট এবং ভবন।	ক) ২০.০১.২০২৪ খ) ১১,০৫,০৮৬.৭৩ টাকা (এগার লাখ পাঁচ হাজার ছিয়াশি টাকা এবং তিয়াত্তর পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ গ) ০৩.০৬.২০২৪
২.	ক) ঋণগ্রহীতা : মমতা অ্যালুমিনিয়াম স্বত্বা : মহেন্দ্র দাস জামিনদাতা : শ্রীমতি রাধা দেবী খ) রহমানিয়া হাই স্কুল শাখা	**শ্রী মহেন্দ্র দাস এবং শ্রীমতি রাধা দেবীর** জমি এবং ভবন, আরএস প্লট নং ৭৫৬, আরএস খতিয়ান নং ১৩৬, জেএল নং ২০, ওয়ার্ড নং ২৫, ভবন নং ১৮/২৩ একটি জমির প্লট ১.১৮ কাঠা একতলা ৮০০ বর্গফুট বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত এবং ২য় তল ৬০০ বর্গফুট বসবাসের হিসেবে ব্যবহৃত। **চৌহদ্দি :** উত্তরে: দীপক পাশোয়ানের সম্পত্তি, দক্ষিণে : প্রবীর স্যারের সম্পত্তি, পূর্বে : পলিটেকনিক কলেজের সম্পত্তি, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ।	ক) ০২.০২.২০২৪ খ) ৮,৫০,০০০.০০ টাকা (আট লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা) টাকা ৩০.০১.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ বকেয়া গ) ৩১.০৫.২০২৪
৩	ক) ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা : প্রশান্ত কুমার নায়েক ঐন্দ্রিলা সেন নায়েক খ) বর্ধমান শাখা (১২৬২১)	সম্পত্তি ফ্ল্যাট সি/৪/১ বৃন্দাবন গার্ডেন কমপ্লেক্স,ব্লক সি,ইটভাটা রোড, ছোটনীলপুর,পরিমাণ কমবেশি ৮৫০ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া, মৌজা : বালিডাঙ্গা, জেএল নং ৩৫, আরএস প্লট নং ৭৯৪(অংশ), আরএস খতিয়ান নং ৬১৩, এলআর দাগ নং ১৬৯৩, ওয়ার্ড নং ১৪, থানা : বর্ধমান, জেলা : পূর্ব বর্ধমান। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : পর্বত মুখার্জি এবং সুমন ঘোষ এর ফ্ল্যাট, দক্ষিণে : কমলা দিঘি, পূর্বে : পুলীন গোস্বামী এবং অন্যান্যর ভবন, পশ্চিমে : গায়ত্রী দেবীর ফ্ল্যাট।	ক) ২৭.০৩.২০২৪ খ) ১৯,২২,২০৩.২১ টাকা (উনিশ লাখ বাইশ হাজার দুশো তিন টাকা এবং একুশ পয়সা) টাকা ২৭.০৩.২০২৪ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে সুদ সহ বকেয়া গ) ০৩.০৬.২০২৪

তারিখ : ০৪.০৬.২০২৪
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস, কলকাতা সেন্ট্রাল
৫ম এবং ৬ষ্ঠ তল, প্লট নং ৩৭৭ এবং ৩৭৮, ব্লক - জিডি সেক্টর-III,
সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০১০৬, ফোন- (০৩৩) ৪০২৫-৯৭১৮

পরিশিষ্ট - IV {রুল ৮(১)} দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব (সিকিউরিটি) ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/বন্ধকদাতার নাম এবং ঠিকানা/শাখা	ক. দাবি নোটিশের তারিখ খ. দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী অক্ষয় পান্ডে এবং **জামিনদাতা :** শ্রী কবীন্দ্র কুমার কুনওয়ার **শাখা :** ধর্মতলা স্ট্রিট	ক. ০৬.০৬.২০২৩ খ. ২৯.০৫.২০২৪	**১৮,৮৯,৮৭৯ টাকা** (আঠার লাখ উননব্বই হাজার আটশ উনআশি টাকা) টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩বি, দক্ষিণ দিকে ৩য় তলে পরিমাণ ৯১৫ বর্গ ফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া 'পেলিকান ভিউ' ভবনে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা ৮ ছটাক (কমবেশি) স্কিম প্লট নং ১০০ (ফেজ-১, মৌজা : নয়বাদ, পরগনা-খাসপুর, জেএল নং ২৫, আরএস নং ৩, কলেক্টরেট তৌজি নং ৫৬, আরএস দাগ নং ১৩৫, আরএস খতিয়ান নং ৭৬, ৯০ এবং ১০১, অবস্থিত কলকাতা পৌর সংস্থার প্রেমিসেস নং ২৩৯১, নয়াবাদ, পূর্বতন থানা : কসবা এবং বর্তমানে পূর্ব যাদবপুর, ওয়ার্ড নং ১০৯, বরো নং ১২, যাদবপুর, কলকাতা : ৭০০০৯৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি : বিক্রয় দলিল অনুযায়ী : পূর্বে :** স্কিম প্লট নং ৯৯, **পশ্চিমে :** স্কিম প্লট নং ১০১, **উত্তরে :** ২৫ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** স্কিম প্লট নং ১১৫। **পরিদর্শন অনুযায়ী : পূর্বে :** স্কিম প্লট নং ৯৯, **পশ্চিমে :** স্কিম প্লট নং ১০১, **উত্তরে :** ২৫ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** স্কিম প্লট নং ১১৫।
২.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সুব্রত দাস পিতা প্রয়াত জীতেন্দ্রনাথ দাস এবং শ্রী আশিস দাস পিতা প্রয়াত জীতেন্দ্র নাথ দাস উভয় ঠিকানা সালুয়া মন্ডল পাড়া রাজারহাট, গোপালপুর উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০১৩৬ **শাখা :** পাইকপাড়া	ক. ০৯.১১.২০২৩ খ. ২৯.০৫.২০২৪	**২৮,৫৯,৪০৫.০০ টাকা** (আঠাশ লাখ উনষাট হাজার চারশ পাঁচ টাকা) টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট একতলায় পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯০৫ বর্গফুট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ১ কাঠা ৯ ছটাক ১২ বর্গফুট (কমবেশি) অবস্থিত মৌজা : গঙ্গারামপুর, জেএল নং ০৫, সিএস খতিয়ান নং ২১৫, আরএস খতিয়ান নং ৬৭৯, , সিএস দাগ নং ৮৮, আরএস দাগ নং ৮৮/৪৫৮ এবং তদস্থিত বহুতল ভবন (জি-৪) অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৩, ডায়মন্ড হারবার রোড, বরো নং (১৪), ওয়ার্ড নং ১৩০, অ্যাসেসি নং ৪১১৩০০৪০১৯৯৯, কলকাতা পৌর সংস্থা, এডিএসআর -বেহালা, ডি আর আলিপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ : ৭০০০৩৪, সম্পত্তি শ্রী সুব্রত কুমার দাস এবং শ্রীমতি জ্যোতিপ্রভা দাসের নামে। **পূর্বে :** প্রবীর কুমার শীল এর ভবন, **পশ্চিমে :** পুকুর, উত্তরে : ডি কে ধর এর জমি, **দক্ষিণে :** ৪ ফুট সাধারণ চলার পথ।
৩.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রীমতি রুম্পা মিস্ত্রি স্বামী প্রয়াত সুমন মিস্ত্রি সাকিন ফ্ল্যাট নং ২এ, ৩য় তল আশা অ্যাপার্টমেন্ট নবনিকেতন, হোল্ডিং নং ৮৮, পো. অশ্বিনিনগর, থানা - বাগুইআটি, জগৎপুর বাজারের নিকট, কলকাতা - ৭০০১৫৯ **শাখা :** বি কে পাল এভিনিউ	ক. ২৭.০২.২০২৪ খ. ৩০.০৫.২০২৪	**২১,৭৪,৮৬৬.০০ টাকা** (একুশ লাখ চুয়াত্তর হাজার আটশ ছেষট্টি টাকা) টাকা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট (মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সহ) অবস্থিত তৃতীয় তলে ফ্ল্যাট নং ২এ উত্তর পশ্চি দিকে জি-৫ তলা ভবনে নাম আশা অ্যাপার্টমেন্ট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮১০ বর্গফুট কমবেশি ২ বেড রুম, ১ ড্রইং তথা ডাইনিং স্পেস, ১ কিচেন, ১ টয়লেট এবং ১ ব্যালকনি,হোল্ডিং নং ৮৮, নবনিকেতন, জগৎপুর বাজারের নিকট, পো : অশ্বিনীনগর, থানা : বাগুইআটি, বিধান নগর পৌর সংস্থা কলকাতা অধীন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৬ কাঠা ১২ ছটাক ৫ বর্গ ফুট , মৌজা : জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, আরএস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, আরএস/এলআর দাগ নং ১৭২৯ এবং ৪৯৭, আরএস খতিয়ান নং ৯৩৯, ৮৩৩ কলকাতা,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, সম্পত্তি শ্রী রুম্পা মিস্ত্রির নামে। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** কালীদাস হিরার জমি, **দক্ষিণে :** কালীদাস হিরার জমি, **পূর্বে :** ভোলা পালের জমি, **পশ্চিমে :** ৬ ফুট চওড়া সড়ক।
৪.	**ঋণগ্রহীতা :** শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি অনুশ্রী ভট্টাচার্য পিতা শ্রী প্রশান্ত কুমার চক্রবর্তী উভয়ের ঠিকানা - ধরসা, টেলিফোন এক্সেচেঞ্জের নিকট, হাওড়া কর্পোরেশন, জিআইপি কলোনি, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১২, আরও : ফ্ল্যাট নং - একে/০৬, প্রেমিসেস নং ২৮/১৪, বেদিয়াডাঙা সেকেন্ড লেন, থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ আরও - ফ্ল্যাট নং - একে/০৬, প্রেমিসেস নং ২৮/১৪, বেদিয়াডাঙা সেকেন্ড লেন, থানা - কসবা, কলকাতা - ৭০০০৩৯ **শাখা :** হাইড রোড	ক. ০৪.০৩.২০২৪ খ. ২৮.০৫.২০২৪	**২৬,৪২,২৯২.০০ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার দুশো বিরানব্বই টাকা)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং একে/০৬ পরিমাণ আনুমানিক ৮০০ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ দুই বেড রুম,এক ডাইনিং রুম,এক কিচেন, দুই টয়লেট, এবং এক ব্যালকনি তৃতীয়তলে, জি-৪ তলা ভবনে, প্রেমিসেস নং ২৮/১৪ বেদিয়াডাঙ্গা, সেকেন্ড লেন,থানা : কসবা, কলকাতা ৭০০০৩৯ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ জমির পরিমাণ ৫ কাঠা, ওয়ার্ড নং ৬৭, সিএস দাগ নং এর বিভিন্ন অংশ - ২৮২, ২৮৩, ৩০৫, ৩৩৯, ১০১৬, ১০১৭ এবং ১০১৮, মৌজা : বন্ডেল, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৭, উল্লেখ্য অ্যাসেসি নং ২১০৬৭০৫০০৯৮৬ এবং সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উল্লেখ্য রেজিস্ট্রিকৃ হস্তান্তর দলিল অনুযায়ী ১-৯০৬৩/২০২২, সম্পত্তি শ্রী সুব্রত ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতি অনুশ্রী ভট্টাচার্যর নামে। **ভবনের চৌহদ্দি : উত্তরে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক, **দক্ষিণে :** ২০ ফুট চওড়া সড়ক, বেদিয়াডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, **পূর্বে :** ২৮/২ বেদিয়াডাঙ্গা সেকেন্ড লেন, **পশ্চিমে :** ২৮/১০, বেদিয়াডাঙ্গা সেকেন্ড লেন। **সেরসাই অ্যাসেট আইডি : ২০০০৭১৪৭৫৩৪৩ : জামিনদত্ত আইডি : ৪০০০৭০২৪৬৭৮৩**

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ভোট পরবর্তী হিংসা বন্ধ করতে আরামবাগ -সহ বিভিন্ন জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আজ লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল। আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করতে কঠোর পদক্ষেপ পুলিশ প্রশাসনের। হুগলি জেলা শাসকের নির্দেশে হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমা-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করল প্রশাসন। ভোট পরবর্তী হিংসা বন্ধ করতেই এই পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকে ৭২ ঘণ্টার জন্য জারি করা হচ্ছে ১৪৪ ধারা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ১৪৪ ধারা জারি করা এলাকাগুলিতে স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে মোতায়েন থাকবে কেন্দ্রীয় বাহিনী। বিগত ভোটে যেসব এলাকায় ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা ঘটেছিল সেই সব এলকাগুলিকে চিহ্নিত করে ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে মহকুমা শাসকের কাছে ১৪৪ ধারা জারি করার আবেদন করা হয় পুলিশের পক্ষ থেকে সেই মতো মঙ্গলবার ভোর পাঁচটা থেকে ৬ জুন সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত জারি করা হচ্ছে ১৪৪ ধারা। তারকেশ্বর, জাঙ্গিপাড়া, চন্ডীতলা, মগড়া, বলাগর, খানাকুল, গোঘাট, আরামবাগ সহ একাধিক ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় জারি করা হচ্ছে ১৪৪ ধারা। ১৪৪ ধারা জারি করা এলাকাগুলিতে মোট ১০ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে যা বিভিন্ন এলাকায় প্রতিটি থানায় ২ থেকে ৪ সেকশন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এই নিয়ে প্রশাসনের পক্ষ থেকে চলছে মাইকিং। প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে ১৪৪ ধারা মেনে চলুন, অযথা কোথায় জমায়েত না হওয়ার জন্য ১৪৪ ধারা মেনে রাস্তাঘাটে চলাচল করা। প্রশাসনের পক্ষ থেকে এটাও জানা গেছে যে, ১৪৪ ধারা জারি হয়েছে আরামবাগ শহরের বেশ কিছু জায়গায়, তার মধ্যে রয়েছে নৈসরাই বাজার, আরামবাগ বাসস্ট্যান্ড, আরামবাগ পুরাতন সবজি বাজার, আরামবাগ মনসাতলা বাজার, মল্লিকপাড়া, সিবিএসসি স্কুল সংলগ্ন এলাকা। এ প্রসঙ্গে আরামবাগ মহকুমা শাসক সুবাষিনী ই জানান, হুগলি জেলা শাসকের নির্দেশে আমরা আরামবাগ মহকুমায় বেশ কয়েকটি জায়গায় ১৪৪ ধারা জারি করেছি। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান স্বপন নন্দী বলেন, প্রশাসন নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে। এতে জনগণ সুরক্ষিত থাকবে। অন্যদিকে বিজেপি নেতা বিমান ঘোষও প্রশাসনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান। তিনি জানান, পুলিশ প্রশাসনের আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এটা করতেই পারে। তবে অযথা সাধারণ মানুষকে হয়রান যেন না করা হয় সেই বিষয়ে প্রশাসনের কাছে আবেদন করব। সবমিলিয়ে এখন দেখার ভোটের ফলাফল ঘোষণার পর প্রশাসনের এই পদক্ষেপ কতটা বাস্তবায়িত হয়।

মুখ্যমন্ত্রী খোঁজ রাখলেও, খবর রাখে না মালদা তৃণমূল নেতৃত্ব, আক্ষেপ লেবুবাবুর!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদার কোতুয়ালি ভবনের গণি পরিবারের প্রবীণ কর্তা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরি (লেবু) এখন দলের জেলা নেতৃত্বের কাছে ব্রাত্য। যদিও ঘনঘন লেবুবাবুর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। কিন্তু একেবারের জন্যও জেলা নেতারা লেবুবাবুর খ বর রাখেন না। আর তাতেই চরম আক্ষেপ গনিখান চৌধুরির ভাই তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খ ান চৌধুরির (লেবু) । আজকের দিনেও কোতুয়ালির প্রাসাদ প্রমোদ বাড়িতেই রয়েছেন প্রায় ৯০ বছর বয়সি লেবুবাবু। তাঁর শারীরিক দেখ ভাল এবং সমস্ত দায় দায়িত্ব সঁপে নিয়েছেন সহধর্মিনী তন্দ্রাদেবী। এক কথায় অসময়ের চিরসাথী হয়ে উঠেছেন লেবুবাবুর সহধর্মিনী। এক সময় কংগ্রেস ছেড়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন লেবুবাবু। মালদার রাজনৈতিক মহলে তাঁর কথায় ছিল শেষ কথা। আজকে বয়সের ভারে সেই লেবুবাবুরই খে াঁজ রাখেন না মালদার কোনো নেতা নেত্রীরা। শুধুমাত্র খোঁজের খবর কালীঘাটের বাড়ি থেকে থেকেই আসে লেবুবাবুর কাছে, এমনটাই জানালেন তিনি এবং তার সহধর্মিনী তন্দ্রাদেবী। আক্ষেপের সুরে লেবুবাবু বলেন, মুখ্যমন্ত্রী শুধু আমাকে নিজের মতো করে দেখেন। প্রায় দিনই খোঁজ খবর নেন। আর কেউ কথা বলে না। তাই মালদায় আর এখ ন আমি রাজনীতি থেকে সরে গিয়েছি। বলাবাহুল্য, প্রাক্তন রেলমন্ত্রী গনিখান চৌধুরি প্রয়াত হওয়ার পর সুইৎজারল্যান্ড থেকে অধ্যাপনা শেষ করে মালদার কোতুয়ালির বাড়িতে ফিরে আসেন গনি পরিবারের প্রবীণ সদস্য আবু নাসের খান চৌধুরি (লেবু)। ২০১১ সালে মালদার সুজাপুর বিধানসভা থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসাবে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রীর উন্নয়নে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তৃণমূলের যোগদান করেন লেবুবাবু। তাঁকে রাজ্যের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী দায়িত্ব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। তবে ২০১৫ সালে বিধানসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়ে সুজাপুরে কংগ্রেসের কাছে পরাজিত হন লেবুবাবু। এরপর থেকে লেবুবাবুকে সংখ্যালঘু দপ্তর থেকে শুরু করে একাধিক তৃণমূলের দলীয় পদের দায়িত্ব দেয় দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। ধীরে ধীরে বয়সের ভারে নিজেকে আড়াল করেন লেবুবাবু। কিন্তু দলের কর্মসূচি কার্যকলাপ এবং বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রেও ক্রমাগত রাজ্য নেতৃত্বের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন লেবুবাবু। তাঁর জন্যই লেবুবাবুকে অত্যন্ত সহযোগী একজন প্রবীণ নেতা হিসাবেও দেখেন তৃণমূলের রাজ্য নেতৃত্ব।

লেবুবাবুর সহধর্মিনী তন্দ্রাদেবী আক্ষেপের সুরে বলেন, মাঝে মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির ফোন আসে। সাহেবের শরীর কেমন আছে খোঁজ খবর নেন। আসলে ওনার বয়স হয়েছে। দিনের বেশিটা সময় বিশ্রামে চলে যায়। খুব যত্ন নিয়ে দেখভাল করতে হচ্ছে। তবুও তৃণমূল দলটা মালদায় কিভাবে চলছে তার খোঁজ খবর রাখেন এবং দলনেত্রীকে জানান। দুঃখের বিষয় একটাই লোকসভা নির্বাচন গেল। কেউ একবারের জন্য লেবু সাহেবকে মনে রাখলেন না। তৃণমূলের জেলা সভাপতি রহিম বক্সি হোক অথবা ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী হোক, কোনও নেতাই লেবু সাহেবের খোঁজ নেন না।

এদিন কোতুয়ালির বাসভবনে বসে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী আবু নাসের খান চৌধুরি (লেবু) বলেন, প্রটোকল অনুযায়ী প্রাক্তন মন্ত্রী থাকার জন্য এখনো আমার নিরাপত্তা রক্ষী রয়েছে। বয়স তো হয়েছে। আসলে দলনেত্রীকে যেভাবে লড়াই সংগ্রাম করে মানুষের জন্য কাজ করতে দেখেছি, সেটা আমার কাছে আদর্শ। মুখ্যমন্ত্রীর ফোন আসে, উনি খোঁজ নেন। আমি কেমন আছি সব রকমই কথা হয়। অথচ কোতুয়ালি থেকে দুই কদম দূরে শহরের কোন নেতারাই আমার খোঁজ খবর রাখেন না। আজ আমি দলের জেলা নেতৃত্বের কাছে ব্রাত্য বলে মনে হয়।

তৃণমূল কর্মীকে খুনের চেষ্টা, বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: পারিবারিক বিবাদের কারণে ঘটা গন্ডগোলকে রাজনৈতিক রং দিয়ে ভোট পরবর্তী হিংসা বলে চালাতে চাইছে তৃণমূল। দেওয়া হচ্ছে বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ। এমনই দাবি বিজেপি। যদিও বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূল কর্মীকে মারধর করেছে বলে অভিযোগ দায়ের হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা। তৃণমূলের অভিযোগ ভোট পরবর্তী হিংসা জারি রেখেছে বিজেপি। এমনকী তৃণমূল কর্মীকে খুনের চেষ্টার কসুর করতেও ছাড়ছে না বিজেপি। বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীদের দিয়ে অশান্তি জারি রাখ তে চাইছে গেরুয়া শিবির, এমনই অভিযোগ উঠেছে। তারই নিদর্শন মিলেছে, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ বিধানসভার মুকুন্দপুর এলাকায়। অভিযোগ, সক্রিয় তৃণমূল কর্মী বাপ্পা মণ্ডল এবার নির্বাচন কমিশনে কর্মরত ছিল। সে গাড়ির চালক হিসেবে সদ্য নির্বাচন শেষ করে রবিবার রাত্রিবেলা বাড়ি ফিরে বন্ধুদের সঙ্গে চায়ের দোকানে বসে চা খাচ্ছিলেন। হঠাৎই একদল বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী দোকান থেকে তাকে বের করে এনে তার মাথায় এলোপাথাড়ি বাঁশের বাড়ি মারতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ বেরিয়ে আসতেই সেখান থেকে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করে। এরপরেই দুই বিজেপি কর্মী অচিন্ত্য সরদার ও জয়ন্ত সরদারের বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে আক্রান্ত তৃণমূল কর্মী। তার অভিযোগ, আমি তৃণমূলের হয়ে প্রচার করি, সক্রিয় তৃণমূল কর্মী, সেটা ওরা মেনে নিতে পারছিল না। অনেক দিনের রাগ ছিল আমার উপরে। তাই পরিকল্পনা করে এসে আমাকে মেরে ফেলে দেওয়ার চক্রান্ত করেছিল। হাড়োয়ার বিজেপির মণ্ডল সহ-সভাপতি অরবিন্দ বিশ্বাস বলেন, একটা ঝামেলা হয়েছে শুনেছি, সেটা পারিবারিক অশান্তি। ইচ্ছা করে রাজনৈতিক ভাবে বিজেপি দলকে কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে রাজনৈতিক কোনো বিষয় নিয়ে কোনও গন্ডগোল হয়নি। বিজেপিকে চাপে রাখতে সেটা করছে রাজ্যের শাসক দলের নেতা কর্মীরা।

অভিনব মিষ্টি দিয়ে সেজে উঠেছে ভোট উৎসব

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: মঙ্গলবার ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা। কার ভাগ্যে শিকে ছেড়ে তা নিয়ে চলছে জোরদার হিসেব-নিকেশ। তার মধ্যেই রাজনৈতিক মিষ্টির পসরা সাজিয়ে নিয়ে বসেছেন অশোকনগর স্টেশন রোডের ব্রিডিং মোড়ের একটি প্রতিষ্ঠিত মিষ্টির দোকান। এই দোকানে পশ্চিমবঙ্গের চারটি প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রতিকের ছবি নিয়ে তৈরি হয়েছে মিষ্টি। অশোকনগরে এক নামী একটি মিষ্টির দোকানে রাজনৈতিক দলের প্রতীক চিহ্নের মিষ্টি বানিয়েছে। এই মিষ্টির দোকানের মালিক কমল সাহা বিভিন্ন জনপ্রিয় ব্যক্তিদের মূর্তি করে তুলে ধরেছিলেন আগে। বাঙালি রাষ্ট্রপতি প্রনাব মুখার্জীর প্রতিচ্ছবি দিয়ে মিষ্টি করেছিলেন। ২০২৪ সালের ১৮তম লোকসভা ভোটে রাজনৈতিক প্রতীকের ক্ষীর আর ছানা দিয়ে বানিয়েছেন। এই অভিনব ক্ষীর দিয়ে রাজনৈতিক প্রতীক করছেন মিষ্টির দোকানের মালিক। এই মিষ্টিতে থাকছে তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়া ঘাস ফুল, কংগ্রেস এর হাত, সিপিআইএম এর কাস্তে হাতুড়ি ও বিজেপির পদ্মফুলের প্রতীক। উপকরণ হিসাবে মিষ্টিতে ব্যবহার করেছে রং, ক্ষীর, ছানা, চিনি ইত্যাদি। ইতিমধ্যেই এই দোকানে ভোটের রেজাল্টের আগেই ভীড় জমিয়ে দিয়েছে বিভিন্ন দলের রাজনৈতিক কর্মীরা এমনটাই জানান মিষ্টি ব্যবসায়ী কমল সাহা। আর এই মিষ্টি নিয়েই ফল ঘোষণার আগেই শুরু হয়েছে মিষ্টি প্রেমীদের রাজনৈতিক উন্মাদনা।

দুষ্কৃতী তাণ্ডব ঠেকাতে সড়ক অবরোধ গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকায় দুষ্কৃতীদের দাপাদাপির ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। সোমবার সকালে এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইংরেজবাজার থানার কোতুয়ালি জোত এলাকায়। ওই এলাকার মালদা - রতুয়া রাজ্য সড়কে বেঞ্চ পেতে, বাঁশ ফেলে পুলিশের সামনেই চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্ট এলাকার শতাধিক মহিলারা। অবিলম্বে এলাকার দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিও জানিয়েছেন বিক্ষোভকারি গ্রামবাসীরা। প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা ধরে মালদা - রতুয়া রাজ্য সড়ক অবরোধের ফলে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

পুলিশকে অভিযোগে বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, কোতুয়ালি জোত এলাকার বাসিন্দা সম্পর্কে দুই ভাই গোপাল সরকার এবং পাপ্পু সরকার কয়েকদিন ধরে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে এবং তার দলবলদের সঙ্গে নিয়ে এলাকায় দাপিয়ে বেরাচ্ছে। সম্প্রতি এই গ্রামে একটি পুজো চাঁদা তোলাকে ঘিরেই অভিযুক্ত দুই ভাই তার দলবল নিয়েই এলাকায় তাণ্ডব চালায়। গত রবিবার গ্রামের এই পুজোকে ঘিরেই হঠাৎ করে গোলমাল সৃষ্টি হয়। সেখানেই অভিযুক্তরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েই এলাকায় দাপিয়ে বেরায় বলে অভিযোগ। এরপরেই বেশ কিছু গ্রামবাসীদের হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। এরই প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন কোতুয়ালি জোত এলাকার রাজ্য সড়ক অবরোধ করেই বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা।

বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা বলেন, সামান্য ঝামেলা হয়। সেই ঝামেলাকে কেন্দ্র করেই এলাকার গোপাল সরকার ও পাপ্পু সরকার নামে দুই ভাই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এলাকায় দাপাদাপি করে। এলাকাবাসীকে প্রাণনাশের হুমকি দেয়। তাই তারা প্রাণভয়ে ইংরেজবাজার থানার দ্বারস্থ হন। দুই ভাইয়ের নামে থানায় অভিযোগ জানানো হয়। কিন্তু পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। বিষয়টি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানকে জানানো হলেও, তিনি গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়াননি। এরই প্রতিবাদে এবং অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন সকালে তারা পথ অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। তাদের একটাই দাবি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।

ইংরেজবাজার থানার পুলিশ জানিয়েছে, লিখিত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

গণতন্ত্রের মহোৎসবের ফাইনাল রাউন্ড

দেদার বিকচ্ছে দলীয় প্রতীকের আদলে তৈরি সন্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আর অপেক্ষা মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই গণতন্ত্রের মহোৎসব অর্থাৎ লোকসভা নির্বাচনের ফাইনাল রাউন্ড। এই ফাইনাল রাউন্ডে শেষ পর্যন্ত জয়মাল্য ওঠে কার গলায় তা নিয়ে জেলা জুড়ে চলছে জোর চর্চা। এরই মাঝে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতীকের আদলে সন্দেশ তৈরি করে রীতিমতো সাড়া ফেলে দিয়েছেন বাঁকুড়ার এক মিষ্টি ব্যবসায়ী। গণনার আগে সেই মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে হুড়মুড়িয়ে। রাজনীতির জোর চর্চার মাঝেই পছন্দের দলীয় প্রতীক আঁকা সন্দেশ মুখে পুরে মিষ্টিমুখ করছেন রাজনৈতিক কর্মী থেকে নেতা নেত্রীরা।

রাজনীতির কারবারিরা বলেন, এই বাংলায় সবকিছুই রাজনীতি কেন্দ্রীক। দেশ জুড়ে যখন আড়াই মাস ধরে চলছে ভোটযুদ্ধ তখন সন্দেশই বা কেন থাকবে রাজনীতির বাইরে? আগামীকাল কার জন্য সন্দেশ অর্থাৎ ভালো খবর অপেক্ষা করছে তার ধার না ধেরেই আপাতত রাজনীতির বিভিন্ন রঙে রেঙেছে সন্দেশ। লাল, গেরুয়া, সবুজ এমনকি তিন রঙা সন্দেশের গায়ে আঁকা সিপিএম, বিজেপি, তৃণমূল, কংগ্রেসের দলীয় প্রতীক। ভোটের আবহে বাঁকুড়ার জুনবেদিয়া এলাকার ভৈরব মিষ্টান্ন ভাণ্ডারের এমন অভিনব ভাবনায় আপ্লুত ক্রেতারাও। দোকানে থরে থরে সাজানো এমন মিষ্টি বিক্রি হচ্ছে হুড়মুড়িয়ে। শুধু রাজনৈতিক দলের কর্মীরাই পছন্দের প্রতীক আঁকা সন্দেশ কিনে মুখে পুরছেন তা নয় ভোটের আবহে আপাদমস্তক রাজনৈতিক চর্চায় ব্যস্ত সাধারণ মানুষও মুখে বিভিন্ন দলীয় প্রতীক আঁকা সন্দেশ খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন। বলছেন এমন সন্দেশ সারা বছর তো আর মেলে না। তাই এমন সন্দেশ চেখে দেখ টাও ভোটের বাজারে বাড়তি পাওনা।

বর্ধমান স্টেশনে ৩৫টি বেআইনি দোকান উচ্ছেদ করল পূর্ব রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: যাত্রী সুবিধার্থে ও চলাফেরায় স্বাচ্ছন্দ্য আনতে প্লাটফর্মে দখল করে বসে থাকা ৩৫টি বেআইনি দোকানকে (এর মধ্যে ১৬টি স্টল এবং ১৯ টি ট্রলি) উচ্ছেদ করল পূর্ব রেল। এই উচ্ছেদ অভিযান বর্ধমান স্টেশনে করা হয় সোমবার ভোর রাতে। বেআইনি দোকানগুলোকে তাদের দখলদারি ত্যাগ করার জন্য আগেই নোটিস দিয়েছিল পূর্ব রেল। কিন্তু এরা এদের দখলদারি বজায় রেখে যাত্রীদের অসুবিধা সৃষ্টি করেই চলেছিল। বর্ধমান একটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন। বহু মেল/এক্সপ্রেস এবং লোকাল ট্রেনের জংশন পয়েন্ট বলা যেতে পারে। ফলে রেলযাত্রীরা প্রতিনিয়ত অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছিলেন প্রশস্ত প্লাটফর্মকে অপরিসর করে তোলা এই বেআইনি দোকানগুলির জন্য। এমনকী এই বেআইনি বিক্রেতারা ১ নং প্লাটফর্মের রিফ্রেশমেন্ট রুমটিকেও দখল করে নিয়েছিলেন। এ সমস্ত অবৈধ দখলদারদের স্টেশন প্লাটফর্ম থেকে উচ্ছেদ করে বর্ধমান স্টেশনের প্লাটফর্মকে আবার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র জানান, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য প্লাটফর্ম অবৈধ দখলদারিমুক্ত করতে পূর্ব রেল বদ্ধপরিকর। যাত্রীদের কাছে আরও অনুরোধ যে, এ জাতীয় দখ লদারির প্রতিবাদ করুন যাতে আপনাদের যাতায়াত ও স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যাঘাত না ঘটে।

লরি ও ট্রেলারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: রবিবার রাতে বিষ্ণুপুর থানার চুরামণিপুর সংলগ্ন ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই চালকের। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যাচ্ছে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বাঁকুড়া থেকে মেদিনীপুরের দিকে যাচ্ছিল একটি ১০ চাকা লরি, অপরদিকে মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়ার দিকে যাচ্ছিল একটি ১৪ চাকা ট্রেলার। বিষ্ণুপুর থানার চুরামণিপুর সংলগ্ন এলাকায় এসে দুটি গাড়ির মুখে মুখি সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের তীব্রতা এতটাই ছিল দুটি গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে মুছড়ে যায়। এরপর খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। গুরুতর আহত অবস্থায় দুই লরিচালককে স্থানীয় বাসিন্দা এবং বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ নিয়ে আসে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশ্যালিটি হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক লরি চালক রাজু যাদবকে মৃত বলে ঘোষণা করে। অপর চালক অর্থাৎ ট্রেলারের চালক মনোজ সিং এর চিকিৎসা চলে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে, কিন্তু গভীর রাতে তারও মৃত্যু হয়। দুই চালককে হাসপাতালে নিয়ে আসলেও দুর্ঘটনাস্থলে এক চালকের পা কাটা অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তবে অত্যাধিক দ্রুত গতিতে থাকার জন্যই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।

নাম নির্বাচন সামন্ত, যার বারোমাস্যায় রয়েছে শুধু লড়াই

নিজস্ব প্রতিবেদন, শ্যামপুর: নির্বাচন এলেই রাজনৈতিক দলগুলির মিছিলে একটি স্লোগান প্রায়ই কমন। তা হল 'লড়াই লড়াই লড়াই চাই/লড়াই করে বাঁচতে চাই।' আর এই লড়াইটি করেই বেঁচে রয়েছেন নির্বাচন। ঘুম থেকে উঠে স্নান সেরে ঠাকুর প্রণাম করে নিজের ছোট্ট একটি কাঠের দোকানে হাতুড়ি, বাটালি, রেদার সাহায্যে তৈরি করেন খ াট থেকে শুরু করে অনেক ধরনের কুর্সি। নির্বাচনের কুর্সি অর্থাৎ রীতিমত সুনাম অর্জন করেছে হাওড়া প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুর জুড়ে। এক এক টুকরো কাঠ নির্বাচনের হাতের নৈপুণ্যে, গায়ের ঘামে ভিজে হয়ে ওঠে খাট, আলমারি, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি। কাজে তাঁর খ ামতি নেই। সকাল থেকে সন্ধ্যা পরিশ্রম করে জীবন যুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছেন নির্বাচন সামন্ত। জানা গিয়েছে, হাওড়ার প্রান্তিক এলাকা শ্যামপুরের বানেশ্বরপুরে শ্যামপুর-গাদিয়াড়া রুটের ধারে এক চিলতে কাঠের দোকান চালিয়ে জীবন যুদ্ধে সামিল তিনি। বাবা প্রয়াত অতিরঞ্জন সামন্ত স্কুল শিক্ষক ছিলেন। পাশাপাশি করতেন জ্যোতিষ চর্চা। তিনিই নাম রেখেছিলেন নির্বাচন। প্রতিটি নির্বাচনের সময়ে এলাকায় তাই আলোচ্য হয়ে ওঠে নির্বাচনের রোজনামচা। জানা গিয়েছে, নিজে বিএসসি পাশ করলেও শিক্ষকতা জোটেনি। বাধ্য হয়ে কাঠের কাজকে জীবন জীবিকা হিসাবে বেছে নিয়েছেন তিনি। মেয়ে মোনালিসা এমএসসি'র ছাত্রী। ছেলে বিএসসি পড়ছে। কাঠের কাজ করে ও সন্তানদের কৃতি তৈরি করার স্বপ্নে বিভোর নির্বাচনবাবু। যোগ্যসঙ্গত স্ত্রী শুক্লা দেবীর। এক একটা নির্বাচন আসে বদলায় নির্বাচনের ধরন। কিন্তু বদলায় না নির্বাচন সামন্তের বারোমাস্যা। লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের আগের দিন ও অক্লান্ত নির্বাচন সামন্ত।

ধনেখালি থেকে ৬৭০টি নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ধনিয়াখালি: নির্বাচনের ফলাফলের আগের দিন ধনেখালি থেকে প্রায় ৬৭০ পিস বড় সাইজের নিষিদ্ধ শব্দবাজি অর্থাৎ চলতি কথায় গাছ বোম উদ্ধার করল ধনিয়াখালি থানার পুলিশ। ধনিয়াখালি থানার মির্জাপুর গ্রামে বাঁশ ঝাড় থেকে এই বাজি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধনেখালি থানার মির্জাপুর গ্রামে অবৈধ আতশবাজি মজুত করা হয়েছে বলে পুলিশের কাছে খবর আসে। সেই মতো গ্রামে তল্লাশি চালিয়ে একটি বাঁশের ঝোপ থেকে ৬৭০ পিস গাছ বোমা বা নিষিদ্ধ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়। এই ঘটনায় একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। কে বা কারা বোমগুলি মজুত করল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। উল্লেখ্য হুগলি জেলার ধনেখ ালি থানার একাধিক জায়গায় মঙ্গলবার সকাল ৬টা থেকে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। সোমবার বিকাল থেকেই সেই সমস্ত জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুট মার্চ করবে।

সাইকেল আরোহীদের জন্য আলাদা লেনের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বিশ্ব সাইকেল দিবসে সাইকেল আরোহীদের জন্য আলাদা লেনের দাবি সাইকেল কমিউনিটির। এদিন আলাদা সাইকেল লেনের দাবিতে সাইকেল আরোহীদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করেন বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির সদস্যরা। উল্লেখ্য, ৩ জুন বিশ্ব সাইকেল দিবস। ছোটবেলা থেকে সাইকেল চালানোর স্মৃতি কমবেশি অনেকেরই আছে। এখনও অনেকে সাইকেল চালান। কিন্তু ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে বালুরঘাটের মতো ছোট্ট শহরেও বেড়েছে দু'চাকা, চার চাকা যানবাহনের সংখ্যা। সাইকেল যারা চালায় তারা রীতিমতো কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। সাইকেল আরোহীদের জন্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে, বিশ্ব উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় এবং মানুষের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে গঠিত হয়েছিল বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটি। এদিন সাইকেল আরোহীদের জন্য আলাদা সাইকেল লেনের দাবিতে সাইকেল আরোহীদের কাছ থেকে স্বাক্ষর সংগ্রহ করল থানা মোড়ে বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির সদস্যরা।

পাশাপাশি, এদিন বিকেলে থানা মোড়ে দাঁড়িয়েই সমীক্ষা করে বালুরঘাট কমিউনিটির সদস্যরা। প্রতি মিনিটে প্রায়১৫ থেকে ২০ টি সাইকেল বালুরঘাটের রাস্তায় চলাচল করছে। কিন্তু বাইক, চারচাকা যানবাহনের দাপটে তাদেরকে যথেষ্ট সতর্ক ও আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে চালাতে হচ্ছে। তার মধ্যে বয়স্ক মানুষরা যেমন আছে। তেমনই আছে ছাত্র-ছাত্রী।

বালুরঘাট সাইকেল কমিউনিটির পক্ষে তুহিন শুভ্র মণ্ডল, বিজন সরকাররা জানান, আমরা মোট ১০০০ জন সাইকেল আরোহীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে পুরসভা ও প্রশাসনের কাছে জমা দেব। এইভাবেই বিশ্ব সাইকেল দিবস উদযাপন করলাম আমরা।

এক্সিট পোলের ইঙ্গিত পাওয়ার পরও জয় নিয়ে আশাবাদী সোনিয়া

নয়াদিল্লি, ৩ জুন: দু-দশক আগে ২০০৪ সালে অধিকাংশ এক্সিট পোলেই ইঙ্গিত মিলেছিল, কেন্দ্রে ক্ষমতায় ফিরতে চলেছে বিজেপি। কোথাও লড়াইয়েও ছিল না কংগ্রেস। অথচ ফলাফল বেরোনোর পর দেখা যায়, চমকপ্রদভাবে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-কে পিছনে ফেলে এগিয়ে গিয়েছে ইউপিএ। সেবার কেন্দ্রে গঠিত হয় ইউপিএ সরকার। দু-দশক বাদে সেই একই রকম অঘটনের অপেক্ষায় কংগ্রেস। সে ব্যাপারে আশাবাদী খোদ সোনিয়া গান্ধি।

এবারও কার্যত সমস্ত এক্সিট পোলেই বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র বিরাট জয়ের আভাস দেওয়া হয়েছে। একাধিক এক্সিট পোলে দাবি করা হয়েছে এনডিএ-র আসনসংখ্যা পেরিয়ে যেতে পারে চারশোর গণ্ডিও। যদিও সেসব মানতে নারাজ সোনিয়া। এক্সিট পোলের ফলাফল প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তাঁর সাফ কথা, 'আমরা ভীষণ আশাবাদী যে এক্সিট পোলে যে ফলাফল দেখানো হচ্ছে, ঠিক তার উলটো ফল হবে। অপেক্ষা করুন, দেখুন কী হয়।' 'ইন্ডিয়া শাইনিং' স্লোগানে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সরকার যখন নিশ্চিতভাবেই প্রত্যাবর্তন করবে বলে ইঙ্গিত করেছিল অধিকাংশ এক্সিট পোল, তখনও বিচলিত হননি সোনিয়া। এখনও বিচলিত নন তিনি।

কংগ্রেস অবশ্য দলগতভাবে আগেই এক্সিট পোলের ফলাফল খারিজ করে দিয়েছে। গতকাল রাহুল গান্ধিকে বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি হাসতে হাসতে জবাব দেন, ওটা এক্সিট পোল নয়, মোদি, পোল। কংগ্রেস নেতার কথায়, 'এটার নাম 'মোদি পোল', এক্সিট পোল নয়। এটা 'মোদি মিডিয়া পোল'। কল্পনার পোল।'

সার্বিকভাবে কংগ্রেসের তরফে একটি ভিডিও প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে বিভিন্ন রাজ্যের প্রদেশ সভাপতি তথা বড় নেতারা নিজেদের রাজ্যের পরিস্থিতি এবং দলের অভ্যন্তরের সমীক্ষা তুলে ধরেছেন। কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডিকে শিবকুমার যেমন দাবি করলেন, 'সেরাজ্যে কংগ্রেস দুই-তৃতীয়াংশ আসন পাবে।' রাজস্থানের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোবিন্দ সিং ডোটাসরা দাবি করেছেন, সেরাজ্যে কংগ্রেস অন্তত ১১-১২ আসনে জেতা নিশ্চিত। সার্বিকভাবে ২৫ আসনের মধ্যে বিজেপির থেকে বেশি আসন পাওয়ার দাবি করেছেন তিনি। তেমনি মহারাষ্ট্রের প্রদেশ সভাপতি নানা পাটোলে দাবি করেছেন, সেরাজ্যে ইন্ডিয়া জোট ৩৮-৪০ আসন জিতবে। এভাবেই কংগ্রেসের বিভিন্ন রাজ্যের নেতারা এক্সিট পোল প্রত্যাখ্যান করেছেন।

তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরছে এনডিএ!

ইঙ্গিত মিলতেই শেয়ার বাজারে বিশাল লাফ

নয়াদিল্লি, ৩ জুন: তৃতীয়বার ক্ষমতায় ফিরছে বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ। এক্সিট পোলে সেরকম ইঙ্গিত মিলতেই বিশাল লাফ দিল শেয়ার বাজার। সোমবার বাজার খোলার পরেই একলাফে ২ হাজার পয়েন্ট বাড়ল সূচক। সেনসেক্স এবং নিফটি- দুই সূচকই চড়চড়িয়ে বেড়েছে বাজার খোলার পরে। রেকর্ড উত্থান হয়েছে দুই সূচকেরই।

অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে শনিবার। তার পর থেকেই প্রকাশ্যে এসেছে একের পর এক এক্সিট পোলের ফলাফল। সব এক্সিট পোলেই বিরাট ব্যবধানে এগিয়ে থেকে সরকার গড়ার দৌড়ে রয়েছে এনডিএ। ফলাফলের ইঙ্গিত মিলতেই লাফিয়ে বেড়েছে শেয়ার বাজারের সূচক। সোমবার বাজার খুলতেই দেখা যায়, ২ হাজার পয়েন্ট বেড়েছে সেনসেক্স। ৭৬ হাজারের ঘরে আবারও ঢুকে পড়ে সেনসেক্সের সূচক। নিফটির সূচকেও বড়সড় উত্থান হয় সোমবার।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচন শুরু হওয়ার পর থেকেই শেয়ার বাজারে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা গিয়েছিল। বেশ কয়েকবার বড়সড় ধসও নেমেছে বাজারে। তবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ- সকলেই জানিয়েছিলেন যে নির্বাচনের ফল বেরোলেই আবারও চাঙ্গা হবে শেয়ার বাজার। একটি সাক্ষাৎকারে মোদি বলেছিলেন, নির্বাচন শেষে নজির গড়ে রেকর্ড আসনে জিতবে বিজেপি। সেই সঙ্গে রেকর্ড উত্থান হবে শেয়ার বাজারেও। ৪ জুন ভোটের ফলপ্রকাশের পরেই চড়চড়িয়ে বাড়বে সেনসেক্সের সূচক।

তবে ফলপ্রকাশের আগেই বড়সড় উন্নতি হল শেয়ার বাজারে। তবে ২ হাজার পয়েন্ট বেড়ে গিয়ে বাজার খোলার পর খানিকটা কমেছে সূচক বৃদ্ধির হার। সেনসেক্সের সূচক আবারও ফিরে এসেছে ৭৫ হাজারের ঘরে। কিন্তু খানিক পরে ফের বেড়েছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক। এইচডিএফসি ব্যাংক, স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার বিনিয়োগকারীরা লাভবান হয়েছেন।

মুম্বইয়ের ধারাবাহিক বিস্ফোরণের অন্যতম চক্রীকে জেলেই পিটিয়ে খুন

১৯৯৩ সালে ১২ মার্চ মুম্বই বিস্ফোরণ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত টাইগার মেমনকে মুম্বই থেকে রায়গড়ে নিয়ে যান মুন্না। এ ছাড়াও তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, আরডিএক্স, গ্রেনেড, বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহ করতে সাহায্য করেছিলেন। ২০০৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয়। ২০১৩ সালে মুন্নাকে কলম্বা সংশোধনাগারে নিয়ে

মুম্বই, ৩ জুন: ১৯৯৩ সালে মুম্বইয়ের ধারাবাহিক বিস্ফোরণে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীকে জেলের মধ্যেই পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল। কুখ্যাত 'ব্ল্যাক ফ্রাইডে'র দিন লোকাল ট্রেনে বিস্ফোরণের ষড়যন্ত্র করেছিল মুন্না আলিয়াস মহম্মদ আলি খান ওরফে মনোজ কুমার ভওয়রলাল গুপ্তা। জেল সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার মুন্নার উপর হামলা চালায় পাঁচ জন বন্দি। তাতেই মৃত্যু হয়েছে তার।

মহারাষ্ট্রের কোলাপুরের কলম্বা সেন্ট্রাল জেলে বন্দি ছিল মুন্না। মুম্বই হামলায় সাজাপ্রাপ্ত আর তিন জঙ্গি সাজা কাটাচ্ছে সেখানে। নিরাপত্তার খাতিরে অন্যান্য বন্দিদের থেকে আলাদা সেলেই রাখা হত এই জঙ্গিদের। তার পরেও কীভাবে এবং কেন মুন্নার উপর হামলা করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ডিআইজি (জেল) স্বাতী সাথে জানিয়েছেন, পুরনো শত্রুতার জেরে হামলা হয়েছে কি না খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

আসা হয়। সেখানেই অন্য বন্দিদের হামলায় প্রাণ গেল কুখ্যাত জঙ্গির।

১৯৯৩ সালের ১২ মার্চ দেশের প্রথম সন্ত্রাসবাদী হামলায় কেঁপে উঠেছিল মুম্বই। মোট ১৩টি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। যাতে মৃত্যু হয় ২৫৭ জনের। আহত হন ৭১৩ জন। কেবল মুম্বই-ই নয়, গোটা দেশই কার্যত থরথরিয়ে উঠেছিল মৃত্যু-রক্ত-ধ্বংসের নারকীয় রূপ দেখে। আজও অধরা এই হামলার মূল চক্রীদের অনেকেই।

ফল ঘোষণার আগে পুলওয়ামায় নিকেশ ২ জঙ্গি

শ্রীনগর, ৩ জুন: আজ লোকসভা নির্বাচন ২০২৪-এর ফল প্রকাশ। ঠিক তার আগের দিন, সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জঙ্গি দমনে বড় সাফল্য পেল নিরাপত্তা বাহিনী। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে এই পুলওয়ামাতেই সিআরপিএফ বাহিনীর কনভয়ে হামলা চালিয়েছিল জঙ্গিরা। নির্বাচনে বড় ইস্যু হয়ে উঠেছিল জাতীয় সুরক্ষা। এবার, ভোটের আগে এই ধরনের কোনও হামলা না হলেও, ফল প্রকাশের ঠিক আগের দিনই নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হল অন্তত দুই জঙ্গি। নিরাপত্তা বাহিনীর পক্ষ থেকে নিহত জঙ্গিদের পরিচয় প্রকাশ না করা হলেও, সূত্রের খবর, দুজনেই লস্কর-ই-তইবা জঙ্গি গোষ্ঠীর দুই বড় মাপের কমান্ডার।

সারা দেশের সঙ্গে ভোট হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরেও। আগের সব রেকর্ড ভেঙে, জম্মু-কাশ্মীরের বিপুল মানুষ ভোট দিয়েছেন। কিন্তু, ফল প্রকাশের ঠিক আগের দিনই দক্ষিণ কাশ্মীর জেলার নিহামা এলাকায় কয়েকজন সন্ত্রাসবাদী জড়ো হয়েছে বলে, সুনির্দিষ্ট খবর পেয়েছিল নিরাপত্তা বাহিনী। এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, এরপরই ওই এলাকা ঘিরে ফেলে অনুসন্ধান অভিযান শুরু করেছিল বাহিনী। অনুসন্ধান দলটির উপর আচমকা গুলি চালাতে শুরু করেছিল জঙ্গিরা। পাল্টা গুলিতে জবাব দেয় বাহিনীর সদস্যরা। অনুসন্ধান অভিযান পরিণত হয় সংঘর্ষে। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দফায় দফায় গুলি বিনিময় চলে। এরপর, জঙ্গিদের আস্তানাটি লক্ষ্য করে ভারী অস্ত্র ব্যবহার করে নিরাপত্তা বাহিনী। যার জেরে দুটি বাড়িতে আগুন ধরে যায়।

সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে, কাশ্মীরের পুলিশ ইন্সপেক্টর ভি কে বিরধি বলেছেন, দুই পক্ষের গুলি বিনিময়ে দুই জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে।

চরবৃত্তির অভিযোগে ব্রহ্মসের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নাগপুর, ৩ জুন: পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের হয়ে চরবৃত্তি করেছেন বলে অভিযোগ ছিল। সেই অভিযোগে ব্রহ্মস এরোস্পেস সংস্থার প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ারকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হল। সোমবার নাগপুরের জেলা আদালত নিশান্ত আগরওয়ালকে এই সাজা দিল। পাশাপাশি, তাঁকে সরকারি গোপনীয়তা আইনে ১৪ বছরের কারাদণ্ড এবং ৩০০০ টাকা জরিমানাও করা হয়েছে।

সোমবার অতিরিক্ত দায়রা বিচারক এমভি দেশপাণ্ডে জানিয়েছেন, ফৌজদারি বিধির ২৩৫ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে নিশান্তকে। এ ছাড়াও তথ্যপ্রযুক্তি আইনেও দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে তাঁকে।

নিশান্ত ব্রহ্মস এরোস্পেস সংস্থার ক্ষেপণাস্ত্র কেন্দ্রে প্রযুক্তিগত গবেষণা বিভাগে চাকরি করতেন। ২০১৮ সালে উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের এটিএস (সন্ত্রাসদমন শাখা) এবং সেনবাহিনীর গুপ্তচর বিভাগ যৌথ অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করেছিল নিশান্তকে। অভিযোগ, ওই বিভাগে চার বছর কাজ করেছিলেন তিনি। গোপন তথ্য আইএসআইয়ের কাছে ফাঁস করে দিয়েছিলেন।

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০৩/২৪-২৫ তারিখঃ ০৩.০৬.২০২৪ স্টোর্স সামগ্রীর প্রাপ্যতার জন্য। সকল বিবরণ সহ নিম্নলিখিত আইটেমগুলির জন্য ই-টেন্ডার ইতিমধ্যেই **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে। ম্যানুয়াল বিড গ্রাহ্য হবে না। সংশোধনী, যদি থাকে, তবে তা কেবলমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা হবে।

টেন্ডার নং.	সংক্ষিপ্ত বিবরণ	পরিমাণ	বন্ধের তারিখ ও সময়
০২২৪৫০২১এ	বিএলডিসি ফ্যান	১) ১৯৫৫ টি ২) ১৩৭৯ টি	১২.০৬.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩৫১২০	ডোর কন্ট্রোল ইউনিট	৬৪ টি	১৮.০৬.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩১৯৭৯	১১০ ভি, ৩০০ এএইচ ভিআরএলএ ব্যাটারি	৪৫ সেট	১৮.০৬.২০২৪, দুপুর ২টো
০২২৪৫০৫৬	এলটি প্যানেলস্	১ সেট	১৮.০৬.২০২৪, দুপুর ২টো
০২২৪২০৪৫	থার্মাল পেপার রোল	১০০০০০ রোল	১৮.০৬.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৪৫০০৮এ	সার্কিট ব্রেকার	১) ৫০টি ২) ১০০টি ৩) ৫০টি ৪) ৫০টি ৫) ১০টি ৬) ২৫০টি	১৯.০৬.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩৫১৭১	নিউম্যাটিক ডোরের জন্য স্পেয়ার্স	১ সেট	২১.০৬.২০২৪, দুপুর ২টো
০১২৩১৯৬৩বি	এসএস ফ্রেম ব্যতীত প্যাসেঞ্জার সিট	৫ সেট	২৫.০৬.২০২৪, দুপুর ২টো

প্রিন্সিপাল সিএমএম, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

SBI এসবিআই বিবেকানন্দ রোড শাখা (০১৬৫১), ৮৩/১এ, বিবেকানন্দ রোড কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০০৬

সোনার অলঙ্কার নিলাম বিজ্ঞপ্তি

কিছু ব্যক্তি/ব্যক্তিগণ যারা **এসবিআই বিবেকানন্দ রোড শাখা** থেকে সোনার অলঙ্কার বন্ধক রেখে সোনার ঋণ নিয়েছিলেন, তারা সময়সূচী অনুযায়ী শোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। যাদের সম্পত্তি নোটিশ/বিজ্ঞপ্তিতে সাড়া দেয়নি বা এই পরিস্থিতিতে নোটিশটি অবিলম্বে ফেরত দেওয়া হয়েছে, তাই উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে যদি সোনার ঋণ(গুলি) নিলামের দিন এর আগের দিন **বিকাল ৪টার** আগে ঋণ পরিশোধ করা না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলি পরবর্তী বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই শাখা প্রেমিসেসে/গোল্ড হাব-এ উল্লিখিত সময় এবং তারিখে প্রকাশ্যে নিলাম করা হবে। এই সংযোগে ব্যয় হওয়া সমস্ত খরচ ঋণগ্রহীতাদের দ্বারা বহন করা হবে। ব্যাঙ্ক যে কোন সময় নিলাম স্থগিত/প্রত্যাহার করার এবং মাঝখানে নিলাম বন্ধ করার অধিকার সংরক্ষণ করে। সফল দরদাতা সম্পূর্ণ পরিমাণ অর্থ প্রদান করে অলঙ্কার দখল পেতে পারেন।

ঋণগ্রহীতা : প্রবীর কুমার পাল

ক্র. নং.	নিলামের তারিখ	নিলামের প্রস্তাবিত সময়	বিশুদ্ধতা (ক্যারট)	সোনার অলঙ্কারের ওজন (গ্রামে)	আইটেম সংখ্যা
১.	১৮.০৬.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ৩৩.৯৫ গ্রাম নিট ওজন ২৫.০১ গ্রাম	৩টি নেকলেস, কানের দুল
২.	১৮.০৬.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	১৮ সি	গ্রস ওজন ২২.৫৯ গ্রাম নিট ওজন ২০.৩৩ গ্রাম	২টি নেকলেস, হাতের আংটি
৩.	১৮.০৬.২০২৪	বিকেল ০৩.০০টা থেকে বিকেল ০৪.০০টা	২০ সি	গ্রস ওজন ১৪.৪০ গ্রাম নিট ওজন ১২.৯৫ গ্রাম	৩টি নেকলেস, কানের দুল

তারিখ: ০৪.০৬.২০২৪
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
সিউড়ি ব্রাঞ্চ
ডি. সি. দাস রোড, পোস্ট - সিউড়ি
জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৭.১০.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন :
১. শ্রী রতীন্দ্র নাথ মল্লিক (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা প্রয়াত গোপাল মল্লিক, গ্রাম - ভারাঙ্গি, পো. জানুবাজার, থানা - ইলামবাজার, জেলা - বীরভূম (পব), পিন - ৭৩১২১৪
২. শ্রী অমর কুমার মন্ডল (জামিনদাতা) সছারাপাড়া, পো. এবং থানা - সিউড়ি, জেলা - বীরভূম (পব)
আমাদের **তরুলিয়া শাখার** নিকট নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১২,৪৮,৬৪১.০০ টাকা** (বারো লাখ আটচল্লিশ হাজার ছশো একচল্লিশ টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩০ মে ২০২৪ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১৩,৪২,৮০৫.০০ টাকা** (তেরো লাখ বিয়াল্লিশ হাজার আটশ পাঁচ টাকা) টাকা **৩০.০৫.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন সম্পর্কিত বিক্রয় দলিল নং ১-৭০২৪ তারিখ ০৯.১০.২০০৯, **সম্পত্তি শ্রী রথীন্দ্রনাথ মল্লিক এর নামে,** অবস্থিত জেলা : বীরভূম, মৌজা : জয়দেব কেন্দুলি, জেএল নং ৬৩, এলআর খতিয়ান নং ১৫৭৭, এলআর প্লট নং ২২২৩, জয়দেব কেন্দুলি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : ইলামবাজার, এডিএসআর বোলপুর, জেলা : বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ। জমির এরিয়া : ০.০৭ একর। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : দুর্গা মন্দির, দক্ষিণে : নালা, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : অজিত মুখার্জির ভবন।

তারিখ : ৩০.০৫.২০২৪/স্থান : সিউড়ি
অনুমোদিত অফিসার/ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

আবারও মার্কিন মুলুকে নিখোঁজ ভারতীয় তরুণী, উঠছে প্রশ্ন!

ওয়াশিংটন, ৩ জুন: আমেরিকায় ফের বিপাকে ভারতীয় পড়ুয়া। চলতি বছরে মার্কিন মুলুকে একের পর এক ভারতীয়র মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েকটি মৃত্যু নিয়ে রয়েছে প্রশ্নও। এহেন পরিস্থিতিতে নিখোঁজ হয়ে গেলেন এক ভারতীয় তরুণী। জানা গিয়েছে, শেষবার একটি গাড়ি চালাতে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। আমেরিকার পুলিশ সূত্রে খবর, নিখোঁজ তরুণীর নাম নিথিশা কান্ডুলা। ক্যালিফোর্নিয়ার একটি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, সান বার্নারডিনোর পড়ুয়া ছিলেন ২৩ বছর বয়সি নিথিশা। গত ২৮ মে থেকে তাঁর খোঁজ মিলছে না বলেই খবর। পুলিশের তরফে আরও জানানো হয়, শেষবার লস অ্যাঞ্জেলসে দেখা গিয়েছিল ভারতীয় তরুণীকে। একটি গাড়ি চালাচ্ছিলেন তিনি। তার পর থেকে আর খোঁজ মেলেনি তাঁর। গাড়িটি কোথায় গিয়েছে, জানা যায়নি সেটাও।

গত ৩০ মে নিথিশা নিখোঁজ হওয়ার রিপোর্ট জমা পড়ে পুলিশের কাছে। তারপর থেকে তল্লাশি শুরু হলেও ভারতীয় তরুণীর খোঁজ মেলেনি। ফলে আবারও প্রশ্ন উঠছে মার্কিন মুলুকে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে। উল্লেখ্য, গত মাসেই মার্কিন মুলুকে পড়তে গিয়ে শিকাগো থেকে হায়দরাবাদের যুবক নিখোঁজ হওয়ার খবর মিলেছিল। এক মাসের মধ্যেই ফের বিপদের মুখে আমেরিকায় পড়তে যাওয়া ভারতীয় তরুণী। চলতি বছরের গোড়া থেকেই মার্কিন মুলুকে মৃত্যু হয়েছে একের পর এক ভারতীয় ছাত্রের। শুধুমাত্র জানুয়ারি মাসেই সেখানে প্রাণ হারিয়েছিলেন চার পড়ুয়া। তখনই প্রশ্ন উঠেছিল আমেরিকার মাটিতে ভারতীয়দের নিরাপত্তা নিয়ে। যদিও মার্কিন প্রেসিডেন্টে জো বাইডেনের প্রশাসন জানিয়েছিল যে জাতির ভিত্তিতে হিংসাত্মক আচরণ বরদাস্ত করা হবে না। ভারতীয় পড়ুয়ারা নির্ভয়ে আমেরিকায় পড়তে যেতে পারেন বলে জানিয়েছিলেন সেদেশের ভারতীয় রাষ্ট্রদূতও। কিন্তু তার পরেও ভারতীয় পড়ুয়াদের ভোগান্তি কমেনি।

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ১০টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ১৪টি এসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ১০টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ১৪টি এসএলআর কামরায় পার্সেল স্পেস লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-অকশনের জন্য বিডিং জমা করা যাবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হলে, ব্যবসায়ীদের **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে একবারের জন্য রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার অবশ্যই নিতে হবে। **অকশন ক্যাটালগের বিস্তারিত বিবরণ : ● অকশন ক্যাটালগ নং :** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল-২৪-৬সি। **ট্রেন নং :** ১০টি যাত্রিবাহী ট্রেনের ১৪টি এসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ১৩.০৬.২০২৪, দুপুর ১টা।

(HWH-79/2024-25) **সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া**

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank ইলাহাবাদ ALLAHABAD
সিউড়ি ব্রাঞ্চ
ডি. সি. দাস রোড, পোস্ট - সিউড়ি
জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ১০১

দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
পরিশিষ্ট ৪ (দ্রষ্টব্য রুল ৮(১)

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **১১.০৯.২০২৩** তারিখে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন :
১. শ্রী সন্তোষ মন্ডল (ঋণগ্রহীতা) পিতা শ্রী শঙ্কর মন্ডল, গ্রাম - নারায়ণঘাটি, পো. কোতাসুর, থানা - ময়ূরেশ্বর, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২১৮ (পশ্চিমবঙ্গ)
২. অরূপ রতন ভট্টাচার্য (জামিনদাতা এবং বন্ধকদাতা), পিতা শ্রী তপন কুমার ভট্টাচার্য, গ্রাম - নারায়ণঘাটি, পো. কোতাসুর, থানা - ময়ূরেশ্বর, জেলা - বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২১৮ (পশ্চিমবঙ্গ)
আমাদের **সাঁইথিয়া শাখার** নিকট নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **১,২১,৬৬,৮১১.০০ টাকা** (এক কোটি একুশ লাখ ছেষট্টি হাজার আটশ এগার টাকা) টাকা নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **৩১ মে ২০২৪ তারিখে**।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১,২১,৬৬,৮১১.০০ টাকা** (এক কোটি একুশ লাখ ছেষট্টি হাজার আটশ এগার টাকা) টাকা **১১.০৯.২০২৩** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ সহ।
"এতদ্বারা জানানো হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন অবস্থিত মৌজা : আবদারপুর, জেএল নং ৯৭, প্লট নং ৭৭২, ৭৭২/৯৩৬, খতিয়ান নং ২১৭০ (পুরানো), নতুন খতিয়ান নং ৩৮৭৪, সম্পত্তি **শ্রী প্রবীর মন্ডলের নামে,** নতুন খতিয়ান নং ৩৮৭৫, সম্পত্তি শ্রী অরূপ রতন ভট্টাচার্যর নামে, আর্ক : ২২ ডেসিমেল, থানা : সিউড়ি, জেলা : বীরভূম, মূল দলিল নং ১-৩২৪৬ তারিখ ১৫.০৩.২০১৫, ডিএসআর অফিস : সিউড়ি, বীরভূম। **সম্পত্তি শ্রী অরূপ রতন ভট্টাচার্য এবং শ্রী প্রবীর মন্ডলের নামে। চৌহদ্দি :** উত্তরে : অন্যান্যের সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যের সম্পত্তি, পূর্বে : অন্যান্যের সম্পত্তি, পশ্চিমে : ৪০ ফুট এনএইচ-৬০ হাইওয়ে।

তারিখ : ৩১.০৫.২০২৪
স্থান : সিউড়ি

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

সাজা ঘোষণার আগে স্ত্রীর হয়ে সাফাই দিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৩ জুন: দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ১১ জুলাই সাজা ঘোষণার পর তাঁর জেলে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল। কিন্তু সেসব নিয়ে একেবারে নিশ্চুপ প্রাক্তন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া। এমনকী এই দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ায় একটিবারও স্বামীর পাশে দেখা যায়নি তাঁকে। যা নিয়ে বেশ গুঞ্জন ছড়িয়েছে। তবে কি স্বামী দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মুখ ফিরিয়ে নিলেন মেলানিয়া ট্রাম্প? এই গুঞ্জনের মাঝে স্ত্রীকে নিয়ে মুখ খুললেন খোদ ট্রাম্প। বললেন, ওর পক্ষে আদালতের এই রায় মেনে নেওয়া খুবই কঠিন। খারাপ সময়ের মধ্যে রয়েছে ও।

গত ৩১ মে আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দোষী সাব্যস্ত করে নিউ ইয়র্কের একটি আদালত। তাঁর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল, ২০১৬ সালের পর্নস্টার স্টর্মি ড্যানিয়েলসের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক পর তাঁকে ঘুষ দিয়ে, চাপ দিয়ে বিষয়টি গোপন রাখতে বলা। পরবর্তী সময়ে স্টর্মি ড্যানিয়েলসের অভিযোগের ভিত্তিতেই শুরু হয় বিচারপ্রক্রিয়া। যদিও ট্রাম্প বার বার এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। নিউ ইয়র্কের আদালতের ১২ জন জুরি মিলে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করেন। এই প্রথমবার আমেরিকার কোনও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট দোষী হয়ে কারাবাসের পথে। যদিও ট্রাম্প এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে উচ্চতর আদালতে যাওয়ার কথা জানিয়েছেন।

এই গোটা বিষয়টি নিয়ে একটিবারও প্রাক্তন মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়ার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এমনকী বিচার চলাকালীন আদালতেও দেখা যায়নি মেলানিয়াকে। ছিলেন না স্বামীর পাশেও। ট্রাম্প দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরও কেন চুপ তিনি? এ নিয়ে সমালোচনা শুরু হতেই স্ত্রীর সামনে কার্যত ঢাল হয়ে দাঁড়ালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। রবিবার এক সংবাদমাধ্যমে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ওর পক্ষে এটা খুব কষ্টকর। আমার পরিবারের কাছেও এটা মেনে নেওয়া কঠিন। তাঁর আরও বক্তব্য, জেলে যেতে আমার কোনও আপত্তি নেই। এমনকী আমার একজন আইনজীবী বলেছিলেন, এটা হতে পারে না। আমি তাঁকে বলেছি, এসবের দরকার নেই। দোষী হলে জেলে যাব। তবে এই ঘটনা আমার উপর যত না অভিশাপ, আমার পরিবারের কাছে তা ঢের বেশি বিপর্যয়ের। কারাদণ্ড হলেও অবশ্য নভেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়তে কোনও সমস্যা হবে না ট্রাম্পের।

ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্থ)
CIN : U70109WB2008PTC125328
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫
যোগাযোগ : +৯০০৭২০৫১৪৫, ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড অধীনে বিক্রয় নোটিশ

কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস : ৪, ড. রাজেন্দ্র প্রসাদ সরণি, ৪র্থ তল, রুম নং ৩০৩, কলকাতা - ৭০০০০১, পব
লিকুইডেটরের ঠিকানা : অন্নপূর্ণা অ্যাপার্টমেন্টস, ফ্ল্যাট ১এ, ১২এ, সুহাসিনি গাঙ্গুলি সরণি, কলকাতা - ৭০০০২৫, পশ্চিমবঙ্গ
কোম্পানি, **ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) ("কোম্পানি") বিক্রির বিষয়ে লিকুইডেটর কর্তৃক আগ্রহ প্রকাশের আমন্ত্রণের জন্য সাধারণভাবে জনসাধারণকে ই-নিলামের মাধ্যমে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে "**যেখানে যেমন আছে, যা আছে, যেমন আছে, এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" উল্লিখিত প্রস্তাবটি কোনো ধরনের ওয়ারেন্টি এবং ক্ষতিপূরণ ছাড়াই।

১.	নিলামের তারিখ এবং সময় :	০৪.০৭.২০২৪ বেলা ১২ টা থেকে বিকেল ৩ টা পর্যন্ত অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ, সর্বশেষ নিলাম সময় প্রতিবারই ৫ মিনিট সম্প্রসারিত হবে শেষ ৫ মিনিটের ডাকের সঙ্গে নিলাম শেষ হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত।
২.	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	**২০,৮৪,৪৫২/-** (কুড়ি লাখ চুরাশি হাজার চারশ বাহান্ন টাকা) টাকা।
৩.	ইএমডি	**২,০৮,৪৪৫/-** (দুই লাখ আট হাজার চারশ পঁয়তাল্লিশ টাকা) টাকা। ইওআই দাখিলে কোনও অংশগ্রহণ ফি লাগবে না।
৪.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ	**অ-চলতি বিনিয়োগ, কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার। আরও বিস্তারিত জানতে ইওআই পাওয়া ইমেল মারফত উপলব্ধ**
৫.	**ইওআই দাখিলের শেষ তারিখ**	**১৮.০৬.২০২৪**
৬.	নিলাম প্রক্রিয়াধীন সম্পদ পর্যবেক্ষণ শেষ করতে হবে ৩০.০৬.২০২৪ তারিখের মধ্যে।	
৭.	ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ : ০২.০৭.২০২৪ বিকেল ৫ টার মধ্যে।	
৮.	যোগ্যতার এবং অন্যান্য বিস্তারিত : ইওআই এর নিয়ম এবং শর্তাদি মোতাবেক। ইওআই নথি পাওয়া যাবে cirp.tripurari@gmail.com ইমেল মারফত।	

সংশোধিত আইবিবিআই (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ২০১৯-এর তফসিল I-এর অনুচ্ছেদ ১২ অনুসারে, 'নিলামের সমাপ্তিতে সর্বোচ্চ দরদাতাকে নব্বই দিনের মধ্যে অবশিষ্ট বিক্রয় বিবেচনার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে; তবে শর্ত ত্রিশ দিনের পর পেমেন্ট করলে সুদ ১২ শতাংশ হবে; আরও শর্ত থাকে যে এই ধারার অধীনে প্রদত্ত সময়ের মধ্যে অর্থ প্রদান না হলে বিক্রয় বাতিল করা যেতে পারে।
আগ্রহী ডাকদাতাগণকে ইমেল মারফত অনুরোধক্রমে প্রাপ্তব্য সংশ্লিষ্ট নিয়ম এবং শর্তাদি বিষয়ে সম্যক অবগত এবং সম্মত হয়েই আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানে সাড়া দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে। আরও বিস্তারিত জানতে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

স্বা/-
রশমি ছাউছারিয়া
ত্রিপুরারি প্রপার্টিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর বিষয়ে লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি নং : IBBI/IPA-001/IP-P02016/2020-21/13148
এএফএ বৈধ ২১.০৬.২০২৪ পর্যন্ত
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৪.০৬.২০২৪
ইমেল : rashmi.chhawchharia@gmail.com/cirp.tripurari@gmail.com

EKDIN, VOL. 17, ISSUE NO. 352, KOLKATA, TUESDAY
4 JUNE 2024, PAGE 8

‘কোহলি হয় ওপেন করবে, নয়তো দলেই থাকবে না’

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রতিপক্ষের নাম আয়ারল্যান্ড। শক্তির বিচারে ভারতের ধারেকাছেও নেই তারা। তা হোক, কিন্তু মঞ্চটা যখন বিশ্বকাপ আর সংস্করণটা টি,টোয়েন্টি, ‘পুঁচকে’ দলকেও সমীহ না করে উপায় নেই! কিন্তু আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচের মাত্র ২ দিন বাকি থাকলেও এখনো আলোচনা চলছে ভারত দলের ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে।

এবারের টি,টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে অধিনায়ক রোহিত শর্মার সঙ্গে ইনিংস ওপেন করবেন কে;এ প্রশ্ন ঘুরছে চারদিকে। বিরাট কোহলি, সঞ্জু স্যামসন ও যশস্বী জয়সোয়াল;ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড়ের হাতে আছে তিনটি বিকল্প।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত যে একমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচটি খেলেছে, সেটিতে বিশ্রামে ছিলেন কোহলি। রোহিতের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করেন স্যামসন। ভারতের ৫ উইকেট পড়লেও রোহিত ব্যাটিংয়ে নামাননি জয়সোয়ালকে।

জয়সোয়ালকে সেদিন ব্যাটিংয়ের সুযোগ না দেওয়ার পর অনেকেই ধরে নিচ্ছেন, আগামী পরশু আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচে কোহলিকেই ওপেনিংয়ে পাঠাবে ভারত, জয়সোয়ালকে একাদশেই রাখবে না। নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামের এ ম্যাচ দিয়েই শুরু হবে ভারতের বিশ্বকাপ অভিযান।

এ ম্যাচের আগে ভারতের ওপেনিং,আলোচনায় যোগ দিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার ম্যাথু হেইডেনও। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি কোহলিকে দিয়ে ইনিংস ওপেন করানোর পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। তাঁর কথা;তিনি একাদশ গড়লে হয় কোহলিকে দিয়ে ওপেন করাবেন, নয়তো একাদশেই রাখবেন না!

এবারের আইপিএলে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ওপেনিং করে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ ১৫ ইনিংসে ৭৪১ রান করেছেন কোহলি। ফর্মের তুঙ্গে থাকা এমন একজন ওপেনারকে দিয়ে ওপেন না করিয়ে উপায় কী;হেইডেনের প্রশ্নটা এ রকমই!

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক ওপেনার হেইডেন ভারতের ব্যাটিং লাইনআপ নিয়ে বলেছেন, ‘আপনাকে বাঁহাতি, ডানহাতি সমন্বয় করতে হবে। আপনি টানা ৫ জন ডানহাতি রাখতে পারবেন না। অস্ট্রেলিয়া তাহলে তো জাম্পাকে নিয়ে আসবে আক্রমণে। কোহলিকে ওপেন করতে হবে অথবা সে আমার দলে খেলবেই না। সে দুর্দান্ত ফর্মে আছে।’

রোহিতকে নিয়ে তিনি এমনটা ভাবছেন না কেন;এ প্রশ্নের উত্তরে হেইডেন বলেছেন, ‘রোহিত বৈচিত্র্যময় একজন খেলোয়াড়। সে মিডল অর্ডারেও ব্যাট করতে পারে। টি,টোয়েন্টিতে সে চার নম্বরে ব্যাটিং করেও সফল হয়েছে। মিডল অর্ডারের শুরু থেকে নেমে সে ব্যাটিং লাইনআপকে নেতৃত্ব দিতে পারে।’

ভারতের হয়ে ১৫১ ম্যাচ খেলে রোহিত টি,টোয়েন্টিতে রান করেছেন ৩৯৭৪। এর মধ্যে ২৭টি ম্যাচেই শুধু তিনি ওপেন করেননি। সেই ২৭ ম্যাচে তাঁর রান ৪৮১, ফিফটি ৫টি। এই ২৭ ম্যাচের ৮টিতে ভারতের হয়ে ৪ নম্বরে ব্যাটিং করেছেন রোহিত, যার সর্বশেষটি ২০২২ সালে। চার নম্বরে ব্যাটিং করে রোহিত ১২২.৮৭ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১৮৮ রান। আইপিএলে রোহিত চার নম্বরে ব্যাটিং করেছেন ৯১ ইনিংসে, যার সর্বশেষটি ২০১৮ সালে। ২০টি ফিফটিসহ ১৩০ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ২৫৬৫ রান।

ভারত ম্যাচে বাবরের মন্ত্র ‘সহজ-সরল ক্রিকেট’

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচের দিন পুরো বিশ্বের নজর সেখানে থাকে বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তান অধিনায়ক বাবর আজম। সে ম্যাচে তাঁর মন্ত্র;সহজ-সরল ক্রিকেট খে লা।

পাকিস্তানের বিশ্বকাপ শুরু হবে ৬ জুন, ডালাসে স্বাগতিক যুক্তরাষ্ট্রের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে। এরপর ৯ জুন নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতের মুখোমুখি হবে তারা।

সে ম্যাচ নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) এক পডকাস্টে বাবর বলেছেন, ‘ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ যখন হয়, পুরো বিশ্বের নজর সে দিনের ওপর থাকে। অবশ্যই স্নায়ুচাপের ব্যাপার থাকবে। তবে নিজেদের দৃষ্টি ঠিক রাখতে হবে, মৌলিক বিষয়গুলো আঁকড়ে থাকতে হবে, সহজ-সরল ক্রিকেট খেলতে হবে। এ ম্যাচে চাপ থাকবেই। যত শান্ত ও নির্ভার থাকতে পারবেন, নিজের স্কিল ও পরিশ্রমের ওপর ভরসা রাখতে পারবেন, সব কিছু সহজ হয়ে আসবে।’

বাবরের মতে, ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ নিয়ে সব সময়ই আলোচনা সবচেয়ে বেশি হয়। বিশ্বের যে প্রান্তেই খেলা হোক না কেন, এ ম্যাচ নিয়ে আলোচনা হবেই বলে মনে করেন তিনি। বাবর বলেছেন, ‘খেলোয়াড়েরা ভিন্ন রকমের এক আবহ ও রোমাঞ্চ পায়। সবাই নিজেদের দেশকে সমর্থন দেবে, ফলে নজরও ওই ম্যাচের দিকে থাকবে।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের সঙ্গে এখন পর্যন্ত সাতটি ম্যাচ খেলেছে পাকিস্তান। তবে ২০০৭ সালে প্রথম আসরের ফাইনালসহ তারা হেরেছে ছয়টিতেই, ২০২১ সালে দুবাইয়ে গ্রুপ পর্বের ম্যাচটিই একমাত্র জেতা ম্যাচ হয়ে আছে তাদের। অবশ্য ২০২২ সালে সর্বশেষ বিশ্বকাপে মেলবোর্নের ম্যাচটি তাঁদের জেতা উচিত ছিল বলে মনে করেন বাবর।

১৬০ রানের লক্ষ্যে সে ম্যাচে ৩১ রানেই ৪ উইকেট হারিয়ে ফেলেছিল ভারত। এরপর বিরাট কোহলির ৫৩ বলে ৮২ রানের স্মরণীয় এক ইনিংসে সে ম্যাচ পাকিস্তানের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয় তারা। বাবর বলেছেন, ‘আমার মনে হয় ২০২২ সালের ভারত ম্যাচটি আমরা জিততে পারতাম, আমাদের জেতা উচিত ছিল। কিন্তু তারা সেটি ছিনিয়ে নেয়।’

ভারতের বিপক্ষে বিশ্বকাপের এবারের ম্যাচটি ঘিরে বাড়তি নিরাপত্তাও নিতে হয়েছে হুমকি আসার পর। পাকিস্তানের সামনে আছে নতুন দেশের কন্ডিশনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার চ্যালেঞ্জও। গ্রুপ পর্বে যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি ভেন্যু; নিউইয়র্ক, ডালাস ও ফ্লোরিডায় চারটি ম্যাচ খেলবে পাকিস্তান। এ ক্ষেত্রে এসব মাঠে আগে যাঁরা খে লেছেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার ওপরও ভরসা করছে পাকিস্তান;বাবর জানিয়েছেন এমন।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে গত আসরের রানার্সআপরা এবার বিশ্বকাপে নামবে বেশ টালমাটাল অবস্থায় থেকে। আয়ারল্যান্ডের সঙ্গে ম্যাচ হারের পর ইংল্যান্ডের সঙ্গে সিরিজ হেরেছে তারা বিশ্বকাপের আগে। এর বাইরে বিশ্বকাপের আগে অধিনায়ক ও কোচের পদেও এসেছে পরিবর্তন।

মাঝে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে অধিনায়কত্ব দেওয়া হলেও তাঁকে সরিয়ে আবার বাবরকে ফেরানো হয়েছে, ২০২১ ও ২০২২ সালের বিশ্বকাপে যিনি দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। অধিনায়ক হিসেবে নিজের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা বড় একটা ব্যাপার মনে করা বাবর বলছেন, তাঁর স্বপ্ন অবশ্যই ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরা, ‘ব্যাটার হিসেবে আমার অর্জন ভালোই এবং অধিনায়ক হিসেবেও কয়েকটা সিরিজ জিতেছি। কিন্তু আইসিসির ট্রফি জেতার প্রেরণাটাই আলাদা। একটা ভিন্ন পর্যায়ে যাবেন তখন, অনেক প্রশংসা পাবেন। ফলে প্রেরণা, ইচ্ছা এবং স্বপ্ন;সবই আইসিসির একটা ট্রফি উঁচিয়ে ধরা এবং এটি পাকিস্তানকে উপহার দেওয়া।’

কোহলি, রোহিত ও সূর্যকুমার ভারত দলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে, বলছেন পাঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: রোহিত শর্মা ভারতীয় দলের অধিনায়ক। বিরাট কোহলি ভারত তো বটেই, এই মুহূর্তে ক্রিকেটের অন্যতম বড় তারকা। আর টি-টোয়েন্টিতে ভারতের ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা সূর্যকুমার যাদব। এই তিন ক্রিকেটারই নাকি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের স্বপ্ন দেখা ভারতীয় দলে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেন।

কথাটা যেনতেন কারও নয়, ভারতেরই সাবেক ক্রিকেটার ইরফান পাঠানের। রোহিত, কোহলিদের একসময়ের এই সতীর্থ বলেছেন, তারকা ব্যাটসম্যানরা ভারত দলের জন্য যেমন শক্তি, তেমনি দুর্বলতাও।

পাঠান কোহলিদের সঙ্গে প্রতিবন্ধকতার প্রসঙ্গটি টেনেছেন স্টার স্পোর্টসের সঙ্গে আলাপচারিতায়। মূলত আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল ভারতের বিশ্বকাপ স্কোয়াডে পর্যাপ্ত অলরাউন্ডারদের অনুপস্থিতি।

সাবেক ক্রিকেটার ও ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকার যেমন ভারতের দুর্বলতা তুলে ধরতে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার উদাহরণ টেনে বলেন, ‘অলরাউন্ডারের অভাব ভারতীয় দলের জন্য কিছুটা হলেও দুর্বলতা। অস্ট্রেলিয়ার দিকে তাকালে দেখবেন মিচেল মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল আর ক্যামেরন গ্রিনের মতো ব্যাটসম্যান আছেন, যাঁরা একটা ম্যাচে ৪ ওভার বল করতে পারেন। এই দুর্বলতা কাটাতেই হয়তো ভারত শিবম দুবেকে দলে রেখেছে। এটা ছোটখাটো একটা দুর্বলতাই।’

ভারতের বিশ্বকাপ দলে অলরাউন্ডার হিসেবে জায়গা পেয়েছেন দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা ও অক্ষর প্যাটেল। অস্ট্রেলিয়াসহ অন্য অনেক দলের প্রধান ব্যাটসম্যানরা বোলিংও করে থাকেন, যেটা ভারতের ক্ষেত্রে রোহিত, কোহলি কিংবা সূর্যকুমাররা একদমই করেন না। অন্যদের মধ্যে ঋষভ পন্ত ও সঞ্জু স্যামসন উইকেটকিপার।

আর যশস্বী জয়সোয়াল বোলিং জানলেও বিশ্বকাপে তাঁর একাদশে থাকাটাই নিশ্চিত নয়। বাঁহাতি এ ওপেনারকে একাদশে রাখার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে কম্বিনেশন নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন ইরফান পাঠান। তিনি বলেছেন, ‘ভারত যে দলটা নিয়ে খেলতে গেছে, সেখানে দুই কম্বিনেশনে একাদশ গড়া যেতে পারে। একটায় অক্ষর প্যাটেলকে নিয়ে ছয় বোলার, যাতে ব্যাটিং লাইনআপটা একটু লম্বা হবে। আরেকটায় চারজন স্পেশালিস্ট বোলার এবং পান্ডিয়া ও দুবেকে দিয়ে বাকি ওভার (করানো)। এর বাইরে জয়সোয়ালের কথা ভাবা যেতে পারে। সে ম্যাচে বল না করলেও নেটে নিয়মিতই হাত ঘোরায়। যেটা আইপিএলের সময় দুবেও বলেছে যে বিশ্বকাপে এক-দুই ওভার করার জন্য নেটে সে নিয়মিতই বল করেছে।’

ভারতের টি-টোয়েন্টি ব্যাটিংয়ে যাঁদের জায়গা পাকা, তাঁদের কেউ বোলিং করতে না পারায় দলে প্রতিবন্ধিতা তৈরি হয় বলে মনে করেন পাঠান, ‘পান্ডিয়া তিন,চার ওভার করতে পারলে তো সমাধান অনেকটা হয়েই গেল। আমাদের অন্য ব্যাটসম্যান, যেমন রোহিত, কোহলি আর সূর্যকুমার, ওরা বোলিং করে না। যেটা আমাদের (দলে) একধরনের প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। এই ব্যাটসম্যানরা যদি বল করতে পারত, তাহলে দল ব্যাপকভাবে উপকৃত হতো। আমরা অস্ট্রেলিয়ার কথা বলছি, এমনকি ইংল্যান্ডের দিকে তাকালেও দেখবেন, ওদের প্রথম সাতজনের মধ্যে মঈন আলী, লিয়াম লিভিংস্টোন, উইল জ্যাকসরা অলরাউন্ডার। বোলিং অপশন বেশি থাকাটা সব সময়ই ভালো। এ পরিস্থিতিতে বলব, আমরা অবশ্যই প্রতিবন্ধকতার মধ্যে আছি।’

ভারতের একাদশে বল হাতে নেওয়া খেলোয়াড়ের সংখ্যা কম হওয়ার পেছনে আইপিএলের দায় দেখেন মাঞ্জরেকার। আইপিএলে ইমপ্যাক্ট বদলির নিয়ম থাকায় দলগুলো ব্যাটসম্যানের বদলে বোলার আর বোলারের বদলে ব্যাটসম্যান খেলিয়ে থাকে। ফলে অলরাউন্ডারের উপযোগিতা কম সেখানে। মাঞ্জরেকার বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, ‘আইপিএলে ইমপ্যাক্ট বদলির কারণে সমস্যাটা বাড়তে পারে। আমরা এখন বিশেষজ্ঞ ব্যাটসম্যান বা বোলারের ওপর নির্ভর করি। কিন্তু বিশ্বকাপে দলগুলোকে কিছু সমন্বয় করতে হয়। কেউ একজনকে ম্যাচে দু-তিনটা ওভার করে দিতে হয়।’

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ‘এ’ গ্রুপে থাকা ভারত প্রথম ম্যাচ খে লবে বুধবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে। ‘এ’ গ্রুপে রোহিতদের অন্য তিন প্রতিপক্ষ পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা।

আজম খানকে ‘গন্ডার’ বললেন বাবর

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলতে নামার আগে আচমকাই পাকিস্তানের অধিনায়ক বাবর আজম জড়িয়ে গেলেন বিতর্কে। সতীর্থ আজম খানের চেহারা নিয়ে কটূ মন্তব্য করেছেন তিনি। সেই ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার পরেই বিতর্ক দানা বেঁধেছে। সকল সমর্থকের কাছেই সমালোচিত হচ্ছেন বাবর।ডালাসে পাকিস্তান দলের অনুশীলন চলার সময় ঘটনাটি ঘটেছে। সেখানে বাবর এবং আজমকে অনুশীলন করতে দেখা যায়। তখনই ১২৫ কিলো ওজনের আজমকে বাবর ‘গাইন্দা’ বলে সম্বোধন করেন। বাংলায় তার অর্থ গন্ডার। সমর্থকদের দাবি, বাবর সতীর্থের সম্মানহানি করে খুব খারাপ কাজ করেছেন।

উল্লেখ্য, পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার মইন খানের ছেলে আজম সম্প্রতি তাঁর ফিটনেস এবং পারফরম্যান্সের কাছে সমালোচনার মুখে পড়েছেন। শাহিদ আফ্রিদি এবং সলমন বাটের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটারেরাও আজমের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু বাবরের মতো কেউ এ রকম শব্দ ব্যবহার করেননি বলে সমর্থকদের দাবি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে আজমেরই উইকেটকিপিং করার কথা। কিন্তু ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি সিরিজে তাঁকে দেখে মোটেই ছন্দে আছেন বলে মনে হয়নি। উইকেটকিপিং, ব্যাটিং দু’টি বিভাগেই সমালোচিত হয়েছেন।

সুপার ওভার নাটকীয়তায় ওমানকে হারাল নামিবিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: দুই সহযোগী দলের ম্যাচ। একই গ্রুপে থাকা বাকি দলগুলো ছাড়া অন্যদের আগ্রহ বেশি থাকার কথা নয়। এরপর প্রথমে ব্যাট করে ওমান যখন ১০৯ রানে অলআউট হয়, তখন কৌতূহলী চোখ আরও কমে যাওয়ার কথা। অথচ নামিবিয়া-ওমানের এমন ম্যাচটা কিনা উপহার দিল জমাট প্রতিদ্বন্দ্বিতা!

দুর্দান্ত বোলিংয়ে নামিবিয়াকে ঠিক ১০৯ রানেই আটকে দিল ওমান। ম্যাচ গড়াল সুপার ওভারে, টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ যা সর্বশেষ চার আসরে দেখেনি। তবে সুপার ওভারের লড়াইয়ে আর পারেনি ওমান। নামিবিয়ার ২১ রান তাড়া করতে নেমে মধ্যপ্রাচ্যের দলটি আটকে যায় ১০ রানে।

বার্বাডোজের কেনসিংটন ওভালে নামিবিয়ার সুপার ওভারে জয়ের নায়ক ডেভিড ভিসা। ৩৯ বছর বয়সী এই অভিজ্ঞ অলরাউন্ডার ব্যাট হাতে ৪ বলে তোলেন ১৩ রান, পরে বল হাতে আটকে দেন ওমান ব্যাটসম্যানদের। যে নৈপুণ্যে হন ম্যাচসেরাও।

তবে এই ভিসাই মূল ম্যাচের শেষ বলে শট খেলতে পারলে নামিবিয়া হয়তো টাইয়ের মুখে পড়ত না। শেষ ওভারে জয়ের জন্য নামিবিয়ার দরকার ছিল মাত্র ৪ রান। ওমানের মিডিয়াম পেসার মেহরান খ ান প্রথম তিন বলের মধ্যে দুই উইকেট তুলে লড়াই জমিয়ে তোলেন। ভিসা ব্যাটিংয়ের সুযোগ পান শেষ দুই বলে। এর প্রথমটিতে দুই রান নেওয়ার পর শেষ বলে দরকার ছিল আরও দুই রান।

কিন্তু মেহরানের অফ স্টাম্পের বাইরে লাফিয়ে ওঠা বল ব্যাটেই লাগাতে পারেননি তিনি। ওমান উইকেটরক্ষক নাসিম খুশিও বল গ্লাভসে নিতে ব্যর্থ হলে রানের জন্য দৌড়ান ভিসা ও তাঁর সঙ্গী ম্যালান ক্রুগার। খুশি বল কুড়িয়ে স্টাম্প ভেঙে দেওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে তাড়াহুড়ায় সেটি মিস করায় রান পেয়ে যায় নামিবিয়া, ম্যাচ থামে সমতায়।

শেষের নাটকীয়তার আগে ম্যাচ এগিয়েছে ম্যাড়মেড়েভাবে। টস হেরে ব্যাট করতে নামা ওমান প্রথম দুই বলেই হারায় দুই উইকেট। এতে অবশ্য বোলার রুবেন ট্রাম্পেলমানের কৃতিত্বই বেশি। বাঁহাতি এ পেসার প্রথম দুই ডেলিভারিতে এলবিডব্লুতে উইকেট নেওয়ার পর নিজের দ্বিতীয় ওভারেও আরও এক উইকেট। ১০ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে ফেলা ওমানের ব্যাটিং এরপর খুব একটা ডানা মেলতে পারেনি।

খালিদ কাইলের ৩৯ বলে ৩৪ আর সাবেক অধিনায়ক জিশান মাকসুদের ২০ বলে ২২ রানে ভর করে এক শ পার করে দলটি। ট্রাম্পেলমান নেন ৪ উইকেট, ভিসা ৩ উইকেট।

রান তাড়ায় নামিবিয়া খেলেছে সতর্ক ক্রিকেট। দ্বিতীয় বলে ওপেনার মাইকেল ফন লিনগেন আউট হওয়ার পর নিকোলাস ডাভিন ও ইয়ান ফ্রাইলিঙ্ক ৪২ রানের জুটি গড়ে লক্ষ্য নাগালে রাখেন। ডাভিন ৩১ বলে ২৪ রান করে আউট হলেও ফ্রাইলিঙ্ক টিকেছিলেন ২০তম ওভার পর্যন্ত। তিনি ৪৮ বলে ৪৫ রান করে শেষ ওভারের প্রথম বলে বোল্ড হতেই ম্যাচ ফসকে যেতে থাকে নামিবিয়ার।

যদিও সুপার ওভার শেষ পর্যন্ত হাসিই ফুটিয়েছে আফ্রিকান দেশটির মুখে।

মারেসকাকেই কোচ বানাল চেলসি

এনজো মারেসকার চেলসির কোচ হওয়ার গুঞ্জনটা কয়েক দিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল। অবশেষে সেই গুঞ্জনই সত্যি হলো। মরিসিও পচেত্তিনোর জায়গায় লেস্টার সিটির এই কোচকেই নিয়োগ দিয়েছে চেলসি। মারেসকার সঙ্গে ৫ বছরের চুক্তি হলেও পরবর্তী সময়ে মেয়াদ আরও দুই বছরের জন্য বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে।

গত মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগের পয়েন্ট তালিকায় ৬ নম্বরে থেকে শেষ করে চেলসি। মৌসুমটা তারা বাজেভাবে শুরু করলেও শেষ দিকে ভালোভাবেই ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। যদিও তা পচেত্তিনোর চাকরি বাঁচানোর জন্য যথেষ্ট হয়নি। ২১ মে সমঝোতার ভিত্তিতে চেলসি ছাড়তে হয় আর্জেন্টাইন কোচকে।

৪৪ বছর বয়সী ইতালিয়ান কোচ মারেসকা গত বছরের জুনে লেস্টারের দায়িত্ব নেন। তাঁর অধীন খেলেই চ্যাম্পিয়নসশিপ থেকে প্রিমিয়ার লিগে উত্তরণ হয়েছে লেস্টারের। চেলসির নতুন কোচ হওয়ার প্রতিক্রিয়ায় মারেসকা বলেছেন, ‘বিশ্বের সবচেয়ে বড় ক্লাবগুলোর একটি চেলসির কোচ হওয়া যেকোনো কোচের জন্য স্বপ্নের মতো। এ কারণেই দায়িত্বটি নিয়ে আমি রোমাঞ্চিত।’

প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে মারেসকা আরও যোগ করেন, ‘আমি দারুণ এক দল প্রতিভাবান খে লোয়াড় এবং স্টাফের সঙ্গে কাজ করার অপেক্ষায় আছি। ক্লাবের সাফল্যের ঐতিহ্য অব্যাহত রাখতে চাই এবং সমর্থকদের গর্বিত করতে চাই।’

আগামী ১ জুলাই কাজ শুরু করতে যাওয়া মারেসকা ৫ বছরের মধ্যে চেলসির ষষ্ঠ কোচ। আর ২০২২ সালের মে মাসে টড বোয়েলি ক্লাবের মালিকানা নেওয়ার পর মারেসকা হলেন চতুর্থ কোচ।

আইপিএলকে ছাপিয়ে গেল টি২০ বিশ্বকাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য রেকর্ড পুরস্কার অর্থ ঘোষণা করল ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিল (আইসিসি)। বিশ্বকাপের জন্য মোট ১১.২৫ মিলিয়ন বা ১ কোটি ১২ লাখ ৫০ হাজার ডলার আর্থিক পুরস্কার ঘোষণা করেছে আইসিসি। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৯৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সব স্তরেই পুরস্কার মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০টি দল এ বারের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করছে। শেষ আটটি দল পাবে ২ লাখ ২৫ হাজার ডলার। ভারতীয় মূল্যে প্রায় ১ কোটি ৮৭ লাখ টাকা পাবে বিশ্বকাপের শেষ আটটি দল। যে দলগুলি নবম থেকে ১২তম স্থানের মধ্যে শেষ করবে তারা পাবে ২ লাখ ৪৭ হাজার ৫০০ ডলার। অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি ৬ হাজার টাকা। পঞ্চম থেকে অষ্টম স্থানে শেষ করা আটটি দেশ আর্থিক পুরস্কার হিসাবে পাবে ৩ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ ডলার। ভারতীয় মূল্যে প্রায় ৩ কোটি ১৮ লাখ টাকা। সেমিফাইনালে হেরে যাওয়া দুই দলের জন্য রয়েছে ৭ লাখ ৮৭ হাজার ৫০০ ডলার বা ৬ কোটি ৫৪ লাখ টাকা করে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠা দু’দলের জন্যও এ বার থাকছে রেকর্ড পরিমাণ আর্থিক পুরস্কার। রানার্স দলকে দেওয়া হবে ১২ লাখ ৮০ হাজার ডলার বা ১০ কোটি ৬৪ লাখ টাকা। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা বিশ্বকাপ জিতলে ২৪ লাখ ৫০ হাজার ডলার পুরস্কার মূল্য হিসাবে পাবেন। ভারতীয় মূল্য বিশ্বচ্যাম্পিয়নেরা পাবেন ২০ কোটি ৩৬ লাখ টাকা। অর্থাৎ এই প্রথম বার টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতলে আইপিএলের থেকে বেশি পুরস্কার মূল্য পাওয়া যাবে। আইপিএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে কলকাতা নাইট রাইডার্স এ বার পেয়েছে ২০ কোটি টাকা। বিশ্বকাপে অংশগ্রহণকারী দলগুলির জন্য রয়েছে আরও আর্থিক পুরস্কার। প্রতিটি ম্যাচ জেতার জন্য ৩১,১৫৪ ডলার করে পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে দলগুলিকে। কোনও দল বিশ্বকাপে একটি ম্যাচ জিতলেই এ বার পুরস্কার হিসাবে পাবে প্রায় ২৬ লাখ টাকা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001** **RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**